আখীরুজ্জামান গবেষণা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

শাইখ নাবহান হামীম

Scanned by CamScanner

আখীরুজ্জামান গবেষণা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

শাইখ নাবহান হামীম

সহকারী পরিচালক

আখীরুজ্জামান গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ।

সার্বিক সহযোগিতায়

মুহাম্মাদ নাজমুল হোসেন

রাসেল আহম্মেদ ইসমাইল

মুহাম্মাদ নাইমুল ইসলাম

মুহাম্মাদ রাকিবুল ইসলাম

প্রকাশকালঃ

২২'শে জুন ২০১৯ ইং

১৮ ই শাওয়াল ১৪৪০ ইজরী

৮ আষাঢ় ১৪২৬ বাংলা

হাদিয়া = ১৬০/- মাত্র।

পরিবেশনায়

আখীরুজ্জামান গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ।

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

সূচীপত্রঃ-

শাহ নেয়ামাতুল্লাহ রহঃ এর ভবিষ্যৎবাণী..... ১
আশ-শাহারান এর ভবিষৎত বানীর কবিতা আগামীর কথন..... ১১
হাদিস দ্বারা প্রমানিত ইমাম মাহদী ও ঈশা (আঃ) একই সময়ে আসবেন না..... ৬৫
ইমাম মাহদীর পুর্বেই আসছেন ইমাম মাহমুদ..... ৭৩
••দুয়ারে দাড়িয়ে •• •• দ্বিতীয় কারবালা••.
পর্বঃ ((১))
(১)•কিভাবে ""দ্বিতীয় কারবালা""সূচনা হবে?..... ৭৯
(২) •কোন দেশে সেই দ্বিতীয় কারবালা " সংঘটিত হবে??..... ৮০
(৩) •কি??? সেটা আমাদের দেশ?? কখন এই কারবালা সুরু হবে? যখন "দ্বিতীয় কারবালা "র সূচনা হবে তখন আমরা কি করবো?? দেশ ছেড়ে চলে যাবো? নাকি মালাউন দের নিকট আত্মসমর্পন করবো? অথবা কি করবো???..... ৮১
(৪) •তাহলে বিদেশেও যাওয়া যাবেনা, পালানোও যাবেনা। তাহলে কি করবো?.. ৮২
(৫) •জিহাদ?? কিন্তু আমরা কিভাবে হিন্দুস্থানের ঐ বিরাট বাহিনির মোকাবিলা করবো?? আমরা তো পরাযিত হবো।..... ৮৩
পর্বঃ ((২))
প্রশ্ন (৬) •ইতিহাসে তো যত যুদ্ধই হয়েছে, হক্কের দলে আল্লাহর কোন না কোন একজন সতর্ককারি তাদের সেনাপতি ছিলো, তাই তাদের বিজয় হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় কারবালা তে কি কোন সতর্ককারি থাকবে? মুসলিম দের সেনাপতি হবার জন্য??..... ৮৪
(৭) •তাহলে ঐ সময় আমাদের কি করনীয় হবে?? কোন পদক্ষেপ গ্রহন করলে সবার জন্য ভালো হবে?..... ৮৬
(৮) •আমরা কিভাবে সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহ কে চিনতে পারবো? কি ভাবে তাদের দলে যোগ দিবো??..... ৮৬
(৯) •কোন স্থান থেকে সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহ প্রকাশ পাবেন?? তারা কোন দেশে জন্মগ্রহণ করবেন??..... ৮৭
(১০) •আমরা হাবিবুল্লাহ এবং সাহেবে কিরান কে পেয়ে গেলে কি করবো?? আর জিহাদ টা যদি ভারতে গিয়েই হয়, তাহলে কি এটাই গাজোয়াতুল হিন্দ-এর সেই মহা অপেক্ষীত বিজয়ের জিহাদ?..... ৮৮
গাজোয়াতুল হিন্দ
পর্বঃ((১))
গাজোয়াতুল হিন্দ এর সূচনা ৮৯
প্রশ্নঃ ((১)) গাজোয়াতুল হিন্দ কি???..... ৯০
প্রশ্নঃ ((২)) গাজোয়াতুল হিন্দ এর জিহাদ কি হয়ে যায়নি?? ইতপূর্বেও তো অনেকবার হিন্দুস্থানেরর সাথে মুসলমানদের কতিপয় যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে??..... ৯১

Scanned by CamScanner

প্রশ্নঃ ((৩)) তাহলে কি গাজোয়াতুল হিন্দ ইমাম মাহদীর সময়?? নাকি ঈছা (আঃ)- এর আগমনের পর হবে?? কেউ বলে দাজ্জালের প্রকাশের ৭ মাস আগে হবে??..... ৯৩
*পর্বঃ(২)
প্রশ্নঃ((৪)) গাজোয়াতুল হিন্দ "- এত বড় একটি জিহাদ, তাহলে মুসলমানদের আমির কোথায়? যখন কিনা,হাদিছ বলে মাহদী /ঈছা(আঃ) এর জামানায় গাজোয়াতুল হিন্দ হবেনা। তাহলে কার নেতৃত্বে, গাজোয়ায়ে হিন্দ হবে??..... ৯৫
প্রশ্নঃ((৫)) কে এই হাবিবুল্লাহ? কে এই সাহেবে কিরান? ৯৬
প্রশ্নঃ((৬)) সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহর নেতৃত্বেই গাজোয়াতুল হিন্দ হলে কোথায় পাবো তাদের?..... ৯৮
*প্রশ্নঃ ((৭)) কোন স্থান থেকে সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহ প্রকাশ পাবেন?? তারা কোন দেশে জন্মগ্রহণ করবেন?? ৯৯
প্রশ্নঃ((৮)) কত সালে এই গাজোয়াতুল হিন্দ হবে? ১০০

পর্বঃ(৩)
""গাজোয়াতুল হিন্দের সূচনা থেকে সমাপ্তি - তা থেকেই কি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের উৎপত্তী?""
* প্রশ্নঃ((৯))দ্বিতীয় কারবালা থেকে ""গাজোয়াতুল হিন্দ"" --যুদ্ধ চলবে কিরুপে, কোন পর্যায়ে এবং কোন পদক্ষেপে যুদ্ধ চলবে?..... ১০২
প্রশ্নঃ((১০)) এই জিহাদে মুমিনদের সাহায্যার্থে কি কোন বিরাট দল এগিয়ে আসবেনা?... ১০৩
প্রশ্নঃ((১১)) ইরাক ও আফগানিস্থান কিভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিবে??..... ১০৫
প্রশ্নঃ((১২)) এভাবেই যুদ্ধ চলার পর কি যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে? গাজোয়াতুল হিন্দ শেষ হয়ে যাবে? ১০৭
পর্বঃ((৪))
বিশ্ব যুদ্ধের সূচনা থেকে সমাপ্তি
(যুদ্ধকালিন সময়ে করনীয় -বর্জনীয় এবং নুহ (আঃ) এর কিস্তির সাদৃশ্য ও বর্তমান পেক্ষাপট) ♥ ১০৮
প্রশ্নঃ((১৩)) তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা কোথা থেকে?? ১০৯
প্রশ্নঃ((১৪)) তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুদ্ধাস্ত্র কি?? সেখানে কি প্রানঘাতি পারমানবিক অস্ত্রসহ,সকল সাংঘাতিক অস্ত্রের ব্যবহার হবে??? ১১০
প্রশ্নঃ((১৫))এই যুদ্ধটা চলবে কিভাবে?? কোন দেশ কোন দেশের বিরুদ্ধতা করতে পারে?? ১১০
প্রশ্নঃ((১৬)) উপরের তথ্যতে জানতে পেরেছি যে, ভারত পাকিস্থানের সাথেও যুদ্ধ করবে, এবং চিনও যুক্তহবে। গাজোয়াতুল হিন্দ তো চলছিইলো,তাহলে কিভাবে ভারত পাকিস্থানের উপর হামলা করবে,?? ১১২

Scanned by CamScanner

পর্বঃ((৫))
তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালিন সময়ে কি পরিস্থিতি হবে এবং কত সালে বিশ্বযুদ্ধ হবে।
প্রশ্নঃ((১৭)) তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ এবং *সুরা দুখান* এর প্রসঙ্গঃ ১১৩
প্রশ্নঃ ((১৮)) কবে কখন আসবে সেই ধোয়ার আযাব,??? ১১৫
প্রশ্নঃ((১৯)) এই বিশ্বযুদ্ধ কবে সংঘটিত হবে??? ১১৬
প্রশ্নঃ ((২০)) এই বিশ্বযুদ্ধে কত মানুষ মারা যাবে? পৃথিবির কি অবস্থা হবে??... ১১৭
• পর্বঃ((৬))
বিশ্বযুদ্ধের সাল, সময়, সমাপিন্ত আধুনিকতার অধপতন, মাহদি ও মাহমুদ প্রসঙ্গ।
প্রশ্নঃ ((২১))তৃতিয় বিশ্ব যুদ্ধের স্থায়িত্বকাল ও সমাপ্তি কিভাবে?..... ১১৮
প্রশ্নঃ ((২২)) বিশ্বযুদ্ধের এতটা ধ্বংশ লিলা চলার পর কি এই আধুনিক বিশ্বের অস্তিত্ব টিকে থাকবে?? ১১৯
প্রশ্নঃ((২৩)) ইমাম মাহমুদ ও ইমাম মাহদী প্রসঙ্গঃ ১২১
পর্বঃ((৭)) শেষ পর্ব.
হযরত নূহ (আঃ) এর জামান ও বর্তমান জামানা মহাপ্লাবনে নূহ (আঃ) নৌকা এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে নৌকা সাদৃশ্যমান কোন নিরাপদ স্থান এবং যুদ্ধকালিন সময়ে করনীয় বর্জনীয় ও বর্তমান পেক্ষাপট
প্রশ্নঃ((২৪)) উপরের বাকি ২৩ টি প্রশ্নত্তর পড়ে যা বুঝতে নূহ (আঃ) জামানায় এক মহা প্লাবন হয়েছিলো। ৩য় বিশ্বযুদ্ধও ঠিক তেমনি যেন ""দ্বিতীয় প্লাবন"".... ১২৬
•প্রশ্নঃ ((২৫)) বর্তমান পেক্ষাপট ও যুদ্ধ কালিন সময়ে করনীয় -বর্জনীয় কী???... ১৩৬

পাঠকের •• প্রশ্ন-উত্তর••

পর্বঃ (১)
প্রশ্নঃ(১)প্রশ্নঃ দাজ্জাল প্রকাশ পাবার পর যে যুবক কে হত্যা করবেন,, তার জন্ম হয়ে গেছে, ২০০৪ সালে। তাহলে কি করে দাজ্জাল অনেক পরে আসবে? ১৩৯
••প্রশ্ন-উত্তর••
প্রশ্নঃ(২) প্রশ্নঃ সিরিয়ার যুদ্ধ কেন শুরু হয়েছে এবং কবে শেষ হবে? ১৪১
প্রশ্নঃ(৩) প্রশ্নঃ হাদিছ বলছে মাহদির উপর ১০৪ বছর পর মানুষ ভির করবে। তাহলে এটা সৌরের হিসাবে ১০০ হলে, চন্দের হিসাবে ৯৭ বছর হয়। তাহলে মাহদির গমনের হিসাব টি কেমন হবে? ১৪৩

সবাই কেন মাহদি/ঈশা (আঃ)/দাজ্জাল'কে নিয়ে কেন পড়ে আছে?..... ১৪৫
ইমাম জাহজাহ কে ও তার পরিচয় ১৪৫

Scanned by CamScanner

জুলফি বিশিষ্ট তারকা" যা ইমাম মাহদির আগমনের একটি আলামত

♥{ ১} যুলফী তারকার ঘটনার যে বিবরনী পাওয়া যায়,তা কি সত্য? ১৫৫
♦{২}এই তারকার উদয় কখন হবে??? ১৫৭
♦{৩} এই আলামতটি কেন প্রকাশ পাবে??? ১৫৮
(৪) এই তারকার সাথে ১ বছরের খাদ্য মজুদ করার সম্পর্ক কী? ১৫৯
প্রশ্নঃ{৫}কেন আমাদেরকে ১ বছরের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করে রাখতে হবে? .. ১৬১
ইতিহাসের একটি ঘটনার সাথে মিলে যাবে, মাহমুদ ও মাহদীর আগমন। প্রসঙ্গ নিম্নরুপঃ..... ১৬৩
♥ সাহেবে কিরান কে ও তার পরিচয়..... ১৬৮
♥বর্তমান সময়ে কত জন আল্লাহ প্রদত্ত্ব বেলায়েত প্রাপ্ত সতর্ককারী, আল্লাহর মননীত বান্দা, বর্তমানে পৃথীবিতে অবস্থান করছেন?? ১৭১
♦২৫ সালে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের গজবের কারন ১৭৯
বাংলাদেশ থেকেই প্রকাশ পাবেন ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহ এবং সাহেবে কিরান... ১৮৪
২০২১ সালেই হাবিবুল্লাহ এবং সাহেবে কিরানের প্রকাশ হতে পারে..... ১৯৪
ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহ ও সাহেবে কিরান কে চেনার উপায়..... ২০০
বাংলাদেশে কোন জেলা থেকে প্রকাশিত হবেন সাহেবে কিরান বারাহ?..... ২০৫

Scanned by CamScanner

পরম করুনাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

শাহ নেয়ামাতুল্লাহ রহঃ এর ভবিষ্যৎবাণীঃ

বাংলাদেশ পরিস্থিতি এবং গাজওয়াতুল হিন্দ . আল্লাহ প্রদত্ত ইলহাম এর জ্ঞান দ্বারা আজ থেকে প্রায় সাড়ে আটশত বছর পূর্বে (হিজরী ৫৪৮ সাল মোতাবেক ১১৫২ সালে খ্রিস্টাব্দে) শাহ নেয়ামতুল্লাহ রহঃ তার বিখ্যাত কাব্যগুলো রচনা করেন। আল্লাহর অনেক প্রিয় বান্দাগণ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে গায়েবের বিষয় সম্পর্কে ইলহাম পেয়ে থাকেন। মনে রাখতে হবে যে, কোন সৃষ্টি জীবের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই যে, সে ইচ্ছা করলেই গায়েবের বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারে। বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে এই জ্ঞান দান করে থাকেন। উপমহাদেশের ইলমী জনক শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহঃ তার ইলহামী ইলম দিয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ সাওয়াতিউল ইলহাম রচনা করেন। অনুরূপ হযরত শাহ নেয়ামতউল্লাহ রহঃ তার ইলহামী জ্ঞানের কিছু অংশ একটি কবিতায় প্রকাশ করেছেন। এটি লিখার পর থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত প্রতিটি ভবিষ্যৎবাণী হুবহু মিলে গিয়েছে। কবিতার ৩৭ নং প্যারা থেকে বিশেষভাবে খেয়াল করুন। কারণ এর পূর্বের লাইনগুলো অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাওয়ায় শুধুমাত্র বর্তমান ও ভবিষতে কি ঘটতে পারে এটাই আমাদের দেখার বিষয়। কিছুটা দীর্ঘ হলেও ধৈর্য সহকারে পড়লে "গাজওয়াতুল হিন্দ" সম্পর্কে একটি ভাল ধারণা পাওয়া যাবে ইনশা আল্লাহ। . আমাদের দূর্ভাগ্যই বলা চলে, পাকিস্তানি মুসলিম ভাইদের মাঝে কাসীদাগুলো বেশ পরিচিত, প্রসিদ্ধ এবং সমাদৃত অথচ বাংলাদেশে এ সম্পর্কে আমাদের কোনো জ্ঞানই নেই। কবিতাটি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশিত "কাসিদায়ে সাওগাত" বইতে পাবেন। এই ছাড়াও মদিনা পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত "মুসলিম পুনঃজাগরণ প্রসঙ্গ ইমাম মাহদি" বইতেও পাবেন। যারা উর্দু বুঝেন তারা এই নিয়ে ৮ পর্বের সিরিজ আলোচনা শুনতে পারেন, পাকিস্থানী বিশেষজ্ঞ জায়েদ হামিদ খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা সহকারে উনার সকল ভবিষ্যৎবাণী (ইলহাম) তুলে ধরেছেন। বাংলা ভাষায় রুহুল আমীন খান অনূদিত শাহ

Scanned by CamScanner

নিয়ামতুল্লাহ রহঃ এর একটি কবিতা ১৯৭০/৭১ এর দিকে এদেশে প্রকাশিত হয়েছিল। নতুন ব্যাখ্যা সংযোজন ও পুনঃসম্পাদন করে নিম্নে তা দেয়া হলঃ .

১) পশ্চাতে রেখে এই ভারতের অতীত কাহিনী যত আগামী দিনের সংবাদ কিছু বলে যাই অবিরত .

ব্যাখ্যাঃ ভারত = ভারতীয় উপমহাদেশ .

২) দ্বিতীয় দাওরে হুকুমত হবে তুর্কী মুঘলদের কিন্তু শাসন হইবে তাদের অবিচার যুলুমের

ব্যাখ্যাঃ দ্বিতীয় দাওর = ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের দ্বিতীয় অধ্যায়। শাহবুদ্দীন মুহম্মাদ ঘোরী রহিমাহুল্লাহ উনার আমল (১১৭৫ সাল) থেকে সুলতান ইব্রাহীম লোদীর শাসনকাল (১৫২৬ সাল) পর্যন্ত প্রথম দাওর। এবং সম্রাট বাবর শাসনকাল (১৫২৬ সাল) থেকে ভারতে মুসলিম দ্বিতীয় দাওর। .

৩) ভোগে ও বিলাসে আমোদে-প্রমোদে মত্ত থাকিবে তারা হারিয়ে ফেলিবে স্বকীয় মহিমা তুর্কী স্বভাব ধারা .

ব্যাখ্যাঃ মুঘল শাসকদের অনেকই আল্লাহ ওয়ালা ছিলেন। তবে কেউ কেউ প্রকৃত ইসলামী আইন কানুন ও শরীয়তের আমল থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন।

.

৪) তাদের হারায়ে ভিন দেশী হবে শাসন দণ্ডধারী জাকিয়া বসিবে, নিজ নামে তারা মুদ্রা করিবে জারি .

ব্যাখ্যাঃ ভিন দেশী = ইংরেজদের বোঝানো হয়েছে .

৫) এরপর হবে রাশিয়া জাপানে ঘোরতর এক রণ রুশকে হারিয়ে এ রণে বিজয়ী হইবে জাপানীগণ .

৬) শেষে দেশ-সীমা নিবে ঠিক করে মিলিয়া উভয় দল চুক্তিও হবে কিন্তু তাদের অন্তরে রবে ছল .

ব্যাখ্যাঃ বিশ শতকের প্রারম্ভে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। জাপান কোরিয়ার উপর আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে পীত সাগর, পোট অব আর্থার ও ভলডিভস্টকে অবস্থানরত রুশ নৌবহরগুলো আটক করার মধ্য দিয়ে এ যুদ্ধ শুরু হয়। অবশেষে রাশিয়া জাপানের সাথে চুক্তি করতে বাধ্য হয়। .

Scanned by CamScanner

৭) ভারতে তখন দেখা দিবে প্লেগ আকালিক দুর্যোগ মারা যাবে তাতে বহু মুসলিম হবে মহাদুর্ভোগ.

ব্যাখ্যাঃ ১৮৯৮-১৯০৮ সাল পর্যন্ত ভারতে মহামারী আকারে প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। এতে প্রায় ৫ লক্ষ লোকের জীবনাবসান হয়। ১৭৭০ সালে ভারতে মহাদূর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়। বংগ প্রদেশে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। এ থেকে উদ্ভুত মহামারিতে এ প্রদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ প্রাণ হারায়।.

৮) এরপর পরই ভয়াবহ এক ভূকম্পনের ফলে জাপানের এক তৃতীয় অংশ যাবে হায় রসাতলে.

ব্যাখ্যাঃ ১৯৪৪ সালে জাপানের টোকিও এবং ইয়াকুহামায় প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্প সংঘটিত হয়।.

৯) পশ্চিমে চার সালব্যাপী ঘোরতর মহারণ প্রতারণা বলে হারাবে এ রণে জীমকে আলিফগণ.

ব্যাখ্যাঃ ১৯১৪-১৯১৮ সাল পর্যন্ত চার বছরাধিকাল ধরে ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়। জীম = জার্মানি এবং আলিফ = ইংল্যান্ড।.

১০) এ সমর হবে বহু দেশ জুড়ে অতীব ভয়ঙ্কর নিহত হইবে এতে এক কোটি ত্রিশ লাখ নারী-নর.

ব্যাখ্যাঃ ব্রিটিশ সরকারের তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রথম মহাযুদ্ধে প্রায় ১ কোটি ৩১ লক্ষ লোক মারা যায়।.

১১) অতঃপর হবে রণ বন্ধের চুক্তি উভয় দেশে কিন্তু তা হবে ক্ষণভঙ্গুর টিকিবে না অবশেষে.

ব্যাখ্যাঃ ১৯১৯ সালে প্যারিসের ভার্সাই প্রাসাদে প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানের লক্ষ্যে "ভার্সাই সন্ধি" হয় কিন্তু তা টিকেনি।.

১২) নিরবে চলিবে মহাসমরের প্রস্তুতি বেশুমার জীম ও আলিফে লড়াই ঘটিবে বারংবার.

১৩) চীন ও জাপানে দু'দেশ যখন লিপ্ত থাকিবে রণে নাসারা তখন রণ প্রস্তুতি চালাবে সঙ্গোপনে.

ব্যাখ্যাঃ নাসারা মানে খ্রিষ্টান.

১৪) প্রথম মহাসমরের শেষে একুশ বছর পর শুরু হবে ফের আরো ভয়াবহ দ্বিতীয় সমর.

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যাঃ ১ম মহাযুদ্ধ সমাপ্তি হয় ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সূচনা হয় ১৯৩৯ সালে ৩রা সেপ্টেম্বর। দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময় প্রায় ২১ বছর।

.

১৫) হিন্দ বাসী এই সমরে যদিও সহায়তা দিয়ে যাবে তার থেকে তারা প্রার্থিত কোন সুফল নাহিকো পাবে

ব্যাখ্যাঃ ভারতীয়রা ব্রিটিশ সরকারের প্রদত্ত যে সকল আশ্বাসের প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তাদের সহায়তা করেছিল, যুদ্ধের পর তা বাস্তবায়ন করে নি। .

১৬) বিজ্ঞানীগণ এ লড়াইকালে অতিশয় আধুনিক করিবে তৈয়ার অতি ভয়াবহ হাতিয়ার আনবিক .

ব্যাখ্যাঃ মূল কবিতায় ব্যবহৃত শব্দটি হচ্ছে "আলোতে বকর" যার শাব্দিক অর্থ বিদ্যুৎ অস্ত্র। অনুবাদক বিদ্যুৎ অস্ত্রের পরিবর্তে আনবিক অস্ত্র তরজম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আমেরিকা হিরোসিমা নাগাসাকিতে আনবিক বোমা নিক্ষেপ করে। এতে লাখ লাখ বেসামরিক লোক নিহত হয়। কবিতায় বিদ্যুৎ অস্ত্র বলতে মূলত আনবিক অস্ত্রই বুঝানো হয়েছে। .

১৭) গায়েবী ধ্বনির যন্ত্র বানাবে নিকটে আসিবে দূর প্রাচ্যে বসেও শুনিতে পাইবে প্রতীচীর গান সুর .

ব্যাখ্যাঃ গায়েবী ধ্বনির যন্ত্র রেডিও এবং টিভি .

১৮) মিলিত হইয়া "প্রথম আলিফ" "দ্বিতীয় আলিফ" দ্বয় গড়িয়া তুলিবে রুশ চীন সাথে আতাত সুনিশ্চয় .

১৯) ঝাপিয়ে পড়িবে "তৃতীয় আলিফ" এবং দু জীম ঘাড়ে ছুড়িয়া মারিবে গজবী পাহাড় আনবিক হাতিয়ারে অতি ভয়াবহ নিষ্ঠুরতম ধ্বংসযজ্ঞ শেষে প্রতারণা বলে প্রথম পক্ষ দাড়াবে বিজয়ী বেশে .

ব্যাখ্যাঃ প্রথম আলিফ = ইংল্যান্ড, দ্বিতীয় আলিফ = আমেরিকা, তৃতীয় আলিফ = ইটালি এবং দুই জীম = জার্মানি ও জাপান। .

২০) জগৎ জুড়িয়া ছয় সাল ব্যাপী এই রণে ভয়াবহ হালাক হইবে অগণিত লোক ধন ও সম্পদসহ .

ব্যাখ্যাঃ জাতিসংঘের হিসাব মতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রায় ৬ কোটি লোক মারা গিয়েছিল। .

Scanned by CamScanner

২১) মহাধ্বংসের এ মহাসমর অবসানে অবশেষে নাসারা শাসক ভারত ছাড়িয়া চলে যাবে নিজ দেশে কিন্তু তাহারা চিরকাল তরে এদেশবাসীর মনে মহাক্ষতিকর বিষাক্ত বীজ বুনে যাবে সেই সনে .

ব্যাখ্যাঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় ১৯৪৫ সালে আর ভারত উপমহাদেশ থেকে নাসারা তথা ইংরেজ খ্রিস্টানরা চলে যায় ১৯৪৭ এ। এই প্যারার দ্বিতীয় অংশের ব্যাখ্যা দুই রকম আছে। ক) এই অঞ্চলের বিভেদ তৈরী করার জন্য ইংরেজ খ্রিস্টানরা কাশ্মীরকে হিন্দুদের দিয়ে প্যাচ বাধিয়ে যায়। খ) ইংরেজরা চলে গেলেও তাদের সংস্কৃতি এমনভাবে রেখে গেছে যে, এই উপমহাদেশের লোকজন এখনও সব যায়গায় ব্রিটিশ নিয়ম-কানুন ভাষা সংস্কৃতি অনুসরণ করে। .

২২) ভারত ভাঙ্গিয়া হইবে দু'ভাগ শঠতায় নেতাদের মহাদূর্ভোগ দূর্দশা হবে দু'দেশেরই মানুষের .

ব্যাখ্যাঃ দেশভাগের সময় মুসলমানরা আরো অনেক বেশি এলাকা পেত। কিন্তু সেই সময় অনেক মুসলমান নেতার গাদ্দারির কারণে অনেক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা হিন্দুদের অধীনে চলে যায়। ফলে কষ্টে পরে সাধারণ মুসলমানরা। এখনও ভারতের মুসলমানরা সেই গাদ্দারির ফল ভোগ করছে। .

২৩) মুকুটবিহীন নাদান বাদশা পাইবে শাসনভার কানুন ও তার ফর্মান হবে আজেবাজে একছার .

ব্যাখ্যাঃ এই প্যারা থেকে ভারত বিভাগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ধরা যায়। এই সময় এই অঞ্চলে মুসলিমদের ঝান্ডাবাহী কোন সরকার আসে নি। মুকুটবিহীন নাদান বাদশাহ বলতে অনেকে গণতন্ত্রকে বুঝিয়েছে। আব্রাহাম লিংকনের তৈরী গণতন্ত্রকে জনগণের তন্ত্র বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে জন-নিপীড়নের তন্ত্র। এই গণতন্ত্রের নিয়ম কানুন যে আজেবাজে সে সম্পর্কে শেষ লাইনে ইঙ্গিত করা হয়েছে। .

২৪) দুর্নীতি ঘুষ কাজে অবহেলা নীতিহীনতার ফলে শাহী ফর্মান হবে পয়মাল দেশ যাবে রসাতলে .

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যাঃ সমসাময়িক দুর্নীতি বুঝানো হয়েছে। .

২৫) হায় আফসোস করিবেন যত আলেম ও জ্ঞানীগণ মূর্খ বেকুফ নাদান লোকেরা করিবে আস্ফালন। .

২৬) পেয়ারা নবীর উম্মতগণ ভুলিবে আপন শান ঘোরতর পাপ পঙ্কিলতায় ডুবিবে মুসলমান .

২৭) কালের চক্রে স্নেহ-তমীজের ঘটিবে যে অবসান লুণ্ঠিত হবে মানী লোকদের ইজ্জত সম্মান .

২৮) উঠিয়া যাইবে বাছ ও বিচার হালাল ও হারামের লজ্জা রবে না, লুণ্ঠিত হবে ইজ্জত নারীদের ২৯) পশুর অধম হইবে তাহারা ভাই-বোনে, মা-বেটায় জেনা ব্যাভিচারে হইবে লিপ্ত পিতা আর কন্যায় .

৩০) নগ্নতা আল অশ্লীলতায় ভরে যাবে সব গেহ নারীরা উপরে সেজে রবে সতী ভেতরে বেচিবে দেহ .

৩১) উপরে সাধুর লেবাস ভেতরে পাপের বেসাতি পুরা নারী দেহ নিয়ে চালাবে ব্যবসা ইবলিস বন্ধুরা .

৩২) নামায ও রোজা, হজ্জ্ব যাকাতের কমে যাবে আগ্রহ ধর্মের কাজ মনে হবে বোঝা দারুন দূর্বিষহ .

৩৩) কলিজার খুন পান করে বলি শোন হে বৎসগণ খোদার ওয়াস্তে ভুলে যাও সব নাসারার আচরণ .

৩৪) পশ্চিমা ঐ অশ্লীলতা ও নগ্নতা বেহায়ামি ডোবাবে তোদের, খোদার কঠোর গজব আসিবে নামি .

৩৫) ধ্বংস নিহত হবে মুসলিম বিধর্মীদের হাতে হবে নাজেহাল, ছেড়ে যাবে দেশ ভাসিবে রক্তপাতে .

৩৬) মুসলমানের জান-মাল হবে খেলনা মুল্যহত রক্ত তাদের প্রবাহিত হবে সাগর স্রোতের মত .

৩৭) এরপর যাবে ভেগে নারকীরা পাঞ্জাব কেন্দ্রের ধন সম্পদ আসিবে তাদের দখলে মুমিনদের .

ব্যাখ্যাঃ এখানে পাঞ্জাব কেন্দ্রের বলতে কাশ্মীর মনে করা হয়। গাজওয়াতুল হিন্দ অর্থাৎ হিন্দুস্তানের যুদ্ধের পূর্বে মুসলিমরা সর্বপ্রথম

Scanned by CamScanner

ভারতের কাছ থেকে একটি এলাকা দখল করে নেবে। আশা করা যায়, এটা হচ্ছে পাকিস্তান সীমান্তলগ্ন পাঞ্জাব ও জম্মু কাশ্মীর এলাকা। কারণ কাশ্মীরের স্থানীয় মুজাহিদ, আল কায়েদা, তালেবান সহ আরো অনেক জিহাদি গ্রূপ ব্যাপক আকারে প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছে জম্মু কাশ্মীরকে ভারতের দখল থেকে মুক্ত করার জন্য। .

৩৮) অনুরূপ হবে পতন একটি শহর মুমিনদের তাহাদের ধনসম্পদ যাবে দখলে হিন্দুদের .

৩৯) হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ সেখানে চালাইবে তারা ভারি ঘরে ঘরে হবে ঘোর কারবালা ক্রন্দন আহাজারি .

ব্যাখ্যাঃ ৩৮ ও ৩৯ নং প্যারায় বলা হয়েছে, মুসলিমরা যখন কাশ্মীর দখল করে নেবে তারপরই হিন্দুরা মুসলিমদের একটি এলাকা দখলে নেবে এবং সেখানে ব্যাপক হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে। মুসলমানদের ধন-সম্পদ ভারতের হিন্দু মুশরিকরা লুটপাটের মাধ্যমে নিয়ে নেবে, মুসলিমদের ঘরে ঘরে কারবালার ন্যায় রূপধারণ করবে। কিন্তু আপনি কি জানেন মুসলিমদের যে দেশটা ভারতের হিন্দুরা দখলে নিয়ে এ ধরনের হত্যা ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে সেটা কোন দেশ? ধারণা করা হয় সেটি আপনার প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। অর্থাৎ মুসলিমরা কাশ্মীর জয় করার পর হিন্দুরা বাংলাদেশ দখল করবে। পরবর্তী প্যারাগুলো পড়লে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে ইনশা আল্লাহ। .

৪০) মুসলিম নেতা অথচ বন্ধু কাফেরের তলে তলে মদদ করিবে অরি কে সে এক পাপ চুক্তির ছলে .

ব্যাখ্যাঃ বর্তমান সময়ে এই উপমহাদেশে এ ধরনের নেতার অভাব নেই। যারা উপর দিয়ে মুসলমানদের নেতা সেজে থাকে কিন্তু ভেতর দিয়ে কাফিরদের এক নম্বর দালাল। সমগ্র ভারত উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তানে এর যথেষ্ট উদাহরণ আছে যেখানকার নেতারা নামধারী মুসলিম হবে কিন্তু গোপনে গোপনে হিন্দুবান্ধব হবে। মুসলিমদের ধ্বংস করার জন্য ভারত সরকাররের সাথে গোপনে পাপ চুক্তি করবে। .

Scanned by CamScanner

৪১) প্রথম অক্ষরে থাকিবে শীনে'র অবস্থান শেষের অক্ষরে থাকিবে নূন ও বিরাজমান ঘটিবে তখন এসব ঘটনা মাঝখানে দু'ঈদের ধিক্কার দিবে বিশ্বের লোক জালিম হিন্দুদের.

ব্যাখ্যাঃ ইসলাম ধ্বংসকারী এই মুনাফিক শাসককে চেনার উপায় হল তার নামের প্রথম অক্ষর হবে আরবি অক্ষর শীন অর্থাৎ বাংলা অক্ষর "শ" এবং শেষের অক্ষর হবে আরবি অক্ষর নুন অর্থাৎ বাংলা অক্ষর "ন"। কেউ কেউ বলেন হতে পারেন তিনি আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী (আল্লাহ ভালো জানেন)। আর এসব ঘটনা ঘটবে দুই ঈদের মাঝে। যেটা হতে পারে আগামী ঈদ কিংবা এর পরবর্তী বছরের ঈদ। প্রিয় ভাইয়েরা একটু কল্পনা করুন, এদেশে যখন ভারতীয় সেনাবাহিনী ঢুকে আপনার পিতা, আপনার ভাই ও আত্মীয় স্বজনদের নির্মমভাবে হত্যা করবে, আপনার মা বোনদের ধর্ষণ করবে তখন কি অবস্থা হবে আপনার? আপনি ভেবেছেন কি আপনার সাজানো সংসার, আপনার চাকুরী, আপনার ব্যবসার ভবিষ্যৎ কি? সময় খুব অল্প। তাই হিন্দু মালাউনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক প্রস্তুতি নিন। এছাড়া আর কোন পথ নেই।.

৪২) মহরম মাসে হাতিয়ার হাতে পাইবে মুমিনগণ ঝঞ্ঝার বেগে করিবে তাহারা পাল্টা আক্রমণ.

৪৩) সৃষ্টি হইবে ভারত ব্যাপিয়া প্রচণ্ড আলোড়ন "উসমান" এসে নিবে জিহাদের বজ্র কঠিন পণ.

৪৪) সাহেবে কিরান "হাবীবুল্লাহ" হাতে নিয়ে শমসের খোদায়ী মদদে ঝাপিয়ে পড়িবে ময়দানে যুদ্ধে.

ব্যাখ্যাঃ এখানে মুসলিমদের সেনাপতির কথা বলা হয়েছে। শনি ও বৃহস্পতি গ্রহ অথবা শুক্র ও বৃহস্পতি গ্রহের একই রৈখিক কোণে অবস্থানকালীন সময়ে যে যাতকের জন্ম অথবা এ সময়ে মাতৃগর্ভে যে যাতকের ভ্রুনের সঞ্চার ঘটে তাকে বলা হয় সাহেবে কিরান বা সৌভাগ্যবান। সেই মহান সেনাপতির নাম বা উপাধি হবে "হাবীবুল্লাহ"।.

৪৫) কাপিবে মেদিনী সীমান্ত বীর গাজীদের পদভারে ভারতের পানে আগাইবে তারা মহারণ হুঙ্কারে.

ব্যাখ্যাঃ আক্রমণকারীরা ভারত উপমহাদেশের হিন্দু দখলকৃত এলাকার বাইরে থাকবে এবং হিন্দু দখলকৃত এলাকা দখল করতে হুঙ্কার দিয়ে এগিয়ে যাবে।.

Scanned by CamScanner

৪৬) পঙ্গপালের মত ধেয়ে এসে এসব "গাজীয়ে দ্বীন" যুদ্ধে জিতিয়া বিজয় ঝাণ্ডা করিবেন উড্ডিন .

৪৭) মিলে এক সাথে দক্ষিণী ফৌজ ইরানী ও আফগান বিজয় করিয়া কবজায় পুরা আনিবে হিন্দুস্তান .

ব্যাখ্যাঃ হিন্দুস্তান সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের দখলে আসবে।

৪৮) বরবাদ করে দেয়া হবে দ্বীন ঈমানের দুশমন অঝোর ধারায় হবে আল্লাহ'র রহমাত বরিষান .

৪৯) দ্বীনের বৈরী আছিল শুরুতে ছয় হরফেতে নাম প্রথম হরফ গাফ সে কবুল করিবে দ্বীন ইসলাম .

ব্যাখ্যাঃ ছয় অক্ষর বিশিষ্ট একটি নাম যার প্রথম অক্ষরটি হবে "গাফ" এমন এক প্রভাবশালী হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম পক্ষে যোগদান করবেন। তিনি কে তা এখনো বুঝা যাচ্ছে না। .

৫০) আল্লাহ'র খাস রহমাতে হবে মুমিনেরা খোশদিল হিন্দু রসুম রেওয়াজ এ ভূমে থাকিবে না এক তিল .

ব্যাখ্যাঃ ভারতবর্ষে হিন্দু ধর্ম তো দূরে হিন্দুদের কোন রসম রেওয়াজও থাকবে না। .

৫১) ভারতের মত পশ্চিমাদেরও ঘটিবে বিপর্যয় তৃতীয় বিশ্ব সমর সেখানে ঘটাইবে মহালয় .

ব্যাখ্যাঃ বর্তমান সময়ে স্পষ্ট সেই তৃতীয় সমরের প্রস্তুতি চলছে। অর্থ্যাৎ সমগ্র বিশ্ব জুড়ে মুসলমাদের বিরুদ্ধে কাফিররা যুদ্ধ করছে তথা জুলুম নির্যাতন করছে। এই জুলুম নির্যাতনই তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধে রূপ নিয়ে এক সময় তাদের ধ্বংসের কারণ হবে। এখানে বলা হচ্ছে মহালয় বা কিয়ামত শুরু হবে যাতে পশ্চিমারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। .

৫২) এ রণে হবে "আলিফ" এরূপ পয়মাল মিসমার মুছে যাবে দেশ, ইতিহাসে শুধু নামটি থাকিবে তার .

ব্যাখ্যাঃ এ যুদ্ধের কারণে আলিফ = আমেরিকা এরূপ ধ্বংস হবে যে, ইতিহাসে শুধু তার নাম থাকবে কিন্তু বাস্তবে তার কোন অস্তিত্ব থাকবে না। বর্তমানে মুছে যাওয়ার আগাম বার্তা স্বরূপ দেশটিতে আমরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগ এবং অর্থনৈতিক মন্দা চরমভাবে দেখতে পাচ্ছি। .

Scanned by CamScanner

৫৩) যত অপরাধ তিল তিল করে জমেছে খাতায় তার শাস্তি উহার ভুগতেই হবে নাই নাই নিস্তার কুদরতী হাতে কঠিন দণ্ড দেয়া হবে তাহাদের ধরা বুকে শির তুলিয়া নাসারা দাড়াবে না কভু ফের .

৫৪) যেই বেঈমান দুনিয়া ধ্বংস করিল আপন কামে নিপাতিত শেষ কালে সে নিজেই জাহান্নামে .

৫৫) রহস্যভেদী যে রতন হার গাথিলাম আমি তা, যে গায়েবী মদদ লভিতে, আসিবে উস্তাদসম কাজে। .

৫৬) অতি সত্বর যদি আল্লাহ'র মদদ পাইতে চাও তাহার হুকুম তালিমের কাজে নিজেকে বিলিয়ে দাও .

ব্যাখ্যাঃ বর্তমানে সমস্ত ফিতনা হতে হিফাযত হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে সমস্ত হারাম কাজ থেকে খাস তওবা করা। সেটা হারাম আমল হোক কিংবা কাফের মুশরিক প্রণীত বিভিন্ন নিয়ম কানুন হোক। .

৫৭) "কানা জাহুকার" প্রকাশ ঘটার সালেই প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদি দুনিয়ার বুকে হবেন আবির্ভূত .

ব্যাখ্যাঃ "কানা জাহুকা" সূরা বনী ইসরাইলের ৮১ নং আয়াতের শেষ অংশ। যার অর্থ মিথ্যার বিনাশ অনিবার্য। পূর্ব আয়াতটির অর্থ "সত্য সমাগত মিথ্যা বিলুপ্ত"। অর্থাৎ যখন মিথ্যার বিনাশ কাল উপস্থিত হবে তখন উপযুক্ত সময়েই আবির্ভূত হবেন "ইমাম মাহদি"। উনার আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে বাতিল ধ্বংস হবে। .

৫৮) চুপ হয়ে যাও ওহে নেয়ামত এগিও না মোটে আর ফাঁস করিও না খোদার গায়বী রহস্য আসরার এ কাসিদা বলা করিলাম শেষ "কুনুত কানয" সালে অদ্ভুত এই রহস্য গাঁথা ফলিতেছে কালে কালে .

ব্যাখ্যাঃ "কুনুত কানয" সাল অর্থাৎ হিজরি সন ৫৪৮ মোতাবেক ১১৫৮ ইংরেজি সাল হচ্ছে এ কাসিদার রচনা কাল। এটা আরবি হরফের নাম অনুযায়ী সাংকেতিক হিসাব।

Scanned by CamScanner

আশ-শাহারান এর ভবিষৎত বানীর কবিতা

আগামীর কথনঃ

[{(আমরা অচিরেই সত্য সহ আসছি)}]

(আল্লাহ ভরসা).....

★একটি আধ্বাত্বিক ভবিৎষত বানী সম্বলিত গ্রন্থ """"আগামী কথন""""""""".....

* ভবিৎষত বানীর কবিতা*

★ আগামী কথন★

লেখক- ((আস- শাহরান))

১০০ টি প্যারা সমৃদ্ধ ভবিৎষত বানীর এই কবিতাটি আপনাদেরকে অবগত করার জন্য তুলে ধরা হল,,,,,,

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। কারন,, মহান রব তাদের দান করেছেন,, অমুল্য সম্পদ জ্ঞান।।

আর এই মানুষদের মধ্যই রব তার মননিত বান্দাদেরকে দান করেন,, "" আধ্বাত্বিক ঐশরিক জ্ঞান""""..... প্রতিটি নবি রসুল বা বেলায়েতের অধিকারি ব্যক্তিরাই রবের সাহায্যে ভবিৎষত বানী দান করেন।

যেমনঃ

★ ভারতের শাহ নেয়ামতউল্লাহ,, তার বিক্ষাত আধ্বাতিক জ্ঞান সম্বলিত কবিতা গ্রন্থ,, """""" ক্বাসিদাহ""""""""" তে অনেক ভবিৎষত বানী করেছেন,, যা "ইমাম মাহদি"র আগমন পর্যন্ত স্থগিত।।

ঠিক এমনই আরো একটি গ্রন্থ রয়েছে,,যার নাম,,

Scanned by CamScanner

** আগামী কথন ***
এই গ্রন্থটিতে কিয়ামত পর্যন্ত ভবিৎষত বানী করা হয়েছে যা আপনাদেরকে অবগত করা হল।
আল্লাহ কবুল করুক। আমিন।
★ প্যারাঃ (১)....
সূচনাতেই প্রশংসা তার,,
যিনি সৃষ্টি করেছেন জমিন ও আকাশ।
অতিত থাক,, আগামীর কিছু কথা
আমি করিবো প্রকাশ।।
ব্যাখ্যাঃ শুরুতেই লেখক আল্লাহর প্রশংসা করেছেন, তার পর তিনি বলেছেন, অতীত নিয়ে আলোচনা অনেক হয়েছে, আজকে অতীত নিয়ে নয় ভবিষ্যত নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই।
★প্যারাঃ(২)....
বিংশ শতাব্দীর বিংশ সনে,
কিছু করে হের ফের।
প্রকাশ ঘটিবে ভন্ড " মাহাদী"
ভুখন্ড তুরষ্কের।
(২)নং ★লেখক তার ভবিৎষত বাণিতে বর্ণনা করেছেন,
২০২০ সালের কিছু সময় হের ফের করে- (হতে পারে তা ২০১৯ সাল থেকে শুরু করে ২০২১ সালের শেষ সময় পর্যন্ত। আল্লাহ আলিম)।--- এ সময়ের মধ্যেই একজন ভন্ড নিজেকে "" ইমাম মাহদী"" বলে দাবি করবে।
সেই ভন্ড তুরষ্ক ভুখন্ডের অধিবাসি হবে।
★প্যারা (৩)....
স্বপ্ত বর্ণে নামের মালা,
"' হা"' দিয়ে শুরু তার,
খতমে থাকিবে "" ইয়া"' - সে,
""মাহাদী"" র মিথ্যা দাবিদার।

Scanned by CamScanner

(৩)নং★ তার নাম আরবিতে ৭ টি হরফতে হবে। যার প্রথম হরফ টি হবে "হা" -- এবং শেষের হরফ টি হবে "ইয়া"।
আর সেই ব্যাক্তিটি যদিও নিজেকে "" ইমাম মাহদী"" বলে দাবী করবে, প্রকৃত পক্ষে সে হলো একজন, মিথ্যুক, জালিয়াত, প্রতারক, শয়তান।সে প্রকৃত ইমাম মাহদী নয়।
প্যারা (৪).....
বাংলা ভূমির দ্বীনের সেনারা
করিবে মিথ্যার প্রতিবাদ।
জালিমের ভূখন্ড হয়েছিল দু' ভাগ,
সত্য ভাগে হবে ভন্ড বরবাদ।
★ (৪) নং ব্যাখ্যাঃ
" বাংলা ভূমির দ্বীনের সেনা " বলতে লেখক (আস-শাহারান) বাংলাদেশের ঈমানদার নির্ভিকদের বুঝিয়েছেন,
" করিবে মিথ্যার প্রতিবাদ" বলতে লেখক (আস -শাহারান) বুঝিয়েছেন যে সেই ভন্ড যখন নিজেকে "ইমাম মাহাদী" বলে দাবি করবে তখন তারা তার তিব্র প্রতিবাদ জানাবে।
" জালিমের ভূখন্ড হয়েছিল দু' ভাগ " বলতে লেখক বুঝিয়েছেন যে কোন এক জালিম ভূখন্ড বিভক্ত হয়ে এক ভাগ সত্য দ্বীন কায়েম ছিল - সেই ভাগের দ্বারাই সেই ভন্ড " মাহাদী" র ধ্বংশ হবে।
আর সেই জালিমের ভূখন্ড টি হলো "বর্তমান ভারত" যা ইতিপূর্বে বিভক্ত হয়ে "পাকিস্তান " হয়।আর পাকিস্তানে আল্লাহর দ্বীন কায়েম ছিল।
সুতরাং,বোঝা যাচ্ছে যে সেই ভন্ড " মাহাদী" কে পাকিস্তানের মুমিন সেনারা হত্যা করবে।
প্যারাঃ (৫)..
★ প্রস্তুত নিবে ক্ষুদ্র সেনারা,,
"শীণ"-" মীম"- এর নিড়ে,,।
দিয়ে জয় গান -" আল্লাহ মহান ",,
আঘাত হানিবে শত্রুর ঘাড়ে।

Scanned by CamScanner

ব্যখ্যাঃ লেখক (আস- শাহরান) -- ভবিৎষতবানিতে বলেছেন যে,, কোন এক দেশের কোন এক স্থানে মুসলিম মুমিন,ঈমানদার সেনারা,, শত্রু দল কে আঘাত করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।
তবে তারা সংখ্যায় এখন সিমিত।
★ তবে একটি বাক্য লক্ষনিয় যে,,
"""" শীন - মীম - এর নিড়ে তারা, প্রস্তুত হচ্ছে।
** কথাটির তর্জমা এরুপ যে,,,
যে মুমিন সেনারা,, প্রস্তুত হচ্ছে,,,
তাদের আমির দুইজন।
একজন,, প্রধান আমির। এবং অন্য জন " নায়েবে আমির বা প্রধান আমিরের সহচর।।
তাদের একজনের নামের প্রথম হরফ,, শীন।
এবং,অন্য জনের মীম।
প্যারাঃ (৬)....
★ অতি সত্তর পাঞ্জাব কেন্দ্রে,,
গাইবে মুমিনেরা জয়গান।
একটি শহর আসিবে দখলে,,
ঈমানদার দের খোদার দান।।
ব্যখ্যাঃ লেখক আস- শাহরান এই পর্বে বলেছেন যে,,, পাঞ্জাব কেন্দ্রে অর্থাৎ,,, কাশ্মিরে মুমিনদের সাথে কাফের দের একটি যুদ্ধ সংঘটিত হবে। যা বর্তমানে চলছে।।
সেই যুদ্ধে দ্রুতই মুমিনদের বিজয় হবে। কাফেরদের পরাযয় হবে। মুমিনেরা কাশ্মির শহর দখল করবে। দ্বিন কায়েম করবে।
*- অর্থাৎ বোঝা গেলো যে,, বর্তমানে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে কাশ্মির নিয়ে যে,, যুদ্ধটি চলছে,,তাতে অতি সত্ত্বর মুমিনদের বিজয় হবে। ভারতের কাছ থেকে কাস্মিরকে ছিনিয়ে নিবে,,পাকিস্থানের মুমিনগন।
*- ** এই বিজয়ের মাধ্যমে,, মহান আল্লাহ মুমিনদের একটি শহর দান করবেন এবং,,,

Scanned by CamScanner

শাহ নেয়ামত উল্লাহর "" ক্বাসিদাহ"" ও
আস-শাহরাণ - - এর "" আগামি কথন"" এর
ভবিৎষত বাণীর পূর্ণ বাস্তবিক প্রতিফলন ঘটাবে।।
প্যারাঃ (৭)....
★ অতঃপর দেখবে নদী পাড়ে,,
সকল বিশ্ববাসী গন।
চাক্বচিক্কেই হয়না সোনা,,
বুঝবেনা তা লোভিদের মন।।
** ব্যখ্যাঃ আগামী কথন কবিতায় লেখক (আস- শাহরান) - এই পর্বে বলেছেন যে,, কাশ্মির বিজয় হওয়ার পর,, হঠাৎ কোনএক দিন নদিরপাড়ে বিরাট একটি সোনার পাহাড় দেখতে পাবে।
** এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে,,
মুহাম্মাদ (ছাঃ)- এর সেই হাদিসটির বাস্তবায়ন হবে যে,,
""কিয়ামত ততদিন পর্যন্ত হবে না,,যতদিন না,ফুরাত নদি থেকে সোনার পাহাড় ভেষে না উঠবে।। তোমরা কেউ তখন থাকলে,, তা থেকে কোন অংশই নিবে না""..

আগামী কথনে বলা হয়েছে যে,,
"" চাক্বচিক্কেই হয়না সোনা,,
বুঝবেনা তা লোভিদের মন।।
- - এর দাড়া আসলে এটা বোঝানো হয়েছে যে,,
ঐ সোনা,,খাটি সোনার মত চকচক করলেও,,
তা আসলে একটি বড় পরিক্ষা যে,, কার ঈমান কেমন। কে আল্লাহ ও তার রছুলের নিষেধ মান্যকরে আর কারা সিমা লঙঘন করে।
প্যারাঃ (৮)...
★ একটি " শীন", দুইটি "আলিফ",,
তিন ভুখন্ডেই হবে ঝড়।

Scanned by CamScanner

বিদায় জানালো মহাদূত....
তার তের-নব্বই- এক পর।
** ব্যখ্যাঃ
* এই পর্বে লেখক আস- শাহরান,, একটু অস্পস্ট ভাবে বাক্য উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন যে,,সেই ফুরাত নদীর স্বর্নের পাহাড় দখলে আনার জন্য,,তিনটি রাষ্ট্র যুদ্ধে জরিয়ে পরবে।। সেই ৩ টি দেশের নামের প্রথম হরফ এখানে লেখক উল্লেখ করছেন। আর তা হলো,,
(১) শীন। (২) আলিফ এবং (৩) আলিফ।
যেহেতু,,, ফুরাত নদী তুরষ্ক থেকে উৎপন্ন হয়ে,
আরবের পাশ দিয়ে,,শিরিয়া দিয়ে ইরাক পর্যন্ত বৃস্তিত।
তাই সহযেই অনুধাবন করা যায় যে,,
(১) শীন,,, হলো শিরিয়া।
এবং,, (২) আলিফ,,, হলো ইরাক।
তাহলে (৩) নং আলিফ কোন দেশ?
{ পরবর্তি প্যারায় প্রকাশিত}
*** এখন প্রশ্ন হলো কবে,,কত সালে,, এই সোনার পাহাড় প্রকাশ পাবে??
** এ প্রসঙ্গে (আস-শাহরান) বলেছেন যে,,
"" বিদায় জানালো মহাদূত,,,
তার তের নব্বই এক পর।।
** কে এই মহাদূত??
আমরা সবাই জানি যে মানবতার মুক্তির মহা দূত হলেন,, আমাদের প্রিয় নবী,, হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)।।

প্যারাঃ (৯)...
★ যে ভূমি থেকে দিয়েছিলো নিষেধ,,
খোদার প্রিয় নবী।।

Scanned by CamScanner

নিষেধ ভূলিবে,, করিবে -রণ,,
তাতে হইবেনা কামিয়াবি।।
** ব্যাখ্যাঃ এই প্যারায় লেখক (আস-শাহরান).
বলেছেন যে,, মুহাম্মাদ (ছাঃ)- যে দেশ থেকে ঐ স্বর্নের খনি দখল করতে যাওয়ার নিষেধ করেছিলেন,, তার নিষেধ ভুলিয়া,, ঐ দেশটিও লোভের বশিভুত হয়ে,, ফুরাত নদীর সোনার পাহাড় দখল করতে লড়াই করবে। অর্থাৎ,, সৌদি আরব ও যুদ্ধ করবে, সোনার লোভে।।
** এই পর্ব থেকে প্রমানিত যে,, (৩) নং " আলিফ নামক দেশটি হলো "" আরব""!
** যে ৩টি দেশ,,আল্লাহর রছুল (ছাঃ)- এর নিষেধ অমান্য করে,, ফুরাত নদীর সোনার পাহাড় দখল করতে,, যুদ্ধের সুচনা করবে,, সেই ৩ টি দেশ হলো,,
(১) শিরিয়া, (২) ইরাক ও (৩) আরব।
কিন্তু কেউ ই সেই যুদ্ধে সফলতা পাবে না।।
প্যারাঃ (১০)...
★ দুপক্ষ কাল চলিবে লড়াই,,
দখল করিতে জলাংশ।
প্রতি নয় জনের, সাত জনই হায়,
হইবে সে রনে ধ্বংশ।।
ব্যাখ্যাঃ লেখক(আস- শাহরাণ) - ভবিৎষত বানিতে বলেছেন যে,, ফুরাত নদীর সোনার পাহাড় দখল করার জন্য,, শিরিয়া,, আরব ও ইরাক,, ২ পক্ষ কাল সময় ধরে যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে।
** আমরা জানি,, যে,,
১ পক্ষ কাল সময় = ১৫ দিন।
সুতরাং,, ২ পক্ষ কাল = ৩০ দিন।
অর্থাৎ,, সোনার খনি দখল করতে ১ মাস যুদ্ধ চলবে,, শিরিয়া,ইরাক ও আরবে।
২০২৩ সালের যে কোন মুহর্তে।।

Scanned by CamScanner

** আর সেই যুদ্ধে যত জন অংশ গ্রহন করবে,,
তাদের প্রতি ৯ জনের মধ্যে ৭ জন করেই মারা পরবে।।
★প্যারাঃ (১১),,,,
যেখান থেকে এসেছিলো ধন,
চলে যাবে সেথায় ফের।
বুঝছোনা কেন? - এটা তোমাদের,,
পরিক্ষা ঈমানের। !!
**ব্যখ্যাঃ এই প্যারায় লেখক আস-শাহরান, ভবিৎষতবানি করে বলেছেন যে,, ঐ সোনার ক্ষনি যেখান থেকে এসেছিল,,আবার সেখানেই ফেরত চলে যাবে।
** অর্থাৎ,, ফুরাত নদি থেকে যে সোনার ক্ষনিব উঠবে,, তা ১ মাসের কিছু কম-বেশ সময়ের মধ্যেই,,আবার জলের মধ্যে ডুবে যাবে। অদৃশ্য হয়ে যাবে।
মাঝখানে মহান আল্লাহ মানুষের ঈমানের পরিক্ষা নিবেন।
*((আমরা জানি যে,, ইরাক,, আরব ও শিরিয়া তিনটি দেশই ইসলামিক দেশ। আর তারাই নাকি,, আল্লাহর রছুল (ছাঃ) এর নিষেধ লঙঘন করে ফিতনায় পতিত হবে!
{ ভবিৎষতদ্বানী অনুযায়ী} তাই তো আল্লাহ তাদের গজবে ধ্বংশ করবেন))।
★প্যারাঃ (১২)..
একটি শহর পেয়েছে মুমিনেরা,,
হাড়াইবে অনুরুপ একটি।
স্বাধিনতার অর্ধ-শতাব্দীর পর,,
হাত ছাড়া হবে দেশটি।।
**ব্যখ্যাঃ এই প্যারায় লেখক আস শাহরান উল্লেখ করেছেন যে,,,
একটি শহর মুমিন রা পাবে। (কাশ্মির)
যা ৬ নং প্যারায় বলা হয়েছে,, যে মুনিনেরা দখল করবে।
** আবার একটি শহর তাদের হাতছাড়া হবে।

Scanned by CamScanner

অর্থাৎ,, হিন্দুস্থান আবার একটি ইসলামিক দেশ দখল করে নিবে।।
যে দেশটি দখল করবে,,
সে দেশটি তার ৫০ বছর পূর্বে স্বাধিনতা লাভ করেছিলো।
তবে আস-শাহরান উল্লেখ করে না বললেও,,
ইঙ্গিত করেছেন যে সেটা কোন দেশ।।
(পরবর্তি প্যারা গুলোতে)।
প্যারাঃ (১৩)
★ পঞ্চ হরফ "" শীন"-এ শুরু,,
"নুন" - এ খমত নামে।
মিত্র দলের আশ্রয়েতে,,
নেতা হইবে অপমান।
ব্যখ্যাঃ এখানে লেখক আস-শাহরান,, এক জন দেশ প্রধানের কথা বলেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে,,
মুমিনরা যে দেশটি হাড়াবে,, সে দেশটির প্রধান,, এর নাম ৫ টি হরফের হবে।
তার প্রথম অক্ষর, হবে, শীন= শ এবং নুন= ন,
সেই নেতার সাথে মুসরিক দলের মিত্রতা বা বন্ধুত্ব থাকবে।।
আর সেই বন্ধু দলই তাকে ঠকিয়ে,, তার দেশ কেরে নিবে।
★প্যারাঃ (১৪).....
ফিতর- আযহার মাঝখানেতে,,
বোঝাইবেন আল্লাহ তা-য়ালা।।
মুসলিম নেতা হয়েও,,
কাফেরের বন্ধু হবার জ্বালা।।
★প্যারাঃ(১৫).....
ছাড়বে সে যে শাষন গদি,,
থাকবেনা বেশি আর।
দেশের লোকে দেখে তাকে,,
জানাইবে ধ্বিক্কার।।

Scanned by CamScanner

ব্যখ্যাঃ (১৪)+(১৫)...
এই দুই প্যরায় লেখক আস-শাহরান,, উল্লেখ করেছেন যে,,যালিম হিন্দুরা,যে ভুমি টি দখল করে নিবে,, সে ভুমির নেতার সাথে,, ইদুল ফিতর ও ইদুল আযহার মধ্যেই কাফের নেতা ও সেই মুসলিম নেতা যার ভুমি দখল করা হবে,,তাদের উভয়ের মধ্যে,,এমন কোন কিছু একটা হবে,,, যার ফলে,, সেই মুসলিম নেতাটি কে আল্লাহ সরাসরি বুঝিয়ে দিবেন যে,, মুসলিম দের নেতা হয়েও,, কাফেরদের বন্ধু হলে,, কি অপমানিত হতে হয়,,আল্লাহ কতটা শাস্তি প্রদান করেন।
[{(শাহ নেয়ামত উল্লাহর ক্বাসিদাহ তে ও,,
এই ধরনের ই একটি ভবিৎষতদ্বানি করা আছে। তাতে বলা আছে যে,,
★ মুসলিম নেতা অথচ বন্ধু
কাফের তলে তলে,,
মদদ করিবে অরি কে সে এক,,
পাপ চুক্তির ছলে।।
((ক্বাসিদাহ,, প্যারাঃ ৪০))।
আর্থাৎ,, সেই দুই নেতার মধ্যে গোপনে হয়তোবা কোন এক টি চুক্তি হবে। যা কঠিন পাপ।)}]
এরই ফল স্বরুপ "" আগামী কথন""- এর (১৫) নং প্যরায় বলেছেন যে,,
"""
সেই নামধারি মুসলিম নেতা তার শাষন গদি হাড়িয়ে ফেলবে। সে মিত্রদলের চক্রান্তের শিকার হবে। তার দেশটি কাফেররা দখল করবে। দেশের লোকে তাকে ধ্বিক্কার দিতে থাকবে।।
((ভবিৎষতদ্বানী অনুযায়ী))।।
প্যারাঃ (১৬)..
★ কাশ্মির হাড়িয়ে কাফের জাতী,,
ক্ষিপ্ত থাকিবে যখন।
ছলনা বলে,,দুসনের মাঝেই,,
তারা করিবে পার্শভুম দখল।।

Scanned by CamScanner

★ব্যখ্যাঃ (১৬)...
এ পর্বের ব্যখ্যাতে (আস -শাহরান) বলেছেন
যে,, কাশ্মির নিয়ে মুমিনদের সাথে,, যুদ্ধ সংঘটিত হলে,, সে যুদ্ধে মুমিনদের বিজয় আসবে।। অর্থাৎ,, মুমিনগন তা দখল করে নিবে। হিন্দুস্থান তা হাড়িয়ে ফেলবে।
অতঃপর,, কাশ্মির হাড়িয়ে তারা (ভারতবাসি) যখন ক্ষিপ্ত থাকবে, তখন তারা,,, কাশ্মির হাড়ানোর ২ বছরের মধ্যেই তাদেরই কোন একটি পার্শভুম অর্থাৎ,, পাশের ভুমি/ দেশ দখল করে নিবে।।
যে ভুমিটি দখল করবে,, তার নেতার কথাই পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে,, মুসলিম হয়েও মুশরিক(মুর্তি পুজক) দের সাথে বন্ধুত্ব থাকবে। তারপর তার বন্ধুরাই তার দেশটি দখল করে নিবে।। ((ভবিৎষতদ্বানি অনুযায়ি))।
★ কিন্তু সে ভুমি টি আসলে কোন দেশ??
★ মুর্তি পুজারিরা সেই মুসলিমদের দেশটি দখল করে সেখানে কি করবে??

*** প্রশ্ন কি জাগছে মনে??

** প্রশ্ন থাকলে উত্তর তো থাকবেই**
★প্যারাঃ (১৭)....
পাপে লিপ্ত হিন্দবাসী, সে ভুমে,,
ছাড়াইবে শোয়া কোটি ছয় খুন।
চোখের সামনে ইজ্জত হাড়াইবে,,
লক্ষ-কোটি মা বোন।।
★প্যারাঃ (১৮)....
সময় থাকতে হয়ে যেও যোট,,
সেই সবুজ ভুখন্ডের যুবকগন।
অচিরেই দেখবে চোখের সামনে,,

Scanned by CamScanner

হত্যা হবে কত প্রিয়জন।।
ব্যাখ্যাঃ (১৭)+(১৮)...
এই দুইটি পর্বে লেখক ""(আস- শাহরান)
উল্লেখ করছেন যে,, যে ভুমিটি হিন্দুস্থানেরা দখল করে নিবে,,সেই ভুমিতে দখল করার পর,,তারা সেখানে একাধারে গনহত্যা চালাতে থাকবে।
নির্বিচারে মানুষ হত্যা করতে থাকবে,,।
লক্ষ-কোটি মা বোনের ইজ্জত হরন করবে।
**# কত জন মানুষ হত্যা করবে,, সে সম্মন্ধে লেখক,, (আস-শাহরান) একটি ভবিৎষতদ্বানী করেছেন। আর তা হলো,,
"" পাপে লিপ্ত হিন্দবাসী সে ভুমে
ছাড়াইবে শোয়া-কোটি- ছয় খুন""))
অর্থঃ ভারত সেই দেশটি দখল করার পর সেই দেশে শোয়া কোটি = ১ কোটি ২৫ লক্ষ এবং,
আরও একটি সংখ্যা দেওয়া হয়েছে,,তা হলো (৬)..,,,এর অর্থ ৫ টি হয়।
আর তা হলো,,
১# শোয়া কোটি ৬ শত
২# শোয়া কোটি ৬ হাজার।
৩# শোয়া কোটি ৬ লক্ষ।
৪# শোয়া কোটি এবং আরও ৬ কোটি।
বা ৫# শোয়া কোটি কে ৬ দ্বাড়া গুন করা।
= ৭ কোটি ৫০ লক্ষ।।
((বিঃ দ্রঃ এখানে,, আগামী কথনের ১৯ নং প্যারায়,,বলা আছে যে,,
""""আহাযারি আর কান্নায় ভারি,
সে ভুমি হইবে ঘোড় কারবালা""""""
(আগামী কথন, প্যারাঃ ১৯)
এবং কাসিদাহ তেও বলা আছে,,
"" হত্যা, ধ্বংশযজ্ঞ সেখানে

Scanned by CamScanner

চালাইবে তারা ভারি।
ঘড়ে ঘড়ে হবে ঘোড় কারবালা,
ক্রন্দন আহাযারি।।
(ক্বাসিদাহ,,প্যারাঃ ৩৯)
অর্থঃ দুইটি ভবিৎষতদ্বানীর বই তেই প্রমান পাওয়া যাচ্ছে যে,,, যে ভুমিটি হিন্দুস্থানেরা দখল করে নিবে সেখানে তারা এমন হত্যা ধ্বংশ চালাবে যে,,""দিতীয় কারবালা "" সংঘটিত হবে।।
♦তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে,, প্রচুর মানুষ হত্যা হবে। তাই,, ৭ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হবে,,সেটিই প্রসিদ্ধ মত।।
%এখানে প্রশ্ন হলো কোন দেশে এই বিপদটি ঘনিয়ে আসতে চলেছে??
★ সেটা ভারতের পাশের দেশ।
★ মুসলমানদের দেশ।
★ সে দেশের রাজা নামধারি মুসলিম হবে,এবং কাফেরদের বন্ধু হবে।
★ সেই ভুমিটিকে,, সবুজের ভুমি বলা হবে।
তাহলে বন্ধুরা,,ধারনা করতে পারছেন কি,,সেটা কোনদেশ??
★প্যারাঃ(১৯)....
আহাযারী আর কান্নায় ভারি,
সে ভুমি হইবে ঘোড় কারবালা।
খোদার মদদে "শীন" "মীম" -সেক্ষনে,
আগাইবে করিতে শত্রুর মুকাবিলা।
★ব্যখ্যাঃ এই পর্বে লেখক বলেছেন যে, হিন্দুস্থান যে দেশটি দখল করবে,সে দেশের ঘড়ে ঘড়ে কারবালা শুরু করে দিবে। ৭ কোটি ৫০ লক্ষ ((কিছু কমবেশ--- আল্লাহ আলিম)) -- মানুষ হত্যা করবে। মুসলমানদের এই বিপদে আল্লাহ সাহায্য পাঠাবেন।
** এখানে উল্লেখ্য হলো,,
মুসলমানদের সেই বিপদ মুক্তির উছিলা হবে দুই জন। শীন ও মীম হরফ দিয়ে তাদের নাম শুরু হবে। তারা,,আল্লাহর প্রেরিত দূত হবে।।

Scanned by CamScanner

এখন স্মরন করুন,, আগামী কথন-এর ৫ নং প্যারা।
সেখানে বলা আছে যে,,
প্রস্তুত নিবে ক্ষুদ্র সেনারা,,
"শীন" "মীম" এর নিড়ে।
দিয়ে জয়গান"",আল্লাহ মহান,,""
আঘাত হানিবে শত্রুর ঘাড়ে।
(আগামী কথন,প্যারাঃ ৫)
তাহলে বোঝা গেলো যে,,, হিন্দুস্থানিরা যখন মুসলমানদের একটি দেশ দখল করে সেখানে ""দ্বীতিয় কারবালা"" শুরু করবে,,, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত একটি দল,,সেই শত্রুর মোকাবিলা করতে সামনে অগ্রসর হবে।
তাহলে সে সময়ই "" এই শীন এবং মীম এর প্রকাশ ঘটবে।
ইংশাআল্লাহ।।।
★প্যারাঃ (২০).....
"শীন" সে তো "সাহেবে কিরান,"
"মীম"-এ "হাবিবুল্লাহ"....!
জালিমের ভুমিতে ঘটাইবে মহালয়,,
সাথে আছে "মহান আল্লাহ"...!!
★ব্যখ্যাঃ (২০)...
এই প্যারায় লেখক(আস-শাহরান)
সে পূর্বে আলোচিত ""শীন"" ও ""মীম"" এর পরিচয় প্রকাশ করেছেন।
তিনি বলেছেন,,
"" শীন"" হলো সাহেবে কিরান,,, এবং
""মীম"" হলো ""হাবিবুল্লাহ""!
অর্থাৎ,, শীন হরফ দিয়ে যার নামটি শুরু,,তার উপাধি হলো * সাহেবে কিরান*!
মীম হরফ দিয়ে যার নামটি শুরু তার উপাধি হলো "হাবিবুল্লাহ"!
??এখন প্রশ্ন হলো কে এই "সাহেবে কিরার??

Scanned by CamScanner

আর কে এই "" হাবিবুল্লাহ??
এই সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহর কথা এসেছে আজ থেকে প্রায় ৮৫০ বছর পূর্বে,,,হযরত শাহ নেয়ামতউল্লাহ লেখা,, ভবিৎষতদ্বানীর কবিতা,,"" ক্বাসিদাহ"" তে।
বলা হয়েছে যে,,
★ সাহেবে কিরান, হাবিবুল্লাহ,
হাতে নিয়ে শমসের।
খোদায়ি মদদে ঝাপিয়ে পড়বে,
ময়দানে যুদ্ধের।
অর্থাৎ,,বোঝা গেল যে,,, এই শীন ও মীম বা সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহ ই,, গাজওয়াতুল হিন্দের মহানায়ক।।
★প্যারাঃ (২১)....
"হাবিবুল্লাহ " প্রেরিত আমির,
সহচর তার ""সাহেবে কিরান""
কিরানের হাতে থাকিবে জিহাদের,
কুদরতি অস্র "" উসমান""!!!
★ব্যখ্যাঃ (২১)...
এখানে লেখক,,আস-শাহরান)) ২ টি ব্যক্তিত্ব কে প্রকাশ করলেন, তা হলো,
১#, "মীম" হরফে নামের শুরু,, তার উপাধিই হলো,, "" হাবিবুল্লাহ""...।
তিনি আল্লাহ প্রদত্ব নেতা।
২# "শীন" হরফে নামের শুরু,, তার উপাধিই হলো ""সাহেবে কিরান""--।
তিনিও আল্লাহ প্রদত্ব। কিন্তু নেতা নয়। প্রধান নেতা (হাবিবুল্লাহ) -র সহচর,,বন্ধু,,!!
((((যেমনঃ হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) --এর সহচর,, বন্ধু ছিলেন,, হযরত আবু বকর (রাঃ)-- তাদের ন্যায়।))))
*** হাবিবুল্লাহ ** = আল্লাহর বন্ধু। এবং,
*** সাহেবে কিরান *= """শনি ও বৃহস্প্রতি গ্রহ বা শুক্র ও বৃহস্প্রতি গ্রহ,,,

Scanned by CamScanner

একই রৈকিক কোনে অবস্থানকালিন সময়ে,,, যে যাতকের জন্ম হয়,,অথবা এ সময়ে যে যাতকের ভ্রূন মাতৃগর্ভে সঞ্চার হয়,, সেই যাতক কে "" সাহেবে কিরান"' বা """ অতি সৌভাগ্যবান""" বলা হয়।।।
আর বলা হয়েছে যে,,হিন্দুস্থানের সাথে মুসলমানদের মহা যুদ্ধের মূল চরিত্র বা "" সেনাপতি ই হলো তারা দুজন।
১# সাহেবে কিরান।
২# হাবিবুল্লাহ।
আর,,
যুদ্ধের সময় এই সাহেবে কিরানের হাতেই থাকবে একটি কুদরতি অস্ত্র। যার নাম
(""*** উসমান***"")যা অলৌকিক ক্ষমতা সম্পুর্ন।
এই,, # সাহেবে কিরান,,# হাবিবুল্লাহ এবং,,# উসমান কে নিয়ে,, ** শাহ নেয়ামতউল্লাহ,, তার ক্বাসিদাহ-গ্রন্থে,,, উল্লেখ করে বলেছেন যে,,
★ সাহেবে কিরান,,, হাবিবুল্লাহ,,
হাতে নিয়ে সমশের।।
খোদায়ি মদদে ঝাপিয়ে পরিবে,,
ময়দানে যুদ্ধের।।
(ক্বাসিদাহ,,প্যারাঃ৪৪)
এবং,,,,,,,,,,
★সৃষ্টি হইবে ভারত ব্যাপিয়া,,,
প্রচন্ড আলোড়ন।।
উসমান এসে নিবে জিহাদের,,
বজ্র কঠিন পন।
(ক্বাসিদাহ,প্যারাঃ ৪৩)
$ এখানে """ উসমান "" বলতে এই নামের একটি "অস্ত্র" কে বোঝানো হয়েছে,,,, যা যুদ্ধের সময়,,সাহেবে কিরান হাতে ধারন করবে।
এবং,,হাবিবুল্লাহ সেই যুদ্ধের নেতৃত্ব প্রদান করবেন।।।((ভবিৎষতদ্বানি অনুযায়ি))।

Scanned by CamScanner

★প্যারাঃ (২২)...
বীর গাজিগন আগাইবে জিহাদে,,
করিবে মরন-পন মহা রন।!
খোদার রাহে করিবে হত্যা,,,,
অসংখ্য কাফেরকে মু'মিন গন।।
★ব্যখ্যাঃ (২২)...
এই পর্বে লেখক আস-শাহরান,,, একটি সু স্পষ্ট বিষয় তুলে ধরেছেন।
আর তা হলো,,,
★★ গাজওয়াতুল হিন্দ★★
((হিন্দুস্থান বিজয়ের যুদ্ধ))
আগামী কথন-- এর ২২ নং প্যারা থেকে প্রমানিত যে,,, হিন্দুস্থানে ইসলাম কায়েম করার যে মহা যুদ্ধ সংঘটিত হবে,,(গাওয়াতুল হিন্দ)--
" সেই মহা যুদ্ধের মুল চরিত্র বা এই গাজওয়াতুল হিন্দের সেনাপতি হলো,,
,# সাহেবে কিরান ও # হাবিবুল্লাহ#
তাদের নেতৃত্বেই অসংখ্য মুমিন গন,,
হিন্দুস্থানের দিকে অগ্রসর হবেন,,,**গাজওয়াতুল হিন্দের*** সত্যায়ন ঘটাতে#
$$অর্থাৎ,,,,,,, হিন্দুস্থান যে দেশটি দখল করে
"" দ্বীতিয় কারবালা"" শুরু করবে,, সেই দেশ থেকেই,, গাজওয়াতুল হিন্দের জন্য,,মুমিনগন ভারতের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে।।
$ সাহেবে কিরান।ও হাবিবুল্লাহর নেতৃত্বে।।
আর তা কাশ্মির বিজয় মুমিনদের দখলে যাওয়ার,,
২ বছরের মধ্যেই সংঘটিত হবে।।
[ক্বাসিদাহ ও আগামী কথন এর ভবিৎষতদ্বানী অনুযায়ি]..
★প্যারাঃ(২৩).....
সে ক্ষনে মিলিবে দক্ষিনি বাতাস,,
মু মিন দের সাথে দুই"" আলিফদ্বয়""।।

Scanned by CamScanner

মুশরিক জাতী পরাজয় মানবে,,
মুমিনদের হইবে বিজয়।।
★ব্যখ্যাঃ (২৩),,
এই প্যারায় আস-শাহরান ভবিৎষতদ্বানি করে বলেছেন যে,,
"" সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহর নেতৃত্বে "" গাজওয়াতুল হিন্দের জন্য,,,
যখন মুমিনগন,,ভারতে দিকে অগ্রসর হবে,, ও যুদ্ধ চালাবে,,,, তখন,,,,,
মুমিনদের সাহায্যের তাগিদে,,,,মহান আল্লাহ তাআলা,,,
দুইটি ইসলামি দল বা দেশ কে মুমিনদের দলে যোগ করিয়ে দিবেন।।
সেই দুইটি দল বা দেশের নামের প্রথম হরফ হবে,,,,, আরবির ""
আলিফ "" হরফ দিয়ে।।
""বির গাজি মুমিন""দের সাথে তারা যোগদান করে,, হিন্দুস্থানের
মুসরিকদের পরাজিত করবে।
&& হিন্দুস্থান পুরোপুরি মুমিন মোসলমানদের দখলে চলে আসবে।।।
★★ এই প্রসঙ্গে হযরত শাহ নেয়ামতউল্লাহ (রঃ) - তার ভবিৎষত বানির
কবিতা বই "" ক্বাসিদাহ"" এ ভবিৎষত বানি করে বলেছেন যে,,,,,
যখন মুমিনেরা সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহর নেতৃত্বে ভারত বিজয়ের
জন্য ভারতে মহা যুদ্ধে লিপ্ত হবে,,তখন,,
মুমিনদের পাশে--------
★মিলে একসাথে দক্ষিনি ফৌজ,,
ইরানি ও আফগান।।।
বিজয় করিয়া কবজায় পুরা,,
আনিবে হিন্দুস্থান।।
{ ক্বাসিদাহ,,, প্যারাঃ৪৭)
$$ আগামি কথনের এই প্যারায়,,, বলা আছে যে,,
গাজওয়াতুল হিন্দের সময়,, সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহর দলে,,, যে দুই
দেশ যোগ দিবে এবং,,,
হিন্দুস্থান বিজয় করে পুরোপুরি মুসলমানদের দখলে আনবে,,,সেই দেশ
দুইটি হলো,,

Scanned by CamScanner

১# ইরান। ও
২# আফগানিস্থান।।।
"" অতএব জানা গেলো যে,,,
সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহর দলে,,
ইরান,,,,,,,,,, এবং,,,,,,
আফগানিস্থানের মিলিত হবার পর এই ৩ দলের সংঘবদ্ধ শক্তির উছিলায়ই মহান আল্লাহ
**** গাজওয়াতুল হিন্দে*** মুসলমানদের বিজয় দান করবেন।।।
যে বিজয়ের ওয়াদার ভবিষৎতদ্বানি হিসেবে মহান আল্লাহ,,,,, তার প্রিয় রছুল (ছাঃ),, এর মাধ্যমে অনেক পুর্বেই দান করেছিলেন।
এবং,,,,
#ক্বাসিদাহ তে শাহ নেয়ামতউল্লাহ,,, এবং
আগামী কথন' এ * আস-শাহরান
ভবিৎষতদ্বানি করেছেন।।।
((আল্লাহ আলিম))
(আল্লাহ যেন আমাদের সঠিক পথ চেনার সুযগ দান করেন){{{ আমিন}}}...
★প্যারাঃ (২৪)....
দ্বীন থেকে দূরে ছিলো,সে যে,
ছয় (৬) হরফেতে তাহার নাম।
প্রথমে "গাফ" -খতমে "শাহা",,
স্ব-পরিবারে আনিবে ঈমান।।
★ব্যখ্যাঃ (২৪).....
আলহামদুলিল্লাহ। এই প্যারায় লেখক আস-শাহরান বলেছেন যে,,,যখন *গাজওয়াতুল হিন্দ*(অর্থাৎ,,,হিন্দুস্থান বিজয়ের যুদ্ধ চলবে,,, এর কোন এক সময়,,
"" হিন্দুস্থানের একজন মুর্তিপুজারি ইসলাম ধর্ম গ্রহন করবে এবং তার পরিবারও ইসলাম কবুল করবে**!!

Scanned by CamScanner

এখন কথা হলো,, হাজার হাজার বেধর্মিরাইতো ইসলাম কবুল করবে। তাহলে এই ব্যাক্তিটির নামই কেন প্রকাশ করা হলো??
#কে এই ব্যক্তিটি??
%% লেখক আস শাহরান তার আংশিক পরিচয় দিতে গিয়ে,,বলেছেন যে,,
$$তার নাম ৬ টি অক্ষরে হবে।।
$$ প্রথম অংশ হবে "গাফ"" এবং শেষের অংশ হবে,, ""শাহা""!! (পদবি)।।
অর্থাৎ নাম টি হবে,, "শ্রী "গাফ - - " "শাহা"।
বিষেশ,,লক্ষনিয় বিষয় যে,, এই ব্যক্তিটির সমন্ধে,,
শাহ নেয়ামতউল্লাহ (র)- তার বিক্ষ্যাত ভবিৎষতদ্বানির কবিতা,,ক্বাসিদাহ তে বলেছেন যে,,
★ দ্বীনের বৈরি আছিলো শুরুতে
ছয় হরফেতে নাম।
প্রথম হরফে "গাফ "-সে,
কবুল করিবে দ্বীন ইসলাম।
(ক্বাসিদাহঃ প্যারাঃ৪৯)
অতএব,,,,বোঝা যাচ্ছে যে,,,ঐ ব্যাক্তিটির দ্বারা ইসলামের অনেক উপকারিতা রয়েছে।।
★প্যারাঃ (২৫).....
হিন্দুস্থানেই হিন্দু রেওয়াজ,,
থাকিবেনা তিল পরিমান।
আল্লাহর খাছ রহমত হবে,,
মুমিনদের উপর বরিষান।
(ব্যাক্ষাঃ এই প্যারায় লেখক আস-শাহরান বলেছেন যে,,, গাজওয়াতুল হিন্দের পর,, হিন্দুস্থানে হিন্দু দের,,শিরকি,কুফুরি, কোন প্রকার রিতিনিতি ও থাকবে না,এবং, হিন্দুদের কোন চিহ্ন ও থাকবে না।
এ সময়টি তখনই আসবে,যখন, কাশ্মির বিজয় হবে,এবং এর দু বছরের

Scanned by CamScanner

মধ্যেই বাংলাদেশে হিন্দুস্থানিরা দ্বিতিয় কারবালা করবে। তার পর,, মুমিন গন,," সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহর নেতৃত্বে ভারত পানে "গাজওয়াতুল হিন্দ করবে।

★প্যারাঃ(২৬).....

অন্যত্র পশ্চিমা বিশ্ব তখন,
সৃষ্টি করিবে বিপর্যয়।
তৃতীয় বিশ্ব সমর সেখানে,
ঘটাইবে বড় মহালয়।

(ব্যাক্ষাঃ যখন গাজওয়াতুল হিন্দ চলতে থাকবে,,ঠিক ঐ সময়ই পশ্চিমা বিশ্বে বিরাটকায় বিপর্যয় নেমে আসবে। এর ফলশ্রুতিতে,, ৩য় বিশ্বযুদ্ধের সুচনা হবে।

★প্যারাঃ (২৭).....

দ্বিতিয় বিশ্ব সমর শেষে
আষি বর্ষ পর,,,
শুরু হবে ফের অতি ভয়াবহ,
তৃতীয় বিশ্ব সমর।

ব্যাক্ষাঃ লেখক,,আস -শাহরান প্রকাশ করেছেন,যে,,
দ্বিতিয় বিশ্ব যুদ্ধ শেষ হবার ৮০ বছর পর,, আরো ভয়াবহ আকারে ৩য় বিশ্ব যুদ্ধ শুরু হবে।
আমরা সবাই জানি যে, ২য় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে,,
১৯৪৫ সালে।
অতএব,,
১৯৪৫+৮০=২০২৫ সাল।
অর্থাৎ,, ২০২৫ সালেই গাজওয়াতুল হিন্দের সময়ই,,,৩য় বিশ্বযুদ্ধের সুচনা হবে।
(ভবিৎষতবানি অনুযায়ি)।

★প্যারাঃ (২৮)....

কুর্দি কে এ রনে করিবে ধ্বংশ,

Scanned by CamScanner

কঠিন হস্তে আরমেনিয়া।
আরমেনিয়ায় ঝড় তুলিবে
সম্মুখ সমরে রাশিয়া।
★ব্যাখ্যাঃ(২৮)....
আস শাহরান বলেছেন,, কুর্দিকে এই ৩য় বিশ্বযুদ্ধে ধ্বংশ করবে,আরমেনিয়া। এবং,,আরমেনিয়ার সাথে লড়াইএ মাতবে রাশিয়া।
{ কুর্দি= যারা ইরাক,সিরিয়া,ও ইরানের উত্তরাঞ্চলীয় এবং, তুরস্কের পূর্বাঞ্চলীয় বাসিন্দা}
আরমেনিয়া=ইরানের উত্তরে এবং তুরস্কের পুর্বদিকে, কাস্পিয়ান সাগর ও কৃষ্ণ সাগরের মাঝে অবস্থিত}
★প্যারাঃ (২৯)....
রাশিয়া পাইবে কঠিন শাস্তি,
মাধ্যম হইবে তুরষ্ক।
তাহার পরেই এই মাধ্যমকে,,
কুর্দি করিবে ধ্বংশ।
ব্যাখ্যাঃতারপর রাসিয়ায় আক্রমন চালাবে তুরষ্ক। আর ঠিক তখন,তারপরই,, তুরুষ্ককে কুর্দি জাতি আক্রমন করে ধ্বংশ করে দিবে।
★প্যারাঃ (৩০).....
এরই মাঝেই চালাবে তান্ডব,
পার্শদেশ কে হিন্দুস্থান।
বজ্রাঘাতে হইবে ধ্বংশ,
বেইমানের হাতে পাকিস্থান।
ব্যাখ্যাঃ এর মাঝেই ভারত তখন,,, পাকিস্থানের উপর তান্ডব চালাবে। তারা বজ্রাঘাতে(পারমানবিক বোমা হামলার মাধ্যমে) পাকিস্থানকে ধ্বংশপ্রাপ্ত করবে।
প্যারাঃ (৩১)
★ তাহার পরেই হিন্দুস্থান কে,
ধ্বংশ করিবে তিব্বত।

Scanned by CamScanner

তিব্বত কে করিবে সে রনে তখন,
একটি আলিফ বধ।
ব্যাখ্যাঃ আস-শাহরান,,বলেছেন যে,,,
যখন পাকিস্থান কে ভারত ধ্বংশ করে দিবে তখন,,চিন(তিব্বত) তখন আবার ভারতকে ধ্বংশ করে দিবে। এবং,, তার পরপরই চিন কে আবার একটি দেশ ধ্বংশ করবে,বধ করবে। সে দেশটির নাম আরবীতে "আলিফ" হরফে শুরু।
★প্যারাঃ (৩২)
চতূর্মূখী বজ্রাঘাতে সে
"আলিফ" হইবে নিঃশ্বেষ।
ইতিহাসে শুধুই থাকিবে নাম-
মুছে যাবে সেই দেশ।
ব্যাখ্যাঃ আলিফ নামক দেশটি কে তারপর চতুর্মূখী আক্রমন চালানো হবে। যার ফলে ইতিহাসে শুধু ঐ দেশটির নামই কেবল থাকবে,,কিন্তু, তার বিন্দু পরিমান চিহ্নও থাকবেনা।
** উল্লেখ্য যে সেই আলিফ নামক দেশটির পুর্ন নাম হলো,,
""অ্যামেরিকা।""""..
শাহ নেয়ামতউল্লাহ (র) - তার ক্বাসিদাহ-গ্রন্থে বলেছেন যে,,,
★এ রনে হবে আলিফ এরুপ,পয়মাল মিশমার,
মুছে যাবে দেশ,ইতিহাসে শুধু নামটি থাকিবে তার।(ক্বাসিদাহ। ৫২)
যে বেঈমান দুনিয়া ধ্বংশ করিলো আপন কামে
নিপাতিত সে শেষকালে নিজেই জাহান্নামে।
(ক্বাসিদাহ।।৫৪)
* অতএব বোঝা গেলো,, অ্যামেরিকা নিঃচিহ্ন হয়ে যাবে।।
প্যারাঃ (৩৩)
★ বিশ্ব রনে কালো ধোয়ায়,,
অন্ধকার থাকিবে আকাশ।

Scanned by CamScanner

দেখিবে তখন জগৎবাসি,,
দুখানের দশম বানীর প্রকাশ।।
ব্যাখ্যাঃ লেখক আস শাহরান প্রকাশ করেছেন যে,, যখন,৩য় বিশ্বযুদ্ধ হবে,,ঐ যুদ্ধ চলাকালিন সময়ে,, ধোয়ার কারনে আকাশ দিনের বেলায়ও অন্ধকার দেখাবে।। আর মানুষ সেই দিন সুরা আদ-দুখানের ১০ নং বানির বাস্তবতা দেখতে পাবে।
#মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,,
((অতএব,,আপনি সেই দিনের অপেক্ষা করুন,, যে দিন আকাশ সুস্পষ্ট ধোয়ায় ছেয়ে যাবে!
সুরাঃ আদ-দুকান। আয়াতঃ ১০))
#প্যারাঃ (৩৪)
★ সাত মাস ব্যাপি ধোয়ার আযাবে
বিশ্ব থাকিবে লিপ্ত।
দুই-তৃতীয়াংশ মানব হাড়াইবে প্রান,,
রব থাকিবেন ক্ষিপ্ত।।
ব্যাখ্যাঃ এই ৩য় বিশ্বযুদ্ধর সময় সাত(৭) মাস ধোয়ার কারনে পৃথিবি অর্ধ-অন্ধকার থাকিবে।
$# হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) বলেন,,, কিয়ামতের বড় ১০ টি আলামতের মধ্যে,, একটি হলো,,
আকাশ কালো ধোয়ায় ছেয়ে যাবে))
আর এই যুদ্ধের এই অবস্থার
কারনটা হয়তো,,আমরা সবাই বুঝতেই পারছি যে,, ২০২৫ সালে যদি এরুপ যুদ্ধ সংঘটিত হয়,,তাহলে, নিশ্চয় তা,, অতি আনবিক, হাইড্রোজেন, পারমাণবিক সহ সকল প্রকার শক্তিসালি যুদ্ধ অস্ত্র ব্যবহৃত হবে। যার বিষ্ফরনের ফলশ্রুতিতে,,
#পৃথিবির আকাশ ধোয়ায় ঘিড়ে যাবে।
অসংখ্য অগনিত, মানব-দানব, পশুপাখি, গাছপালা মারা যাবে।।
ফসল উৎপাদন হবে না।

Scanned by CamScanner

হাদিস অনুযায়ি ইমাম মাহদির প্রকাশের পুর্বে ২ ধরনের মৃত্যু দেখা যাবে।
(১) স্বেত মৃত্যু = ৩য় বিস্বযুদ্ধের কারনে পরিবেশ নষ্ট হয়ে ১-২ বছর ফসল উৎপা দন না হওয়ার ফলে সংঘটিত দুর্বিক্ষ (খড়া) র কারনে।
(২) লোহিত মৃত্যু= যুদ্ধে রক্তপাতের কারনে মৃত্যু।
প্যারাঃ (৩৫)
★ ভয়ংকর এই শাস্তির কারন,
বলে যাই আমি এক্ষনে।
নিম্নের কিছু কথা তোমরা,,,
রাখিও স্মরনে।।।
ব্যাখ্যাঃ লেখক বলেছেন যে,, এই ৩য় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে মানুষজাতিকে এতটা কঠিন শাস্তি কেন দেওয়া হবে?? তার কিছু কারনও রয়েছে,,,,,যা তিনি প্রকাশ্যে এনেছেন।
#প্যারাঃ (৩৬)
★ মহা সমরের পুর্বে দেখিবে,,
প্রকাশ পাইবেন "মাহমুদ।"
পাশে থাকিবেন "শীন" ও "জ্যোতি"-
সে প্রকৃতই রবের দুত।।
ব্যাক্ষাঃ আল্লাহ বলেছেন যে,, যখন কোন জাতি পাপাচারে লিপ্ত হয়,, তখন ততক্ষন পর্যন্ত আমি ধ্বংশ করিনা,যতক্ষন না সেখানে আমার পক্ষথেকে একজন সতর্ককারি না পাঠাই।
ইতিহাসও তাই বলে। তাহলে ২০২৫ সালে যে এতটা ধ্বংশলিলা চলবে,,, তা বর্তমানে বিশ্বের দিকে তাকালেই বুঝতে পারছি যে কেন!
তাহলে,নিশ্চয় ধ্বংশের পূর্বেই একজন সতর্ককারীকে আল্লাহ পাঠাইবেন।।
তারই পরিচয় লেখক আস-শাহরান দিয়েছেন,,।
তিনি বলেছেন,, সেই আল্লাহ পদত্ত ব্যাক্তি টির পরিচয়টা হলো,, তিনি,,,,,
★ ইমাম আল মাহমুদ★।

Scanned by CamScanner

তার পাশে থাকবে "শীন" (সহচর বা বন্ধু)
(উল্লেখ্য যে শীন হলো তার নামের ১ম হরফ, পুরো নাম প্রকাশ হয়নি)
একটু স্মরন করুন,, আগামী কথন এর (৫),,,,(১৯),,, (২০)এবং (২১) নং প্যারা গুলো। সেক্ষানে বলা আছে,,
শীন"ও মীম" এর কথা। (যারা গাজওয়াতুল হিন্দেরর সেনাপতি ও নেতা)
বলা আছে
**শীন সেতো সাহেবে কিরান,
মীম এ "হাবিবুল্লহ"(২০)
এবং,, আরো বলা আছে যে,,
**** হাবিবুল্লাহ প্রেরিত আমির,,
সহচর তার সাহেবে কিরান।(২১)
#অতএব,,,, "মীম " হরফে শুরু নাম (মাহমুদ),,তার উপাধি হলো হাবিবুল্লাহ।। (আল্লাহরর পক্ষ থেকে প্রধান নেতা)
শীন হরফে নামের শুরু(পুরো নাম জানা যায়নি)""" তার উপাধি হলো,,"" সাহেবে কিরান """...!!{ গাজওয়াতুল হিন্দের সেনাপতি-- এবং উসমানি তরবারির ধারক-বাহক}
((তিনিও আল্লাহর মননিত ব্যাক্তি,,, প্রধান আমিরের সহচর/ বন্ধু))
অর্থাৎ,,, এই ইমাম মাহমুদ ই হচ্ছেন হাবিবুল্লাহ এবং তার সহচর বন্ধুই হচ্ছেন সাহেবে কিরান।
তাদের দুজনের নেতৃত্বেই "গাজওয়াতুল হিন্দ" হবে।
তাদের পরিচয় ২০২৫ সালের পুর্বেই প্রকাশিত হবে।ইংশাআল্লাহ।
[ভবিৎষতবানি অনুযায়ি]।
প্যারাঃ(৩৭)
★ হিন্দুস্থান থেকে যদিও একজন,
জানাইবে মাহমুদ"-এর দাবি।
খোদা করিবেন সেই ভন্ডকে ধ্বংশ-
সে হইবেনা কামিয়াবি।

Scanned by CamScanner

*ব্যাক্ষাঃ আস-শাহরান বলেছেন যে,,,, ইমাম মাহমুদের প্রকাশের সমসাময়িককালে ভরত থেকে একজন ভন্ড নিজেকে "" ইমাম মাহমুদ"" বলে দাবি জানাবে। কিন্তু সে কোনরুপ সফলতা পাবেনা। আল্লাহ তাকে ধ্বংশ করেদিবেন।

#প্যারাঃ (৩৮)...

★ হাতে লাঠি,,পাশে জ্যোতি,,,
সাথে সহচর "শীন"।।
মাহমুদ এসে এই জমিনে,,
প্রতিষ্ঠা করিবেন দ্বীন।।

#ব্যাখ্যাঃ এখানে*** ইমাম মাহমুদের** কথা বলা হয়েছে,,, ।
তার হাতে একটি লাঠি থাকবে। (হয়তো বিশেষ গুন সমৃদ্ধ),,,,, পাশে জ্যোতি থাকবে,,,,(হয়তো জ্যোতি বলতে, আলো বা জ্ঞান বোঝানো হয়েছে। বা অন্য কিছু। আল্লাহ জানেন)
এবং সাথে থাকবে,সহচর শীন।(সাহেবে কিরান)!
আর মাহমুদ পরিশেষে দ্বিন প্রতিষ্ঠা করবেন। (গাজওয়াতুল হিন্দের মধ্য দিয়ে)...

#প্যারাঃ (৩৯)

★ "সত্য"-সহ করিবেন আগমন
তবুও করিবে অস্বিকার।।
হক্কের উপর করবে বাতিল,,
কঠিন অন্যায় -অবিচার।।

ব্যাক্ষাঃ আস শাহরান বলেছেন যে,,,ঐ ইমাম মাহমুদ,
সত্য সহ আগমন করবেন। তবুও তাকে অস্বিকার করবে অধিকাংশ মানুষ। আর সেই হক পন্থিদের উপর বাতিলপন্থি খুবই অন্যায় অবিচার করবে।

#প্যারাঃ (৪০)

★ অবিশ্বাসি জাতির উপর
গজব নাজিল হবে তখন-

Scanned by CamScanner

পচিশ সনের মহা সমরে
ধোয়ার আযাব আসিবে যখন।
*ব্যাক্ষাঃ আমরা কুরআনে বর্নিত ইতিহাসে পাই যে,,
হযরত সালেহ (আ) কে অবিশ্বাস করায়, সামুদ জাতি ধ্বংশ হয়েছিল।
হযরত হুদ (আ) কে অবিশ্বাস করায়, আদ জাতি ধ্বংশ হয়েছিল
হযরত লূত (আ) কে না মানায়,তার জাতি ধ্বংশ হয়েছিল।
নূহ (আ) কে না মানার কারনে,,গোটা পৃথিবির উপর প্লাবনের আযাব এসেছিলো।
তারই ধারাবাহিকতায়,,
** ইমাম মাহমুদ★ কে অবিশ্বাস ও অসিকার, অববিচার,অত্যাচার করার কারনে ২০২৫ সালে এই আযাব নাজিল হবে।
[ভবিৎষতবানী অনুযায়ি]
প্যারাঃ (৪১)
★ লিখে রাখা আছে খুজে দেখো
তবে, মহানবীর (ছাঃ) পূথিতে।
আধুনিকতার হইবে ধ্বংশ,
পৃথিবি ফিরে যাবে অতিতে।
*ব্যাক্ষাঃ এই অংশে বলা হয়েছে যে,, হাদিস শরিফে বলা আছে যে,,পৃথিবি আধুনিকতায় পৌছাবে। অতপর,,, তা আবার ধ্বংশ হবে।। পৃথিবি আবার প্রাচিন যুগে ফেরত যাবে। সুতরাং,, এই ২০২৫ সালের ৩য় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমেই তা হবে।
#প্যারাঃ (৪২)
★ থাকবেনা আর আকাশ মিডিয়া,
থাকবেনা আনবিক অস্ত্র।
ফিরে পাবে ফের,ইতিহাস দৃশ্য--
ঘোড়া -তরবারির চিত্র।।
*ব্যাক্ষাঃএখানে লেখক,বলেছেন যে, ২০২৫ সালের পর, আকাশ মিডিয়া, (টিভি,রেডিও,টেলিফোন,কৃত্তিম উপগ্রহ) কিছুই থাকবেনা।

Scanned by CamScanner

আনবিক,পারমানবিক বা আধুনিক কোন অস্ত্র থাকবে না। পুনরায় ইতিহাস দৃশ্য চলে আসবে। ঘোড়া তরবারির ব্যবহার শুরু হবে।

#প্যারাঃ (৪৩)

★গায়েবি ধ্বনির যন্ত্র ধ্বংশ,
নিকটই হবে দুর।।
প্রাচ্যে বসে শুনবেনা আর,
প্রতিচির গান সুর।।

**ব্যাক্ষাঃ আস শাহরান বলেছেন যে,,, গায়েবি ধ্বনির যন্ত্র (টেলিফোন,টেলিভিশন,রেডিও,সাউন্ড সিস্টেম) সবকিছু চিরতরে ধ্বংশ হয়ে যাবে। আমরা এখন বহুদুরের রাস্তা দ্রুতই পার করি,কিন্তু তখন কাছের রাস্তাকেই দুরের মনে হবে। কারন,
২০২৫ সালের পর দ্রুতগামী যানবাহন থাকবেনা। এবং পৃথিবির এক প্রান্তে বসে বসে আর অন্য প্রান্তের গান সুর আর শোনা যাবে না।

প্যারাঃ(৪৪)

★ সৃষ্টির উপর হাত খেলানোর,
করেছো দুর্শাহসিকতা।।
শাস্তি তোমাদের পেতেই হবে,
তাইতো এই বিধ্বংস্ততা।

*ব্যাক্ষাঃ এখানে বলা হয়েছে যে, ২০২৫ সালের গজব নাজিল হবার আরও একটি বড় কারন হলো,, মানুষ আল্লাহর সৃষ্টির উপর হাত খেলিয়েছে।
[যেমনঃ অত্যাধুনিক রবট,টেষ্টটিউব বেবি, জেন্ডার চেঞ্জ, প্লাস্টিক সার্জারি, হাইব্রিড উদ্ভিদ ও প্রানি সহ ইত্যাদি]

#প্যারাঃ (৪৫)

★ বাংলায় তোমরা করেছো পূজা,
মুসরিকি "বা"আ"ল" দেবতার।
মুসলিম হয়েও কেন তোমরা,
হাড়াচ্ছো নিজেদের অধিকার?

Scanned by CamScanner

*ব্যাক্ষাঃ এখানে লেখক,বুঝিয়েছেনন যে,,, ২০২৫ সালের পূর্বেই বাংলা ভুমিতে, বা"আ"ল দেবতার পুজা করা হবে।
((উল্লেখ্য যে, হযরত ইলিয়াস, (আ),,আল-ইয়াছা,(আ),,যুলকিফল,(আ) এবং হযরত মিকাইয়া, ইয়াছিন, (আ),,হযরত আর (আ),, সহ অসংখ্য নবি রছুল গন, বর্তমান ফিলিস্থান,সিরিয়া সহ আশ পাশে বাআল দেবতার পুজার বিরুদ্ধে আগমন করেছিলেন। কারন,,বাআল দেবতার রাজত্ব চলতো।))
এখানে বা আ ল দেবতা বলতে হয়তো, কোন বড় দলের নামের শর্টফ্রম বোঝানো হয়েছে।
প্যারাঃ(৪৬)
★ আধুনিকতার কারনে মানুষ,
লিপ্ত নগ্নতা-অশ্লিলতায়।।
বে পর্দা নারী,মুর্খ আলেম,তাইতো-
পচিশে ধ্বংশ হবে সব অন্যায়।
**ব্যাক্ষাঃ এই পর্বের ব্যাক্ষা হয়তো বোঝানোর অপেক্ষা রাখেনা। আধুনিকতার জন্য মানুষ যে কতটা নগ্নতা আর অশ্লিলতায় ডুবে যাচ্ছে তা সবাই জানেন। আর দুইটি বড় কারন হলো,
১# বেপর্দা নারির সংখ্যা ক্রমসই বৃদ্ধি থেকে বৃদ্ধিতর হতেই আছে।
২# মুর্খ আলেমের অভাব নেই। যারা, ভ্রান্ত ফতোয়াবাজ,পেট পুজারি,ইসলামের অপব্যক্ষাকারি।।
এই সকল কারনের সমস্টিতেই ২০২৫ সালে আযাব,, গজব নাজিল হবে।
#প্যারাঃ (৪৭)
★ আকাশে আলামত; জন্ম হলো,,
দ্বীতিয় আবু সুফিয়ান।
চল্লিশ বছরে প্রকাশ পাবে,
দুটি শক্তিতে সে বলিয়ান।

Scanned by CamScanner

*ব্যাক্ষাঃএখানে লেখক,, মুহাম্মাদ (ছা)- এর হাদিছ থেকে কথা বলেছেন,,। হাদিছে বলা আছে,
#ইমাম মাহদীর প্রকাশের পূর্বে, "দ্বীতিয় আবু সুফিয়ানির প্রকাশ ঘটবে।।
#দ্বীতিয় আবু সুফিয়ানের জন্মের সময় আকাশে আলামত দেখা যাবে।
#সে দুইটি শক্তির চাদর গায়ে(২ টি শক্তিশালি দল)থাকবে।
#আমাদের নিকটবর্তি সময়ে আকাশে আলামত বলতে,,হেলির ধুমকেতু ১৯৮৬ সালে দেখা গিয়েছিলো। আর "আগামী কথন " এ লেখক বলেছেন ৩য় বিশ্ব যুদ্দের পর,অর্থাৎ,২০২৫ সালের পর। ,৪০ বছর বয়সে সুফিয়ানের প্রকাশ ঘটবে।
১৯৮৬+৪০=২০২৬ সাল। অতএব,, ২০২৬ সালেই দ্বিতিয় আবু সুফিয়ানের প্রকাশ হবে। যা ইমাম মাহদির আগমনকে ইঙ্গিত করে।
#প্যারাঃ (৪৮)
★ মহাযুদ্ধের দু সনের মাঝেই
ভয়ংকরি এক তান্ডবে।
মুসলিমদের উপর আক্রমনে,,
সুফিয়ানির জয় হবে বাগদাদে।।
*ব্যাখ্যাঃ বলা হয়েছে যে,,, ২০২৫ সাল থেকে ২ বছরের মধ্যেই আবু সুফিয়ান বাগদাদের মুসলিমদের উপর বিরাট একটি আক্রমন চালাবে। সেখানে মুসলমানেরা পরাজিত হবে। আবু সুফিয়ানের বিজয় হবে।
#প্যারাঃ (৪৯)
★ শিরিয়া বাসি আবু সুফিয়ান,
তারপর হবে একটু স্থির।
কালো পতাকাধারি পুর্বের সেনারা,
জমাইবে আরবে ভীড়।।
**ব্যাখ্যাঃ বলা হয়েছে,, সিরিয়া বাসি আবু সুফিয়ান,, বাগদাদে জয় লাভের পর,,স্থির হয়ে থাকবে। তারপরই,,,মহাযুদ্ধের ২বছর পর,২০২৭-২৮ সালের দিকে,,,হাদিসের সেই বিক্ষ্যাত ভবিৎষতবানির বাস্তবতাটা

Scanned by CamScanner

প্রকাশিত হবে। কালোপতাকাধারি সেনারা আরবে প্রবেশ করবে।
ইমাম মাহদির সাহায্যে।
#প্যারাঃ (৫০)
★ আরবে তখনও চলিবে তিনজন,
সার্থলোভি নেতার লড়াই।
আল্লাহর দ্বিন ভুলে গিয়ে তারা,
দেখাবে ক্ষমতার বড়াই।।
**ব্যাখ্যাঃ আরবে একজন খলিফার তিনজন পুত্র ক্ষমতার লোভে লড়াই করতে থাকবে। তারা কেউই সঠিক আকিদার নয়। শয়তান। যা ছহিহ হাদিছেও উল্লেখিত আছে।
#প্যারাঃ (৫১)
★ আধুনিকতার অধ্বঃপতনের
তৃতীয় বর্ষ পর।।
আঠাষে প্রকাশ পাইবেন "মাহদী ".
এই দুনিয়ার উপর।।
*ব্যাখ্যাঃ** ইমাম মাহদী ** একজন প্রকৃত মুসলিম উম্মাহ হিসেবে, আপনার কাছে এই নামটিতে মিশ্রিত রয়েছে "শত আশা,আকাঙ্খা,শুখ-শান্তির বাতাস, অপেক্ষা।
**সবার একটাই প্রশ্ন?
কবে ইমাম মাহদী র আগমন ঘটবে??
#সবার সেই জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে,, আগামী কথন★ এর লেখক((আস-শাহরান)) প্রকাশ করলেন যে,, { ভবিৎষতদ্বানি অনুযায়ি } যখন,,,
#কাশ্মির বিজয় হবে---
#তার ২ বছরের মধ্যেই বাংলাদেশে হিন্দুস্থানিরা "দ্বিতিয় কারবালা" করবে,
সে সময় **ইমাম মাহমুদ (হাবিবুল্লাহ) ও তার বন্ধু বা সহচর শীন(সাহেবে কিরান) এদের প্রকাশ ঘটবে।

Scanned by CamScanner

$#তাদের নেতৃত্বে ""গাজওয়াতুল হিন্দ""হবে।
##২০২৫ সালে ৩য় বিশ্বযুদ্ধ হবে। যার ফলে আধুনিকতা চিরতরে ধ্বংশ হবে।।
এরই তিন বছরের মাথায়, অর্থাৎ, ২০২৮ সালে ★ইমাম মাহদী ★র প্রকাশ ঘটবে।।
♦ বন্ধুরা আমি ব্যাক্তিগত ভাবে আখিরুজ্জামান নিয়ে যতটুকু চর্চা করেছি,তার অভিঙ্গতার আলোকে,,,, (লেখক--আস-শাহরান -এর ** আগামী কথন** এর সত্যতা যাচাই এ,,,,
এবার চলুন কিছু সুত্র মেলানো যাকঃ
(*) শাহ নেয়ামতউল্লাহ (রঃ)- তার ক্বাসিদাহ-গ্রন্থে বলেছেন,,
কানাজাহুকার প্রকাশ ঘটার সনেই "ইমাম মাহদী " দুনিয়ার বুকে হবেন আবির্ভুত।
(ক্বাসিদাহঃ প্যারাঃ (৫৭)
:-- এখন,আমরা সবাই জানি যে,, ক্বাসিদাহ ভারতিয় উপমহাদেশের ভবিৎষত নিয়ে লেখা।
আর "কানাজাহুকা" কথাটা হলো, প্রবিত্র কুরআনের সুরা বনি ইস্রাঈলের ৮১ নং আয়াতের শেষাংশ। যার অর্থঃ
সত্য মিথ্যার ভাগ হওয়া।
**এ ক্ষেত্রে, ভারত ও পাকিস্থানের ভাগ হওয়ার সনের সাথে ৮১ যোগ বোঝায়।
:: ১৯৪৭+৮১=২০২৮...
★ ২০২৮সালেই ইমাম মাহদির প্রকাশ হবে।
(*) হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ)- হতে বর্নিত,,তিনি বলেন,নবি (ছঃ)- বলেছেন, ১৪০০ হিজরির ২ দশক (১৪২০), ৩দশক (১৪৩০) পর ইমাম মাহদির আগমন হবে। (আসমাউল মাসালিক লিয়্যাম মাহদী ইয়্যাহ---- পৃঃ ২১৬)
$$ উল্লেখ্য যে,, ঐ দুইটি হিজরি সনে, ইমাম মাহদির প্রকাস ঘটেনি, কিন্তু ২দশক ও ৩ দশক কে যোগ করে হয় ৫ দশক/

Scanned by CamScanner

১৪০০+২০+৩০=১৪৫০ হিজরি বা ২০২৮ সাল।

★= ২০২৮ সালেই মাহদির প্রকাশ হবে।

(*) হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রছুল (ছঃ) বলেছেন,,,,, একটি খেলাফত শেষ হবার ১০৪ বছরের মাথায়, মানুষ ইমাম মাহদির উপর ভির করবে।

উল্লেখ্য যে, সেই খেলাফতটি অন-আরবীয়।

#আমরা সবাই জানি যে,, খুলিফায়ে রাসেদিন থেকে,, পরবর্তিতে আব্বাসিয়,উসমানিয়, উমাইয়া, ফাতেমীয়,, এ সকল খেলাফতই আরবীয়। কেবল মাত্র তুর্কি খেলাফত ব্যতিত। যা ১৯২৪ সালে শেষ হয়েছিল।

* ১৯২৪+১০৪= ২০২৮ সাল।

= ২০২৮ সালে মাহদির প্রকাশ হবে।

(*) আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, ৪র্থ ফিতনা সিরিয়ার ফিতনা। উক্ত ফিতনা বার বছর চলতে থাকবে। এর শেষ মাথায় ফুরাত নদী থেকে স্বর্নের পাহার প্রকাশিত হবে।তার ৫/৬ বছরের মাথায় ইমাম মাহদী প্রকাশ ঘটবে।

*** যদি সিরিয়ার বর্তমান যুদ্ধটিই এই হাদিছে বর্নিত যুদ্ধটি হয় তবে তা চলছে,

২০১১ সাল থেকে। ১২ বছর চললে, ২০১১+১২=২০২৩..

সুতরাং,,২০২৩ সাল।

আর আগামি কথনেও পুর্বেই বলাআছে, ২০২৩ সালে ফুরাত নদির স্বর্নেরর পাহাড় প্রকাশিত হবে। এর ৫/ ৬ বছরের মাথায়, ইমাম মাহদি আসবে।

অর্থঃ ২০২৩+৫=২০২৮ সাল/ ২০২৩+৬=২০২৯ সাল।

= এই হাদিসও কাছাকাছি ইঙ্গিত করে।

(*) রমজানের শুরুতে শুক্রবার এবং মধ্য রমজানও (১৫ তারিখও) শুক্রবার হবে।

** সৌদি আরবের ক্যালেন্ডার অনুযায়ি তা হয় ২০২৮ সাল।

Scanned by CamScanner

বন্ধুরা এ রকম আরো বহু সুত্রের যোগ ফল দেখলাম ২০২৮ সাল। যা লেখক """"আস-শাহরান""" এর ★আগামী কথন★ কে সত্য বলে মেনে নিতে বাধ্য করে।
(বাকিটা আল্লাহই ভালো জানেন).
#প্যারাঃ (৫২)
★ শত অপেক্ষার অবসাণ ঘটিয়ে,
ইমাম মাহদির হবে আগমন।
দুঃখ দুর্দশা হবে দুর,শান্তিতে
ভোরে যাবে এ ভুবন।
*ব্যাখ্যাঃ লেখক(আস-শাহরান) বলেছেন যে, শত অপেক্ষার অবশান ঘটিয়ে,২০২৮ সালে,ইমাম মাহদির আগমন হবে। আর আমরা তো সবাই অবগত আছিই যে, তার আগমন মানেই, সকল দুঃখ,দুর্দশা দুর হয়ে যাবে। পৃথিবী সুখ শান্তি, ও ন্যায় ইনসাফে ভরে যাবে,ঠিক যেমনটি অন্যায় দ্বাড়া ভরা ছিলো।
#প্যারাঃ (৫৩)
★ শুনে রাখো তোমরা বিশ্ববাসি,
মাহদির দেখা পেলে---
তার পাশেই রবে রবের রহমত,
শুয়াইব ইবনে ছালেহ।
*ব্যাক্ষাঃ এখানে, লেখক আস-শাহরান প্রকাশ করেছেন যে,,
যখনি বিশ্ববাসি ইমাম মাহদিকে পেয়ে যাবে,,, তখন তারা ইমাম মাহদির পাশে তার সহচর বা বন্ধু "শুয়াইব ইবনে ছালেহ"কেও পাবে।।
উল্লেখ্য যে,, লেখক আস শাহরান তাকে "রবের রহমত" বলে আক্ষায়িত করেছে। অতএব বুঝতেই পারছি,তার মর্যাদা রয়েছে।
সেও আল্লাহর মননিত বান্দা।
((যেমনঃ হযরত মুহাম্মাদ (ছ:) ও আবু বকর (রাঃ),,, ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহ (দাঃবাঃ) ও শীন সাহেবে কিরান (দাঃবাঃ) এদের অনুরুপ))
তাহলে কি তখনই প্রকৃত ""ইমাম মাহদির আগমনের সময়""""?????

Scanned by CamScanner

#প্যারাঃ (৫৪)...
কালো পতাকাধারী "মাহমুদ"সেনারা,
মাহদী র হাতে নিবে শপথ।
আরবে করিবে ঘোড়তর রন,
অতঃপর আনিবে আলোর পথ।
*ব্যাক্ষাঃ এখানে লেখক প্রকাশ করলেন যে,,, যে সৈনিক রা, খোড়াসান থেকে প্রকাশ পাবে এবং আরবে ইমাম মাহদির সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে,এবং ঘোড়তর যুদ্ধ করবে,,, আগামী কথনে প্রকাশ করা হয়েছে ঐ সৈনিক গন হবে""" ইমাম আল-মাহমুদ""" হাবিবুল্লাহ -এর। তারা ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহর নেতৃত্বেই আরবে প্রবেশ করবে। প্রবেশ করেই ইমাম মাহমুদ ও তার সৈন্য গন,সবাই মাহদি র আনুগত্যের শপথ করবে।।তারপর,ঐ যুদ্ধে সফলতা পাবে।। এবং, ইমাম মাহদির পরিচয়টা সেখানে প্রকাসিত হবে।।
#প্যারাঃ (৫৫)
★মধ্য রমজানের ভোরের আকাশে,
জিব্রাইল দেবেন ভাষণ।
প্রকাশ পাবেন,ক্ষমতায় যাবেন,
"মাহদী " করবেন বিশ্ব শাষন।
*ব্যাক্ষাঃ যে বছর "ইমাম মাহদী র প্রকাসিত হবে,ঐ বছর,, ভোর রাতে আকাশ থেকে বিকট কন্ঠে আওয়াজ আসবে। আর তা হবে জিব্রাইলেরর কন্ঠ। { যদিও তার পরপরই আরও একটি আওয়াজ শয়তান দিবে}
(এই ঘটনাটি হাদিছেও বর্নিত আছে)
অতঃপর,,, ইমাম মাহদী ঐ বছরই প্রকাশ পাবে,তার পরের বছরই ক্ষমতায় যাবেন।
প্যারাঃ (৫৬)
★মাকামে ইব্রাহিম ও কাবা গৃহ,
এদুয়ের মধ্যক্ষানে,,

Scanned by CamScanner

মাহদির সত্যায়ন দিবেন জিব্রাইল,
প্রকাশ্য মজলিসে দিবালকে।
*ব্যাক্ষাঃ যখন ইমাম মাহদির প্রকাশ,, ঘটবে,,কাবাগৃহ ও মাকামে ইব্রাহিমের মাঝকানে তখন জিব্রাইল ফিরিস্তা প্রকাশ্যে ইমাম মাহদির পাশে দাড়িয়ে তার সত্যতার কথা ভাষন দিবে।
#প্যারাঃ(৫৭)
★সেই মজলিসে ইমাম মাহমুদ কে
খোদা সম্মান দান করিবেন।
রহস্য উদ্ঘাটনের সেই দৃশ্য,
সবাই স্বচক্ষে দেখিতে পাইবেন।
*ব্যাক্ষাঃলেখক আস-শাহরান ভবিৎষতদ্বানি তে বলেছেন,, যে মজলিসে,জিব্রাইল ফিরিস্তা প্রকাশ্যে মাহদির পাশে থাকবেন,,ঐ মজলিসে ইমাম মাহদির পাশে ইমাম মাহমুদ কেও কোন একটা সম্মানী দান করবেন
#প্যারাঃ (৫৮)
★আক্রমন করিতে আসিবে মাহদিকে,
অসংখ্য সেনা সহ সুফিয়ান।
বায়দাহ" নামক প্রান্তরে এসে,
ধ্বসে যাবে সাত হাজার তিনশ প্রান।।
**ব্যাক্ষাঃ হাদিছ শরিফে বর্নিত আছে,,, ইমাম মাহদি কে হত্যা করার তাগিদে শাম দেশ(সিরিয়া) থেকে একদল সৈন্য প্রেরিত হবে।
তারা যখন, মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তি বায়দাহ নামক স্থানে আসবে তখন,, ভুমি ধ্বসের ফলে সবাই প্রান হাড়াবে।
উল্লেখ্য যে,,আস-শাহরান ""আগামী কথনে "" বলেছেন,, ঐ সেনা দলটি দ্বিতিয় আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে চলবে। আর ভুমি ধ্বসের ফলে ৭ হাজার ৩০০ মানুষ প্রান হাড়াবে।
#প্যারাঃ (৫৯)
★যদিও সে স্থানে ভুমি ধ্বসের ফলে,

Scanned by CamScanner

হাড়াইবে সকলেই প্রান।
খোদার কুদরত; বেচে রবে শুধু দ্বিতিয় আবু সুফিয়ান।
*ব্যাখ্যাঃ লেখক বলেছেন যে,,
ভুমি ধ্বসের কারনে ঐ স্থানের সবাই প্রান হাড়ালেও,,খোদার কুদরতে,
শুধু মাত্র আবু সুফিয়ানিই বেচে রবে।
#প্যারাঃ (৬০)...
★প্রান ভিক্ষা পেয়ে আবু সুফিয়ান,
মাহদির প্রচারনা চালাবে,
অবশেষে সে ঈমান হাড়া হয়ে,
মৃত্যু বরন করিবে।।
**ব্যাক্ষাঃ যখন ভুমি ধ্বসের পর সুফিয়ান কেবল নিজেকেই জিবিত
দেখতে পাবে, তখন, ভয় ভিতিতে,,দৌড়াতে থাকবে আর বলতে থাকবে,,
ইমাম মাহদি এসে গেছে।
ইমাম মাহদি এসে গেছে।
তবে সে ঈমান আনবে না।
যার ফলে,, পরবর্তিতে ঈমান হাড়া অবস্থায় মৃত্যু বরন করবে।
#প্যারাঃ (৬১)
★সমগ্র বিশ্বের রাষ্ট্র প্রধানরা,
মাহদির হাতে নিবে শপথ।
বাদশাহি পাবে ইমাম মুহাম্মাদ,
পৃথিবী কে দেখাবেন সুপথ।।
*ব্যাক্ষাঃ সারা বিশ্বের রাষ্ট্র নেতারা ইমাম মাহদির হাতে সপথ গ্রহন
করবে এবং মাহদি কে বিশ্ব বাদশাহ হিসাবে গ্রহন করে নিবে। তখন
ইমাম মাহদি পৃথিবী কে সুপথ গামি করবেন।
#প্যারাঃ (৬২)
★ফলমুল, শস্যদানা ও উদ্ভিদমালার,
বহুগুনে হবে উৎপাদন।

Scanned by CamScanner

আল্লাহ্লর খাছ্ রহমত পেয়ে,
শান্তিতে রবে জনগন।
*ব্যাক্ষাঃ লেখক বলেছেন,ইমাম মাহদির সময় কালে, প্রচুর ফলমুল,শস্যদানার উৎপাদন হবে।কেউ কষ্টে রবেনা।
মুহাম্মাদ (ছা;)এর শরিয়ত অনুযায়ি পৃথিবি চলবে।
কোন অভাব থাকবেনা।
(আলহামদুলিল্লাহ)..
#প্যারাঃ (৬৩)
★ রবের চারটি দূত তখন,
থাকিবে দুনিয়ার উপর।
"মীম"ও "মীম" দুইটি আমির,
" শীন"ও "শীন" তাদের সহচর।।
*ব্যাক্ষাঃ আস-শাহরান প্রকাশ করেছেন চারজন রবের প্রেরিত বান্দা থাকবে একসাথে। তাদের ৪ জনের মধ্যে ২ জন আমির। আর ২ জন তাদের ২ জনের সহচর।
আমির ২ জনের নাম,""মীম" হরফে।এবং সহচর ২ জনের নাম "শীন "হরফে।
যথাঃ১* "মীম"= মুহাম্মাদ(মাহদী) " আমির"।
"২*"শীন""= শুয়াইব(সহচর)
৩**""মীম""= ইমাম মাহমুদ(আমীর)
৪**"শীন""= সাহেবে কিরান(সহচর)
#প্যারাঃ (৬৪)
★ বাদশাহি পেয়ে বিশ্বনেতা,
সাত থেকে নয় বছরের পর।
ভারপ্রাপ্ত করিবে খেলাফত,
মাহদী, মাহমুদ এর উপর।।
*ব্যক্ষাঃ লেখক বলেছেন,,
ইমাম মাহদী তার বিশ্ব শাষন ভার,, সাত থেকে নয় বছরের মধ্যেই

Scanned by CamScanner

হঠাৎ,ত্যাগ করবেন।
আর তখন বিশ্ব শাষন ভার, ভারপ্রাপ্ত হবে,,, ইমাম মাহমুদের উপর।।
#বোঝা যায়, ইমাম মাহমুদের সম্মান তাহলে অনেক। ইমাম মাহদির পরেই তার সম্মান।।
উল্লেখ্য যে,, কুরাইশ বংশ থেকে, যে ১২জন ইমাম/আমিরের আগমনের কথা হাদিছে বলা আছে, তার ই শেষ/১২ নং ইমাম হলেন,
ইমাম মাহদী।
আর,, তার নিচের পর্যায়ের ১১ নং ইমাম ই হলেন ইমাম মাহমুদ। (আগামী কথন থেকে প্রমান মেলে)..
#প্যারাঃ (৬৫)...
★ দু সনের মধ্যেই ইমাম মাহমুদ,
বিশ্ব শাষন ভার--
হস্তান্তর করিবেন খেলাফত,
"মাহমুদ"- "মুনসুরের উপর।
*ব্যাক্ষাঃ ইমাম মাহদির পর, যখন ইমাম মাহমুদ বিশ্ব শাষন করবে। তার খেলাফতের ২ বছরের মধ্যেই বিশ্বশাষন ভার ত্যাগ করবেন। আর ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন """ মুনসুর"" নামক একজন ব্যক্তির উপর। কারন সে ব্যক্তিটি আল্লাহর মননিতই হবে। কেননা,এই মুনসুরের নামটি কিছু হাদিছেও প্রকাশিত আছে।
#প্যারাঃ (৬৬)
★ কাহতান বংশীয়, লাঠি হাতে,
বড় কপাল বিশিষ্ঠ।
বিশ্ব শাষন করিবেন মুনসুর,
থাকিবে শত্রুর উপর ক্ষিপ্ত।
*ব্যাখ্যাঃ লেখক(আস-শাহরান) বলেছেন যে,, সেই মুনসুর কাহতান গোত্র থেকে জন্ম নিবে। (উল্লেখ্য যে,,, কাহতান গোত্রটি কুরাইশ বংসেরই একটি গোত্র)
* তার হাতে একটি লাঠি থাকবে। তার কপাল বড় হবে।

Scanned by CamScanner

(হাদিছে পাওয়া যায়, যে, তার গায়ের রং শ্যামবর্নের হবে, আর কান ছিদ্র হবে। সে ইমাম মাহদির সময়,তার পাশে থেকে, তাকে খেলাফত কালে সহযোগিতাও করবে।

#প্যারাঃ (৬৭)
★ আটত্রিশ থেকে আটান্ন সাল,
মুনসুরের শাষন কাল।
শত্রুর উপর বিজয়ি থেকে,
রবের দ্বীন রাখবে অটল।

*ব্যাখ্যাঃ লেখক,বলেছেন, যে, মুনসুর ৩৮-৫৮ সাল এই ২০ বছর বিশ্ব শাষন করবেন।
শত্রুর উপর বিজয়ি থেকে শরিয়ত প্রতিষ্ঠিত রাখবে।
#প্যারাঃ (৬৮)
★শাষক মুনসুরের খেলাফত শেষের
অষ্ট বর্ষ পর্বে---
মিথ্যা ঈছা-র হবে দাবিদার একজন পারস্য সম্রাজ্যে।
*ব্যাখ্যাঃ লেখক,, ভবিৎষতদ্বানি করে বলেছেন যে, মুনসুর শাষকের খেলাফত শেষ হবার ৮ বছর আগে,যেহুতু ২০৫৮ সালে শাষন শেষ হবে,, সুতরাং,,,২০৫০ সালে পারশ্য সম্রাজ্য থেকে,,, একজন ব্যাক্তি নিজেকে **হযরত ঈছা (আঃ) **বলে দাবি জানাবে।।
অথচ,সে একজন, মহামিথ্যুক, ভন্ড হবে।।
(এ দ্বাড়া এটাও বোঝা যাচ্ছে যে, প্রকৃত হযরত ঈছা ""(আঃ) তখনও আগমন করেন নি।
সুতরাং, বর্তমান বিশ্ব যে কথাটার উপর আস্থা রাখছে,যে, ইমাম মাহদির সময় কালেই দাজ্জাল ও ঈছা(আঃ) আগমন করবেন,সেই কথাটা *আগামী কথন * সমর্থন করেনা।

Scanned by CamScanner

(বিঃ দ্রঃ কোন হাদিছ্ও এ কথা বলেনা যে,, ইমাম মাহদির সময়কালেই,দাজ্জাল ও ঈছা (আঃ) আসবেন।)

#প্যারাঃ (৬৯)
★ বাতিল ধ্বংশে রবের দূত-
*** জামিল*** নামটি তার।
ভন্ড ঈছা কে ধ্বংশ করার,
রব দিবেন দ্বায়িত্ব ভার।

ব্যাক্ষাঃ যখন ২০৫০ সালে পারশ্য সম্রাজ্য থেকে একজন ভন্ড মিথ্যাবাদি, নিজেকে ঈছা (আঃ) বলে দাবি করবে,,,, তখন,, ঐ ভন্ড ঈছা কে ধ্বংশ কারার জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন,শুভ শক্তির আগমন ঘটবে। তার নামটি লেখক আস-শাহরান ** আগামি কথন' এ প্রকাশ করেছেন আর তার নামটি হবে* জামিল*** (সুন্দর্যের অধিকারি)
ভন্ড ঈছা কে ধ্বংশ করার জন্য রব নিজেই তাকে দ্বায়িত্ব দিবেন। অর্থাৎ, সে ইলমে লাদুনির অধিকারি হবেন।।

#প্যারাঃ (৭০)
★শত্রু নিধন করবে "জামিল"
হাতে রেখে ""যুলফিকর""!
রক্ত নেশায় উঠবে মেতে,
সাথে রবে "সালমান"-সহচর।।

*ব্যাখ্যাঃ লেখক (আস-শাহরান) বলেছেন যে,, এই বীর যোদ্ধা ""জামিল""-- যখন শত্রু নিধন করতে ময়দানে নামবে,, তখন তার হাতে, **যুলফিকর ** তরবারি থাকবে(যেটা মুহাম্মাদ (ছাঃ) ব্যবহার করতেন)। সে শত্রুদের রক্তের নেশায় মেতে উঠবে
এবং,, তার পাশে থাকবে তার সহচর বা প্রিয় বন্ধু "সালমান"।

Scanned by CamScanner

যেহুতু সালমানের নাম তার জন্মের পুর্বেই প্রকাশিত হলো,সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে সেও আল্লাহর মননিত বান্দা।
(যেমনঃ ইমাম মাহদি ও শুয়াইব,,,, ইমাম মাহমুদ ও শীন{ সাহেবে কিরান},,
ঠিক তেমনই জামিল ও সালমান)
#প্যারাঃ (৭১)
★ভন্ড ঈছা কে ধ্বংশ করিবে জামিল চোয়ান্ন সালে।
বীর জামিল কে জানাইবে সাগতম,,
মুনসুর শাষকের দলে।।

*ব্যাখ্যাঃ দেখুন,আস-শাহরান,, রবের সাহায্যে কতটা নিখুত ভবিষৎতদ্বানি দান করেছেন। তিনি বলেছেন যে, পারশ্য সম্রাজ্য থেকে ২০৫০ সালে যে,ভন্ড নিজেকে ঈছা (আঃ) বলে দাবি জানাবে,তাকে ২০৫৪ সালে জামিল যুদ্ধের ময়দানে কতল করবে। তখন,, সে সময়ের বাদশা ""মুনসুর "" জামিলের বীরত্ব,, সাহসিকতা,, জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে,জামিল কে তার দলে যোগদানের জন্য আহ্বান জানাবে।
#প্যারাঃ (৭২)
★ মুনসুর তখন বানাবে জামিল কে--
তার প্রধান সেনাপতি।
রবের রহমতে সে বীর যোদ্ধা,
বিশ্বে পাইবেন স্বীকৃতি।।
*ব্যাখ্যাঃ জামিল যখন ভন্ড ঈছা ও তার অনুসারি দেরকে হত্যা করবে,,তখন তাকে বাদশা মুনসুর ""বিশ্বের প্রধান সেনাপতি-- বানাইবেন।।।
বীশ্ববুকে জামিল ""বীরযোদ্ধা ""খেতাব পাবেন।।

#প্যারাঃ (৭৩)

Scanned by CamScanner

★তাহার পরেই ধরনি বাসি,
আগাইবে পঞ্চান্ন সালে,,
জমিনের বুকে আসিবে "জাহজাহ",,
ছিলো সে চোখের আড়ালে,,।।
*ব্যাক্ষাঃ লেখক বলেছেন,, তারপর যখন,২০৫৫ সাল আসবে তখন "জাহজাহ"নামক এক ব্যাক্তির আবির্ভাব ঘটবে। সে নাকি,মানুষের চোখের আড়ালে ছিলো।
((উল্লেখ্য যে,,,হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) বলেন,, কিয়ামত, ততদিন পর্যন্ত হবে না,যতদিন না, "জাহজাহ" নামক এক আযাদকৃত কৃতদাস "বাদশাহী "না পাবে।।
অতএব, বোঝা গেলো, এই সেই হাদিছে বর্নিত ""জাহজাহ"""))
#প্যারাঃ (৭৪)
★পূর্বে কৃতদাস ছিলেন জাহজাহ,,,
আযাদ দিলেন রব।
ধরনির মাঝে বন্ধ করবেন,
কোলাহলের উৎসব।।
*ব্যাক্ষাঃ এখানে লেখক বলেছেন,, এই ""জাহজাহ"" পূর্বে কৃতদাস ছিলেন। তারপর আল্লাহ নিজেই তাকে আযাদ করেছেন।। আর """জাহজাহ " যখন আসবে,তখন পৃথিবী তে,কোন একটা বড় কোলাহল (ইকতেলাভ/ মতানৈক্য) থাকবে। যার অবসান ঘটাবেন এই "জাহজাহ"।
(যেহুতু, হাদিছ শরিফে, জাহজাহ র বাদশাহী পাবার পূর্ব ঘোষনা রয়েছে, সুতরাং,বোঝাই যাচ্ছে,তিনি ও আল্লাহর মননিত বান্দা)
#প্যারাঃ (৭৫)
*ছাপ্পান্ন তে যাবেন জাহজাহ
শাষন ক্ষমতায়।
দামেস্ক মসজিদে পাইবেন ইমামত,
সৎ চরিত্র ও সততায়।

Scanned by CamScanner

**ব্যাখ্যাঃ জাহজাহ ২০৫৬ সালে শাষন ক্ষমতায় যাবেন। তার সৎ চরিত্র ও সততার গুণে মানুষের মনে জায়গা করে নিবেন।। সে দামেস্ক এর কোন এক মসজিদে ইমামতি করবেন এবং, রাজ্যপাট দেখাশোনা করবেন।
(বিঃ দ্রঃ যেহুতু বাদশাহ মুনসুর ২০৫৮ সাল পর্যন্ত শাষন চালাবে। সেহুতু ২০৫৬ সালে জাহজাহ বিশ্ব বাদশাহি পাবেনা। সে উক্ত ২ বছর দামেস্ক মসজিদ এবং উক্ত মহাদেশ শাষন করবেন।)
(আগামি কথনের ভাষ্যে)

#প্যারাঃ (৭৬)
★ষাটের শেষে দাজ্জাল এসে,
দিবে বিশ্বে হানা,,,।
আল্লাহর রছুল বলে গিয়েছেন
তার থাকবে এক চোখ কানা।
**ব্যাখ্যাঃ সেই ভয়ংকর ফিতনা "" দাজ্জাল"".. *আস-শাহরান **এর ভবিৎষত দ্বানী,,, ২০৬০ সালের শেষের দিকে,,, দাজ্জালের আগমন ঘটবে। আল্লাহর রছুল (ছাঃ) বলেছেন,,, দাজ্জালের ১ চোখ কানা হবে। কপালে "কাফির" লেখা থাকবে।
(দাজ্জালের ব্যাপারে মোটামুটি সবাই জানি,তাই হাদিছ উল্লেখ করা হলো না)

#প্যারাঃ (৭৭)
★মহা মিথ্যুক দাজ্জাল তখন,
করিবে রবের দাবি।
যে জন,করিবে অ-স্বিকার তাকে,
সেই হইবে কামিয়াবি।

Scanned by CamScanner

**ব্যাখ্যাঃ দাজ্জাল প্রকাশ পেয়ে নিজেকে রব/ সৃষ্টিকর্তা বলে দাবি করবে। তখন,যারা দাজ্জাল কে অ-স্বিকার করবে,তারাই সফলকাম হবে এবং যারা তাকে মেনে নিবে তারাই ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

#প্যারাঃ (৭৮)
★দাজ্জাল সেনাদের তান্ডব লিলায়,
ঘটিবে বিশ্বে বিপর্যয়।
জাহজাহ চাইবেন সবার জন্য রবের রহতমের আশ্রয়।
**ব্যাখ্যাঃ যখন, দাজ্জাল ও তার অনুসারি সৈন্যরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে,, তখন বাদশা জাহজাহ আল্লাহর রহমতের আশ্রয় চাইবেন।

#প্যারাঃ (৭৯)
★ সাদা গম্বুজের দামেস্ক মসজিদে
রব পাঠাইবেন রহমত।
বাষট্টি সালে " গম্বুজের উপর রব পাঠাইবেন রহমত।
**ব্যাখ্যাঃ এখানে লেখক বলেছেন যে,, জাহজাহ যে মসজিদে ইমামতি করবেন সেটার রং হবে,, সাদা। গম্বুজ বিসিষ্ট।
আর ২০৬২ সালে রব ঐ মসজিদের সাদা মিনারে রহমত পাঠাইবেন।

#প্যারাঃ (৮০)
★আছরের সময় দেখবে সবাই,
হযরত ঈছা (আঃ) এর আগমন।
সাদা পোষাকে নামিবেন তিনি
দু* পাশে ফিরিস্তা দুজন।
*ব্যাখ্যাঃ আল্লাহু আকবার।
লেখক জানিয়েছন, ২০৬২ সালে দামেস্কের সাদা মসজিদে আছরের ছলাতের সময় গম্বুজের উপর সাদা পোষাক পরিহিত অবস্থায়, দুই

Scanned by CamScanner

ফিরিস্তার কাধে ভর করে নামবেন। ঐ মসজিদেরই ইমাম হলেন "জাহজাহ"!

#প্যারাঃ(৮১)
★ইমাম জাহজাহ যানাইবেন তাকে,
ছলাতে ইমামতির আহ্বাবান।
হযরত ঈছা (আঃ) বলবেন তাকে,
এ তো আপনারই সম্মান।
**ব্যাক্ষাঃ একটি চিরাচরিত হাদিছ,,,
***যখন গম্বুজের উপর ঈছা (আঃ) নামবেন তখন,
মুসলমানদের আমির** ঈছা (আঃ) কে বলবেন,"" আসুন ছলাতের ইমামতি করুন"
তখন ঈছাঃ বলবেন,, না বরং আপনাদের আমির তো আপনাদের মধ্যেই।""""""।
** সারা বিশ্বের মুসলমানেরা ধরে নিয়েছে যে,,,, সেই ইমাম হবেন,,
ইমাম মাহদী '* তার পিছনেই ঈছা (আঃ) ছলাত আদায় করবেন।
কিন্তু কোথাও ইমাম মাহদির নাম বলা হয়নি। বরং বলা আছে,,,"
"** মুসলমানদের আমির"***...
তাই হতেই পারে যে,,সেই আমির হলেন,,, ইমাম জাহজাহ।।
অ-স্বিকার করা যায় না।
(আল্লাহই ভালো জানেন)
#প্যারাঃ (৮২)
★ যুলফিকর হাতে "লুদ্দ" এর ফটকে,
ঈছা (আঃ) তখন--
হত্যা করিবেন,কানা দাজ্জালকে
করিয়া আক্রমন।
**ব্যাখ্যাঃ আসমান থেকে নামার পর,, লুদ্দ নামক শহরের ১ম ফটক বা গেইটের সামনে হযরত ঈছা (আঃ), দাজ্জাল কে যুলফিকর তরবারি

Scanned by CamScanner

দাড়া কতল করবেন।
(যুলফিকর তরবারি হলো মুহাম্মাদ (ছাঃ),এর তরবারি। যা জামিল হাতে পাবে ভন্ড ঈছা কে হত্যা করার জন্য। অতপর, হযরত ঈছা (আঃ) কাছে পৌঁছে দিবে,,দাজ্জাল কে হত্যা করার জন্য)

#প্যারাঃ (৮৩)
★ক্ষমতা হস্তান্তর করিবেন জাহজাহ,
ঈছা (আঃ) করিবেন শাষন।
রবের রহমতে দ্বিতিয় আগমনে,
তিনি পাইবেন উচ্চ আসন।
**ব্যাখ্যাঃ ইছা (আঃ) এর আগমনের পর ইমাম জাহজাহ বিশ্ব শাষন ভার তার হাতে তুলে দিবেন। তখন,ঈছা (আঃ) বিশ্বশাষন করতে থাকবে।

#প্যারাঃ (৮৪)
★সু-শৃঙ্খল ময় শান্তি
বিশ্বে করিবে বিরাজ মান,
ছিয়াষট্টি তে *দাব্বাতুল আরদ*
এর হইবে উত্থান।
**ব্যাখ্যাঃ দাজ্জাল কে হত্যা করার পর, ঈছা (আ) পৃথিবি তে সুখশান্তি দাড়া শাষন করতে থাকবে। এমন সময়, ২০৬৬ সালে " দাব্বাতুল আরদ্ "" নামক একধরনের প্রানি জমিনের নিচ থেকে বের হয়ে আসবে।
কুরআনের সুরা নামলের ৮২ নং আয়াতে এই প্রানির কথা বলা আছে। আর হাদিছে বলা আছে,এই প্রানির আগমন হলো ,,,, কিয়ামত নিকটবর্তি হবার বিরাট একটি আলামত।।
#প্যারাঃ(৮৫)
পাখনা বিহিন, অসংখ্য প্রানি,
বিড়ালের অবয়ব।

Scanned by CamScanner

বাকশক্তিহিন দাত,বিষিষ্ট তাদের
গজবে নিঃশেষ করিবেন রব।
**ব্যাখ্যাঃ এখানে বলা হয়েছে, এই দাব্বাতুল আরদ্ এর কোন পাখনা থাকবে না। তারা সংখ্যায় অগনিত হবে।
দেখতে প্রায় ই বিড়ালের আকৃতির হবে। তাদের দাতের কথা বিষেশ উল্লেখ থাকায় বোঝা যাচ্ছে,,
দাতই তাদের মুল হাতিয়ার হবে। আর বিষেশ উল্লেখ্য যে, তারা কথা বলবে না।
যেহুতু কুরআনে বলা আছে যে, কথা বলবে, এ কারনে যে,তারা আমার নিদর্শনগুলো অ-স্বিকার করেছে।(সুরা নামল।আঃ ৮২)
তার প্রেক্ষিতে লেখক তার মুল কিতাবে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন যে,,
হযরত মিকাইয়া (আঃ) এর যামানায়, একজন নষ্টা নারি অন্যের দ্বারা গর্ভপাত করে একটি বাচ্চা প্রসব করে বলে যে, এ বাচ্চা টি মিকাইয়ার বাচ্চা। তখন সবাই জড়ো হয়ে সত্য যানতে চাইলে, হযরত মিকাইয়া (আ) বাচ্চা টির পেটে হাত দিয়ে বলে যে, হে বৎস্য তোমার পিতার নাম কি? তখন নাবালক টি সঠিক উত্তর দেয়, যে মিকাইয়া নায়, আমার বাবা "অমুক"।
#এবং ইউসুছ (আ:) এর সময়ও ইউসুফ কে নির্দোষ প্রমান করতে,একটি নাবালোক বাচ্চা কথা বলে সাক্ষি দেয়।
এ দ্বাড়া এ কথা বলা যাবে ,না যে,, বাচ্চা দুটি সবসময়ই কথা বলেছে।
বরং একথা বলা যায় যে,,, বাচ্চা দুটি একবার করে কথা বলেছে।
** কারন তা ছিলো, হযরত মিকাইয়া (আ) ও হযরত ইউসুফ (আ) এর মুজিজা।
** ঠিক তেমনি, এই দাব্বাতুল আরদ্ কেউ ঈছা (আ) তাদের উত্থান সমন্ধে জিজ্ঞাসিত করলে মানুষের সামনে একবার কথা বলবে,।। আর তা হবে হযরত ঈছা (আ) এর মুজিজা।

Scanned by CamScanner

আয়াত দাড়া একথা বোঝানো হয়নি যে,দাব্বাতুল আরদ্ সবসময়ই কথা বলবে। বরং তারা একবার কথা বলবে।
#প্যারাঃ (৮৬)
*বছর শেষেই প্রাচির ভাঙ্গিয়া
ইয়াজুজ-মাজুজ এর দল।
প্রকাশ পাইয়া আক্রমন চালাবে,
তারা জনশক্তিতে সবল
**ব্যাখ্যাঃ লেখক বলেছেন যে, ২০৬৬ সালে দাব্বাতুল আরদের উত্থান ও পতনের পরবর্তি বছরই ২০৬৭ সালে যুলকার নাইনের প্রাচির ভাঙ্গিয়া পৃথিবির বুকে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে । তারা বের হয়ে এসে মানব সমাজে আক্রমন চালাবে। আর তারা জনশক্তিতে ব্যপক সবল হবে।
#প্যারাঃ (৮৭)
**হতে থাকিবে তীর-ধনুক আর,
আকারে থাকিবে ভিন্ন।
পশ্চাৎ হইবে পশুর ন্যয়,
দেহ সবল ও জীর্ন শীর্ন।
**ব্যাখ্যাঃ লেখক বলেছেন, ইয়াজুজ মাজুজের প্রধান অস্ত্রই হবে তীর-ধনুক। আর আকারে বিভিন্ন ধরনের হবে। কেউ লম্বা,কেউ বেটে,কেউ মোটা কেউ চিকন ইত্যাদি।
তাদের পিছন হবে পশুর মত। আর্থাৎ,,পা হবে এমন যাতে করে লাফাতে পারে (যেমনঃ ক্যাংগারু) । আর হয়তো লেজও হতে পারে।
(আল্লাহই ভালো জানেন)
#প্যারাঃ (৮৮)
মানব জাতীর অভিশাপ সরুপ,
আগমন হইবে তাদের।
হযরত ঈছা(আ) করিবেন দোয়া,
সাহায্য চাইবেন রবের।

Scanned by CamScanner

**ব্যাক্ষাঃ এই ইয়াজুজ মাজুজ এর আগমন,মানুষের জন্য অভিশাপ,গজব, শাস্তির হবে। তখন ঈছা (আ) আল্লাহর দরবারে সাহায্য চাইবেন।

#প্যারাঃ(৮৯)

* দুই-তৃতিয়াংশ মানব হত্যা করিবে,
প্রকাশ পাওয়ার পর।
আসমান থেকে আসবে গজব,
তাদের ঘাড়ের উপর।

**ব্যাখ্যাঃ ইয়াজুজ মাজুজ প্রাচির ভেঙ্গে বের হয়ে আসার পর, ঐ সময়ের পৃথিবির ৩ ভাগের ২ ভাগ মানুষকে হত্যা করবে। তারপর,,, মহান আল্লাহ তাদের ঘাড়ের উপর কোন একটি অসুখ দিবে। যা মহামারি আকার ধারন করবে।

#প্যারাঃ (৯০)

*প্রকাশ পাওয়ার সনেই হবে ধ্বংশ পঙ্গপাল।
সুখ ও শান্তি আসিবে ফিরিয়া
দুঃখ যাইবে অন্তরাল।

**ব্যাখ্যাঃ এখানে লেখক,আস শাহরান ভবিৎষতদ্বানি করেছেন যে, যে বছর ইয়াজুজ মাজুজের প্রকাশ হবে,,ঐ বছরের শেষের দিকে তারা গজবে শেষ হয়ে যাবে।
অর্থাৎ, ২০৬৭ সালেই বের হয়ে ২০৬৭ সালেই মারা যাবে।

#প্যারাঃ (৯১)

শাষন আমল চলিবে ইছা(আ)-এর,
তেতত্রিশটি বৎসর।
ওয়াফাত হবে, কবরস্থ হবে,
এই দুনিয়ার উপর।

**ব্যাক্ষাঃঈছা (আ) দুনিয়ায় আগমন করে ৩৩ বছর জিবিত থাকবেন। তারপর,তার ওয়াফাত(মৃত্যু) হবে। মুসলমানেরা তার জানাজা ছলাত আদায় করবে এবং দুনিয়াতে তাকে কবরস্থ করবে।

Scanned by CamScanner

#প্যারাঃ (৯২)
*এর পর চলবে,দুই-তিন বর্ষ,
শান্তিময় বসুন্ধরা।
তারপর সবাই ধীরে ধীরে হবে,,
আদর্শ ও ঈমান হাড়া।
*ব্যাখ্যাঃ বলা হয়েছে, ঈছা (আ) এর মৃত্যুর পর ২-৩ বছর তার আদর্শ মতে পৃথিবি বাসি চলতে থাকবে। তার পর সবাই ধীরে ধীরে ইমান হাড়া হতে থাকবে। শয়তানকে অনুসর করতে থাকবে।

#প্যারাঃ(৯৩)
* অশ্লিনতা,পাপ-পঙ্কিলতায়,
ভরে যাবে ধরনি ফের।
কাবাগৃহের উপর আক্রমন করিবে,
সৈন্য রা জর্ডানের।

**ব্যাখ্যাঃ লেখক বলেছেন যে,,,ঈছা (আ) এর মৃত্যুর ১০ বছরের মধ্যেই মানুষ পাপাচারে লিপ্ত হয়ে উঠবে। যঘন্য তম অন্যায় তাদের দ্বারা হতে দেখা যাবে। অতঃপর,,,যুগ যুগের প্রবিত্র কাবা গৃহের উপর,, বর্তমান, জর্ডানের ঐ সময়ের নেতার নেতৃত্বে অসংখ্য সেনাবাহিনি, আক্রমন করবে।

#প্যারাঃ (৯৪)
**কাবাগৃহ ভাঙ্গবে জর্ডানি হাবশি,
একুশশত দশে তা হবে নিশ্চিহ্ন।
প্রকাশ্য জ্বেনায় মাতিবে তারা,
রাখিবে পাপের পদচিহ্ন।

Scanned by CamScanner

**ব্যাখ্যাঃ লেখক বলেছেন,, যার নেতৃত্বে কাবাগৃহ ভাঙ্গা হবে, সে জর্ডানের একজন হাবশি বংশউদ্ভোত ব্যাক্তি হবে। এই মর্মাহত ঘটনা,২১১০ সালে ঘটবে।। (ভবিৎষতদ্বানি অনুযায়ি)

#প্যারাঃ (৯৫)
★ কাবাগৃহ ভাঙ্গার দশ বর্ষ পর,
আসিবে শিতল হাওয়া।
মুমিনেরা প্রান হাড়াইবে তাতে,
এটাই রবের চাওয়া।

**ব্যাখ্যাঃ লেখক বলেছেন যে, কাবাঘড় যখন জর্ডানের এক হাবশী ভেঙ্গে ফলবে(২১১০),,, তার ১০ বছর পর (২১২০ সালে) এক ধরনের শীতল হাওয়া আসবে। তার ফলে,যে সকল ঈমানদার মুমিন গন পৃথিবিতে টিকেছিলো,তাদের জান কবজ হয়ে যাবে। তারপর,গোটা বিশ্বে তিল পরিমান, ঈমান ও আর থাকবে না।
(হাদিছে উল্লেখ্য আছে,,, শীতল হাওয়া দ্বাড়া মুমিনদের রুহ কবজ,, কিয়ামতের অতি নিকটবর্তি আলামত)
তারপরে পরে রবে শুধু ইমানহাড়া বেইমান,নিকৃষ্ট হতভাগা জাতী।

#প্যারাঃ (৯৬)
★ ঈমান ছাড়া পৃথিবি বাসি,
হইবে পশুর অধম।
নিকৃষ্টতারর চুড়ায় পৌছাবে,
করিবে সকল সীমালঙঘন।
**ব্যাখ্যাঃ লেখক বলেছেন,, যখন কোন মুমিন ব্যাক্তি থাকবেনা,, তখন বাকি নরকিট রা,, এতটা অশ্লিলতায় ডুবে যাবে, এমন নিকৃষ্ট কাজ করবে, যা ইতপুর্বে কোন জাতিই করেনি। তারা সকল সীমা ছাড়িয়ে যাবে।

Scanned by CamScanner

#প্যারাঃ(৯৭)
★ বছর শেষেই পশ্চিম দিকে হইবে সূর্যোদয়।
তাওবাহর দরজা হইবে বন্ধ,
আসিবে কিয়ামতের মহালয়।
**ব্যাখ্যাঃ লেখক (আস-শাহরান) বলেছেন,,, ২১২০ সালে শীতল হাওয়া আসার ১ বছর শেষে বা ১ বছর শেষ হবার পর যে কোন সময়,,যে কোন মুহূর্তে,, পশ্চিম আকাশ থেকে সূর্য উদয় হবে। আর আমরা জানি, পশ্চিমে সুর্য উদয় যে দিন হবে,,, তখন থেকেই তাওবাহর দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। আর ঐ দিনটিই হবে, শেষ দিন। কিয়ামতের দিন।

#প্যারাঃ (৯৮)
★চলে আসিবে সেই মহা কিয়ামত,
বেশি দূরে নয় আর।
পৃথিবী বাসীকে এই কবিতায়,
করিলাম হুসিয়ার।

**ব্যাখ্যাঃ লেখক,,, সতর্ককারি সরুপ সতর্ক করে বলেছেন যে,, কিয়ামত বেশি দূরে নয়। খুব দ্রুতই চলে আসবে। অতএব,,, সময় থাকতেই সাবধান হও!

#প্যারাঃ (৯৯)
★ গায়েবী মদদে পাইলাম কথন,
দুই সহস্র দশ আট সালে।
অদ্ভুদ এই "আগামী কথন"
ফলে যাবে কালে কালে।

**ব্যাখ্যাঃ লেখক আস-শাহরান বলেছেন "" এই কবিতার জ্ঞান সে গায়েবী মদদে দুই হাজার আঠারো সালে লাভ করেছে।

Scanned by CamScanner

আর তিনি বলেছেন,,, অদ্ভুদ ভাবে ,, সবাই দেখতে পাবে,,, কালে কালে এই আগামী কথন ঠিকই ফলে যাবে।

#প্যারাঃ (১০০)
★ রহস্যময় এই পূথীগাথা--
খোদায়ী মদদে পাওয়া রতন।
শেষ করিলাম, আমি এক্ষনে-
পৃথিবির ♥আগামী কথন♥
**ব্যাখ্যাঃ লেখক (আস-শাহরান) বলেছেন,,আগামী কথন একটি রহস্যময় পূথিগাথা। যা তিনি, খোদায়ী মদদে পেয়েছেন,,অর্থাৎ,, আল্লাহ নিজেই তাকে দান করেছেন। আর এই *আগামী কথন* লেখকের কাছে অমুল্য রতন।। এই বলে তিনি তার আগামী কথনের সমাপ্তি ঘোষনা করেছেন।
{ ইংশা আল্লাহ তা বাস্তবায়ন হবে}
((আল্লাহ আলিম))

হাদিস দ্বারা প্রমানিত ইমাম মাহদী ও ঈশা (আঃ) একই সময়ে আসবেন নাঃ-

আমাদের বর্তমান সমাজে প্রায় ৯৫% মানুষ (এখানে বড় বড় আলেমরাও এবং সাধারণ মানুষরাও) বিশ্বাস করেন বা মনে করেন যে "ইমাম মাহাদী"র সময়ে হযরত ঈশা (আ.) আকাশ থেকে অবতরন করবেন। আসলে তাদের এই ধারণাটি যে সম্পণূই ভুল তা হাদিস পরলে বা দেখলে বুঝা যায়।
আর তারা মনে করেন যে গাজওয়াতুলহিন্দ যুদ্ধ টাও ইমাম মাহদি এবং ঈশা (আ) এর সময়েই হবে। তারপর তার সময়েই দাজ্জাল আত্নপ্রকাশ করবে, এবং সর্বশেষ হযরত ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে অবতরণ করে ইমাম মাহদীর পিছনে নামাজ পরবেন এবং দাজ্জাল কে হত্যা করবেন। অর্থাৎ ইমাম মাহদীর শাসন কাল ৭ বছরের মধ্যেই সব কিছু হয়ে যাবে।

Scanned by CamScanner

তারপর ঈসা (আঃ) ৪০ বছর রাজত্ব করবেন, তারপর সকল ইমানদার মুসলমানগন একযোগে মৃত্যু বরণ করবেন। অর্থাৎ আগামী ৪৯ বছরের মধ্যে সব কিছু ঘটে যাবে। কিন্তু আসলেই কি তাদের ধারণা মত এরকম হবে? নাকি ইমাম মাহদী ও ঈসা (আঃ) আলাদা দুটি যুগে আসবেন???
★কেন তারা এরকম ধারণা করছেন???

** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "সেদিন কেমন হবে, যখন মরিয়মের পুত্র হযরত ঈসা (আঃ) তোমাদের মাঝে অবতরণ করে তোমাদেরই একজনের পিছনে আচরের নামাজ আদায় করবেন"? (সহিহ বুখারী)
★উল্লেখ এই হাদিসে কোথাও ইমাম মাহদীর কথা উল্লেখ করা হয়নি, বরং এখানে স্পষ্ট করে "তোমাদের ইমামের " কথা বলা হয়েছে।
** হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "আমার উম্মতের একদল মুজাহিদ কিয়ামত পর্যন্ত শত্রুর উপর বিজয়ী থাকবে। একপর্যায়ে আকাশ থেকে ঈসা ইবনে মারিয়ম (আঃ) অবতরণ করলে মুসলমানদের সেনাপতি বলবে- আসুন, নামাজের ইমামতি করুন! তখন ঈসা (আঃ) বলবেন - না, বরং তোমাদের একজন অপরজনের নেতা (অর্থাৎ তুমি ইমামতি কর)। এটি এই উম্মতের জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে একটি বিরাট সম্মানের"। (সহিহ মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ)
★এই হাদিসেও ইমাম মাহদীর কথা বলা হয়নি, বরং বলা হয়েছে, "তোমাদের একজন অন্যজনের আমীর"।
** হযরত আবু সাঈদ খুদুরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "ঈসা ইবনে মারিয়ম (আঃ) যার পিছনে নামাজ পরবেন, তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই একজন"।
(হাদিসের মানঃ সহিহ, "কিতাব আল মাহদী" লেখকঃ হাফিজ আবু নাঈম রহঃ "ফাইয়াদ আল কাদির" লেখকঃ আল মানাওয়ী)

Scanned by CamScanner

★এই হাদিসেও কোথাও ইমাম মাহদীর কথা উল্লেখ করা হয়নি, বরং এখানেও "তোমাদের একজনের" কথা বলা হয়েছে।

** হযরত উসমান ইবনে আবুল আস (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)কে বলতে শুনেছি, "হযরত ঈসা (আ.) আচরের নামাযের সময় অবতরণ করবেন। তখন 'মুসলমানদের আমীর' তাঁর নিকট আবেদন জানাবেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি নামাজের ইমামতি করুন । তিনি বলবেন, এ উম্মত একে অন্যের উপর আমীর (অর্থাৎ তোমাদের জন্যই নামাজের ইকামত দেওয়া হয়েছে, তাই তোমরাই নামাজ পরাও) তখন আমীর অগ্রসর হয়ে নামায পড়াবেন।"

(মুসনাদে আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা/ দুররে মানসুর, ২য় খণ্ড, ২৪৩ পৃষ্ঠা/ মুসতাদরাকে হাকিম, ৪র্থ খণ্ড, ৪৭৮ পৃষ্ঠা)

★এই হাদিসেও ইমাম মাহদীর কথা কোথাও বলা নেই, বরং বলা হয়েছে "মুসলমানদের আমিরের" কথা। তাই বেশিরভাগ আবেগী মুসলমান মনে করেছেন, এসকল হাদিস গুলোতে মুসলমানদের ইমাম বলতে, ইমাম মাহদীর কথা বলা হয়েছে। যদিও এই ধারণাটি একদমই ঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর এমন কোন সহিহ, হাসান ও জয়িফ হাদিসে ও সরাসরি বলা হয়নি যে, হযরত ঈসা (আঃ) ও মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল মাহদী একই সময়ে আত্নপ্রকাশ করবেন। বরং অসংখ্য হাদিস রয়েছে, যে হাদিস গুলো নিয়ে গবেষণা করলে বুঝা যায়, হযরত ঈসা আঃ ও ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের মধ্যে রয়েছে বিশাল একটা সময়ের ব্যবধান।

ইমাম মাহদী ও হযরত ঈসা (আঃ) একই সময়ে আবির্ভাব হবেনা, তার প্রমাণ সমূহ -

---

(১) হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাঃ)থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না কাহ্তান গোত্র থেকে এমন এক লোক বের হবে, যে মানুষকে লাঠি দিয়ে তাড়িয়ে দেবে"।

Scanned by CamScanner

(সহিহ বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী- ৬৬১৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬৬৩২)
যদি ইমাম মাহদী ও ঈসা (আঃ) একই সময়ে আত্নপ্রকাশ হয়, তাহলে তিনি কখন খলিফা হবেন? এই কাহতানী খলিফা সম্পর্কে আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে কিতাবুল ফিতানের এই হাদিসটিতে।
** হযরত আরতাত (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মাহদির মৃত্যুবরণ করার পর কাহতানগোত্রের উভয় কান ছিদ্রবিশিষ্ট একজন লোক শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করবে। তার চরিত্র হবে হুবহু মাহদির মত। তিনি দীর্ঘ ২০ বৎসর পর্যন্ত শাসক হিসেবে থাকার পর, তাকে অস্ত্রের হত্যা করা হবে। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বংশধর থেকে জনৈক লোকের আত্মপ্রকাশ হবে। যিনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী হবেন। তার হাতে কায়সার সম্রাটের শহর(ইউরোপ) বিজয় হবে। তিনিই হবেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর উম্মতের মধ্যে সর্বশেষ খলীফা বা বাদশাহ। তার যুগে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং সায়্যিদুনা হযরত ঈসা (আঃ) আসমান থেকে অবতরণ করবেন।
[আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১২৩৪]
(২) হযরত জাফর সাদিক (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "কিভাবে আমার উম্মত ধ্বংস হয়ে যাবে? যখন এই উম্মতের শুরুতে আমি মুহাম্মদ (সাঃ) আছি, মধ্যখানে মাহদী রয়েছে, আর এই উম্মতের শেষে হযরত ঈসা ইবনে মারিয়ম (আঃ) রয়েছেন?।
(মিশকাত, হাকেম,কানজুল উম্মাল, রাজেন, তারিখে দিমাশক, তারিখ উল খিলাফাহ)
(৩) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আমার উম্মত ধ্বংস হয়ে যাবে না, কারণ (এই উম্মতকে পরিচালনা করার জন্য) শুরুতে আমি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও শেষে রয়েছেন মরিয়মের পুত্র হযরত ঈসা (আঃ)। আর আমাদের দুইজনের মধ্যখানে রয়েছেন ইমাম মাহদী ।
(এই হাদিসটি হাফেজ আবু নাঈম ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহঃ এর "মুসনাদে আহমাদ" গ্রন্থে সংগ্রহ করেছেন, এছাড়াও নুয়াইম বিন

Scanned by CamScanner

হাম্মাদের "আল ফিতান" এবং জালাল উদ্দিন সুয়ুতীর "আল আরিফুল আরদি ফি আখবার আল মাহদী"বইতেও রয়েছে)

(৪) হযরত জাবের বিন সামুরা (রাঃ) হতে বর্নিত, তিনি বলেন, রাসুল (সাঃ) কে আমি বলতে শুনেছি যে, এই দ্বীন (ধর্ম) প্রতিষ্ঠিত থাকবে ততদিন পর্যন্ত, যতদিন না তোমাদের মাঝে ১২ জন খলিফাহ না আসে। তারা সবাই তাদের প্রত্যেক উম্মতকে নিজের নিকট একত্রিত করবে। সাহাবী বলেন, তারপর রাসুল (সাঃ) একটি কথা বললেন, তা আমি বুঝতে পারিনাই। আমি আমার পিতাকে প্রশ্ন করলাম রাসুল (সাঃ) কি বলেছেন? পিতা বললেন, তিনি বললেন, খলিফাহ সকলেই কুরাইশদের মধ্য থেকেই হবে।

(সহিহ মুসলিম, আবু দাউদ - ৪৯৭৯)

"উক্ত ১২ জন খলিফা সবাই হবেন কুরাইশ বংশের এবং তারা প্রত্যেকেই খেলাফতের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবেন এবং মুসলিমদেরকে ঐক্যবদ্ধ করবেন।শিয়া সম্প্রদায়ের মতে, ১২ জন খলিফাই হলেন আহলে বাইত তথা, হযরত আলী (রাঃ) এর বংশধর থেকে, এবং এই মতটি হল বাড়াবাড়ি ও ভূল। যদিও হাদিসে কুরাইশদের কথা বলা হয়েছে, আহলে বাইতের কথা বলা হয়নি"। (তাফসীর ইবনে কাসীর)

তবে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আর মতে, এখন পর্যন্ত ৪/৫ জন খলিফা হয়েছেন, অর্থাৎ১২ জন খলিফার এখনো আত্নপ্রকাশ হয়নি। যেমনঃ

১, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)

২, হযরত উমর ফারুক (রাঃ)

৩, হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ)

৪, হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ)

৫, হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রাঃ)

তার মানে, ইমাম মাহদীর মৃত্যুর পরেও অনেক কুরাইশ বংশের খলিফা হবেন। কিন্তু কারা হবে তা নিচে আলোচনা করা হবে।

(৫) হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "আমার (মৃত্যুর) পর আসবে খিলাফত, তার পর আসবে রাজতন্ত্র, তারপর অত্যাচারী রাজার শাসন,

Scanned by CamScanner

তার পর আবার অত্যাচারী রাজার শাসন। তারপর আরেক অত্যাচারী ব্যাক্তির পর আমার বংশধর(ইমাম মাহদী) থেকে একজন আসবে। যিনি পৃথিবীকে ন্যায় বিচার দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিবেন। তার পর আসবে কাহতানী। এটা এরকম সত্য, যেমনি ভাবে আল্লাহ আমাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, এর ব্যতিক্রম কখনো হবেনা"।
(কানজুল উম্মাল, হাদিস নং - ৩৮৭০৪, নুয়াইম বিন হাম্মাদের রচিত "কিতাবুল ফিতানে" হাদিসটি আব্দুর রহমান বিন কায়েস বিন জাবের আল সাদাফী থেকে বর্ণিত হয়েছে)
(৬) উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, মাহদী সাত বছর রাজত্ব করে মারা যাবে, মুসলমানরা তার জানাজার নামাজ আদায় করবে "। (শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক অংশটুকু উল্লেখ করা হয়েছে)
(আবু দাউদ)
যদি ইমাম মাহদী ও ঈসা (আঃ) একই সময়ে আবির্ভাব হতো, তাহলে ঈসা (আঃ) ই মাহদীর মৃত্যুর পর জানাজা নামাজ পড়াতেন, কারণ ঈসা (আঃ) থেকে যোগ্য ইমাম পৃথিবীতে কেউ থাকত না। এখানে স্পষ্ট করে বলা আছে, মাহদীর জানাজার নামাজ মুসলমানরাই আদায় করবেন, ঈসা (আঃ) নয়।
(৭) অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, "মাহদীর মৃত্যুর পর কোন কল্যাণ থাকবে না"
(শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক অংশটুকু উল্লেখ করা হয়েছে)
(মুসনাদে আহমাদ, হাদিসটি ড. আরেফী রচিত "মহা প্রলয়" বইতেও রয়েছে)
মাহদীর মৃত্যুর পর পুনরায় বিশৃঙ্খলা, যুদ্ধ বিগ্রহ শুরু হবে এবং রক্তপাত ছড়িয়ে পরবে যার কারণে হাদিসে বলা হয়েছে, কোন কল্যাণ থাকবে না।
(৮) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "দিন-রাত্রি ততক্ষণ পর্যন্ত শেষ হবে না, যতক্ষণ না জাহজাহ নামক একজন কৃতদাস রাজত্বের মালিক না হয়"।

Scanned by CamScanner

(সহিহ মুসলিম, হাদিস নং - ৭২০১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশনী - ৭০৪৫, ইসলামিক সেন্টার প্রকাশনী-৭১০১)
এই ক্রীতদাস খলিফার ব্যাপারে কিতাবুল ফিতানে একটি হাদীস রয়েছে। তিনি ইমাম মাহদীর মৃত্যুর পর আহলে বাইতের দুজন খলিফা হবেন, তারপর মুজারী বংশ থেকে কয়েকজন খলিফা হবেন, ঐ সময় তিনি খলিফা হবেন।
** হযরত কা'বে আহবার (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন মানুষের মাঝে হত্যা ইত্যাদি বৃদ্ধি পাবে তখন লোকজন বলবে এ যুদ্ধ মূলতঃ কুরাইশদের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং কুরাইশদেরকে হত্যা করলে তোমরা শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। একথা শুনার পর সকলে মিলে কুরাইশদেরকে এমন ভাবে হত্যা করবে, তাদের একজনও বাকি থাকবেনা। কিন্তু এরপর মানুষ নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হবে, যেমন জাহেলী যুগে লিপ্ত ছিল এবং গোলামদের (ক্রীতদাস থেকে) একজন মানুষের শাসন ক্ষমতা (খিলাফত) গ্রহণ করবে।
[আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১১৫২]
(৯) হযরত আবু বাহিলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "দাজ্জালের আবির্ভাবের পূর্বে তিনটি বছর অনেক কষ্টকর হবে। এ সময় লোকজন দুর্ভিক্ষে পতিত হবে। আল্লাহ তায়ালা প্রথম বছর আকাশ কে নির্দেশ দিবেন এক তৃতীয়াংশ বৃষ্টি আটকে রাখার জন্য এবং জমিন কে নির্দেশ দিবেন এক তৃতীয়াংশ ফসল আটকে রাখার জন্য। দ্বিতীয় বছর আল্লাহ তায়ালা আকাশ কে নির্দেশ দিবেন দুই তৃতীয়াংশ বৃষ্টি আটকে রাখার জন্য এবং জমিন কে নির্দেশ দিবেন দুই তৃতীয়াংশ ফসল আটকে রাখার জন্য। তারপর তৃতীয় বছর আল্লাহ তায়ালা আকাশ কে নির্দেশ দিবেন সম্পূর্ণ বৃষ্টিপাত আটকে রাখার জন্য এবং জমিন কে নির্দেশ দিবেন সম্পূর্ণ ফসল আটকে রাখার জন্য। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল, তাহলে তখন মানুষ কিভাবে বেঁচে থাকবে? তিনি বললেন, তাহলিল (আল্লাহর একত্ববাদ ঘোষণা), তাকবির(আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা),

Scanned by CamScanner

তাহমিদের (আল্লাহর প্রশংসার) মাধ্যমে। এগুলোই মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন পূরন করবে"।
(সুনানে আহমদ)
** হযরত আবু সাইদ খুদুরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "আখেরি জমানায় আমার উম্মতের মাঝে মাহদীর আবির্ভাব হবে। আল্লাহ তায়ালা তার উপর কল্যাণের বারিধারা বর্ষন করবেন। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে সকল গচ্ছিত সম্পদ উত্তোলন করা হবে। তিনি ধন সম্পদের সুসম বন্টন নিশ্চিত করবেন। গবাদি পশু বৃদ্ধি পাবে এবং মুসলিমরা তাদের হারানো গৌরব ফিরে পাবে"।
(মুস্তাদরাকে হাকেম, সনদ সহিহ)
এখানেও দুটি হাদীসে দুই রকম কথা বলা হয়েছে, কারণ দুটি হাদীস আলাদা দুটি যুগের জন্য প্রযোজ্য। যদি ইমাম মাহদী ও ঈসা (আঃ) একই সময়ে আত্নপ্রকাশ হয়, তাহলে এই দুটি হাদীস কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন? এই দুটি হাদীস থেকেও বুঝা যায়, ইমাম মাহদী ও ঈসা (আঃ) একই সময়ে আত্নপ্রকাশ হবে না।
উপরে বর্ণিত বেশ কয়েকটি সহিহ হাদিস বণর্না করা হয়েছে। আরো অনেক হাদিস আছে যে ইমাম মাহদি এবং ঈশা (আ.) একই সময়ে আর্বিরভাব হবে না। পরবর্তীতে পোস্ট করা হবে ইনশাআল্লাহ। এখন এগুলো হাদিস দেখার পর বা পড়ার পরও যদি আমাদের এই সমাজ, (বড় বড় মওলানা বা হুজুর বা সাধারণ মানুষ) ভাবে যে ইমাম মাহদি এবং ঈশা (আ.) একই সময়ে আসবেন তাহলে বলা যায় সেটা তাদের নিহায়াত গুরামি ছাড়া আর কিছু না।

Scanned by CamScanner

ইমাম মাহদীর পুর্বেই আসছেন,
♦ইমাম মাহমুদ♦

----------*হাদিছ দ্বাড়া প্রমানিত

আছছালামু আলাইকুম।

বন্ধুরা, একটি চিন্তা আমার মাথাতে ঘুড়পাক খাচ্ছে।

যদি আপনারা কেউ তার সমাধান দিতেন তবে উপকৃত হতাম।

♦ ইমাম মাহদির পুর্বে ^^ ইমাম মাহমুদ^^ এর প্রকাশ ঘটিবে।

হাদিছঃ

চলুন একটি সুত্র মেলানো যাকঃ

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্নিত,

রছুল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ এ উম্মাতের সাহায্যার্থে প্রতি শতাব্দিতে এমন একজন, ব্যক্তিকে, পাঠাবেন (মুজাদ্দিদ) ---যে দ্বীনের তাজদিদ/সংস্কার সাধন করবে!

(আবু দাউদ শরিফ, অধ্যায়ঃ যুদ্ধ-বিগ্রহ, শতাব্দির বর্ননার ১ নং হাদিছ)

*** হাদিছেরর সুত্র বলেঃ

(১)যখনি ইসলামের কোন কিছুর ক্ষতি হবে, তার ১০০ বছরের মাথায় একজন আল্লাহ প্রদত্ব ব্যক্তির আগমন ঘটবে।

(২) সেই ব্যক্তিকে মুজাদ্দিদ বা ধর্ম সংস্কারক বলা চলে।

(৩) সে ১০০ বছরের মাথায় দ্বীনের সংসোধন করবেন, ত্রুটিমুক্ত করবেন।

(যেমনঃ যখন জেরুজালেম ক্রুসেডারদের দখলে চলে গিয়েছিলো, তার ১০০ বছরের মাথায়, গাজি সালাহউদ্দিন (র) জেরুজালেম কে উদ্ধার করেছিলেন।)

♣

Scanned by CamScanner

আমাদের নিকটবর্তি সময়ে ১৯২৪ সালে উসমানী খেলাফত ধ্বংশ হয়েছিলো।
তাহলে হাদিছের সুত্রানুসারে ১০০ বছরের মাথায় অর্থাৎ,
২০২৪ সালে কেউ একজন আল্লাহ প্রদত্ব ব্যক্তির আগমন ঘটিবে।

এখন, অনেকেই বলছেন,এবারের ১০০ বছরের মাথায় ইমাম মাহদীর আগমন ঘটবে।
কিন্তু, অন্য একটি হাদিছে বর্নিত আছে,
হযরত আবু কুবাইল (রাঃ) বলেন,
খেলাফত ধ্বংশের ১০৪ বছরের মাথায়, ইমাম মাহদীর উপর মানুষ ভির করবে।
ইবনে লাহইয়া বলেন,উক্ত খিলাফতটি
অন আরবিয়ো।
[আল-ফিতান, ন্যুয়াইম বীন হাম্মদ:-৯৬২]
আমরা সবাই জানি যে, একমাত্র অনারবীয় খেলাফত ই হলো তুর্কি খেলাফত।
যা১৯২৪ সালে শেষ হয়।
এর ১০৪ বছরের মাথায়,অর্থাৎ,২০২৮ সালেই তাহলে ইমাম মাহদির আগমন ঘটবে।ইংশাআল্লাহ।
????
তাহলে আবু দাউদের হাদিছটির ব্যাক্ষা কি হবে??
১০৪ বছরের মাথায় (২০২৮ সালে) মাহদী আসলে,,
প্রতি ১০০ বছরের মাথায় যে মুজাদ্দিদের আগমন হবার কথা,সে কোথায়??
♣ ইমাম মাহদী ১০০ বছরের মাথায় আসবেন না বলেই, আলাদা করে ১০৪ বছর উল্লেখ হয়েছে।
তাহলে, আবু হুরাইরা (রাঃ) এর হাদিছ অনুযায়ি ১০০ বছরের মাথায় কে আসবেন,?? (২০২৪ সালে)

Scanned by CamScanner

*******----------*********
----------**********----------
এ প্রসঙ্গেই যত কুয়াশা।
বহু প্রচেষ্টার পরে কিছু হাদিছ সংগ্রহ করতে পেরেছি।
তা হলোঃ
(১)#হযরত ফিরোজ দায়লামি (রাঃ)- থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
মোহাম্মাদ (ছাঃ) বলেছেন,,,
আখেরী জামানায়, ইমাম মাহদী র পূর্বে ইমাম মাহমুদ-এর প্রকাশ ঘটবে। সে বড় যুদ্ধের শক্তির যোগান দিবে। তার যামানায় মহাযুদ্ধের বজ্রাঘাতে বিশ্বের অধ্বঃপতন হবে,এবং বিশ্ব এই সময়ে ফিরে আসবে। সে তার সহচর বন্ধু কে সাথে নিয়ে যুদ্ধ পরিচালোনা করবে-যে বেলাল ইবনে বারাহ-এর বংশোদ্ভুত হবে।
তোমরা তাদের পেলে যানবে,ইমাম মাহদীরর প্রকাশের সময় হয়েছে।
(আসরে যুহরি,১৮৭ পৃঃ
তারিখে দিমাশাকঃ২৩৩ পৃঃ
ইলমে তাছাউফঃ ১৩০ পৃঃ
ইলমে রাজেনঃ ৩১৩ পৃঃ
বিহারুল আনোয়ারঃ ১১৭ পৃঃ)
উক্ত হাদিছ টি এই পাচটি গ্রন্থে উল্লেখ্য রয়েছে।
অধিকাংশ মুহাদ্দিছগন ব্যক্ত করেছেন,উক্ত হাদিছটি ছহিহ, কেউ কেউ বলেছেন,হাসান।)
এবং,(২)
#আবু বছির (রঃ) বলেন, যাফর সাদিক (রঃ) বলেছেন,
মাহদীর আগমনের পূর্বে, এমন একজন খলিফার আবির্ভাব ঘটবে, যিনি হবেন, মাতার দিক থেকে কাহতানি এবং পিতার দিক থেকে কুরাঈশী। তার নাম মাহদীর নামের সাথে কিছুটা সাদৃশ্যমান হবে এবং তার পিতার নামও কিছুটা মাহদীর পিতার নামের সাদৃশ্যমান হবে।

Scanned by CamScanner

(ইলমে তাছাউফ ঃ ১২৮ পৃঃ
তারিখে দিমাশাকঃ ২৩২ পৃঃ)
[প্রথম হাদিছটি বলছে, মাহদির আগে মাহমুদের প্রকাশ ঘটবে। আর দ্বিতিয় টি বলছে, মাহদির পুর্বে এমন একজন খলিফার প্রকাশ ঘটবে যার নাম মাহদির নামের কিছুটা সাদৃশ্য হবে।
যেহেতু, মাহদির নাম হবে ----
*(মুহাম্মাদ। = চিরো প্রশংসিত।)
তার সাদৃশ্য হলো (মাহমুদ = চিরো প্রশংসিত।)
তাহলে হাদিছ থেকে পাওয়া গেলো, মাহদির পুর্বে মাহমুদের আত্মপ্রকাশ ঘটিবে।
২য় হাদিছ বলছে, ইমাম মাহমুদ মায়ের দিক থেকে কাহতানি হবেন। অর্থাৎ, কাহতান গোত্রের হবেন।
#হাদিছ বলে কাহতান গোত্র থেকে ২ জন লাঠি ওয়ালার প্রকাশ ঘটবে।
(১) একজন, যে মানুষদের কে লাঠি দ্বরা পরিচালোনা করবে।
(২) দুই কান ছিদ্র বিশিষ্ট, বড় কপাল বিশিষ্ট, যার চরিত্র প্রায়ই মাহদীর মত হবে। সে ২০ বছর শাষন করবে।
***আপনাদের অনেকের আইডিতেই,
আগামী কথন " নামের ক্বাসিদাহঃ এর মতই একটি, পুথিমালা দেখেছি।
সেখানে, লেখক লিখেছেনঃ
ইমাম মাহমুদের হাতেও বিষেস লাঠি থাকবে।
আর তার সাথে তার সহচর বন্ধুও থাকবে।
(প্যারাঃ ৩৮)
(তাহলে ইমাম মাহমুদ ই হবেন,কাহতানির ১ম লাঠি ওয়ালা।।।।। যে কিনা মাহদির পুর্বে আসবেন।
এবং
অন্য যায়গায় বলেছেন,
কাহতান গোত্রের কান ছিদ্র,বড় কপাল বিশিষ্ট, মুনসুর নামের আরেক জন, খলিফা মাহদির পর,২০ বছর খেলাফতে থাকবেন।

Scanned by CamScanner

যা কিতাবুল ফিতানের হাদিছের সাথে মিল রয়েছে।)
(আল্লাহই ভালো জানেন)

উপরক্ত হাদিছ বলছে,
ইমাম মাহদির পুর্বেই** ইমাম মাহমুদ ** এবং তার সহচর বন্ধুর প্রকাশ ঘটবে।
#$$$$$$$$$$$$$$$$$#
এ প্রসঙ্গে কিছুদিন আগে আমি,,,,
★ আগামী কথন★ নামক একটি পুথি মালা পড়েছিলাম।
সেখানে লেখক, আস্-শাহরান বলেছেন,২০২৩ সালে ফুরাত নদির স্বর্নের পাহাড় প্রকাশ পাবার পরপরই (হয়তো ২০২৪) এবং তৃতিয় বিশ্বযুদ্ধের (২০২৫) এর আগে, ইমাম মাহমুদ ও তার সহচর বন্ধু সাহেবে কিরানের প্রকাশ ঘটিবে। তারাই গাজোয়াতুল হিন্দের প্রধান দুই সেনাপতি হবেন।
ক্বাসিদাহ পুথিমালা টিও পড়েছিলাম। সেখানে শাহ নেয়ামতউল্লাহ (র) বলেছেন,
সাহেবে কিরান,,,+,, হাবিবুল্লাহ,,,
হাতে নিয়ে সমসের।
খোদায়ী মদদে ঝাপিয়ে পড়িবেন,
ময়দানে যুদ্ধের।
(ক্বাসিদাহ। প্যারাঃ৪৪)
০ অর্থাৎ, লেখক বলেছেন,
গাজওয়াতুল হিন্দের নেতা হবেন, হাবিবুল্লাহ এবং সাহেবে কিরান।
এবং ** আগামী কথনে লেখক বলেছেন যে, ইমাম মাহমুদের উপাধী ই হলো *হাবিবুল্লাহ।*
এবং তার সহচর বন্ধুর উপাধীই হলো *সাহেবে কিরান।*
তারাই গাজোয়াতুল হিন্দের নেতৃত্ব দিবেন এবং ৩য় বিশ্বযুদ্ধের সুচনা করবেন।

Scanned by CamScanner

আর তৃতিয় বিশ্বযুদ্ধেই ২০২৫ সালে আধুনিকতা বিনষ্ট হয়ে যাবে।
তার ৩ বছরের মাথায় ২০২৮ সালেই ইমাম মাহদী প্রকাশ পাবেন।
****

আর হাদিছও বলছে,
মাহমুদের জামানায় বড় যুদ্ধ সংঘটিত হবে(গাজোয়াতুল হিন্দ ও ৩য় বিশ্বযুদ্ধ)...
০বজ্রাঘাতে(পারমানবিক অস্রের কারনে) বিশ্ব বিধ্বঃস্ত হবে।
০ তারপর বিশ্ব সেই যুগে ফিরে যাবে। (নবীজি (ছাঃ)-- এর যুগের মত হয়ে যাবে। আধুনিকতা বিহিন।
তাহলে বোঝাগেলো,,খেলাফত হাড়ানোর ১০০ বছরের মাথায় (২০২৪ সালে)
ইমাম মাহমুদ প্রকাশ পাবেন
এবং খেলাফত হাড়ানোর ১০৪ বছরের মাথায় (২০২৮ সালে) ইমাম মাহদী প্রকাশ পাবেন।ইংশাআল্লাহ!
(হাদিছ দ্বাড়া প্রমানিত)

---

* * তাহলে আপনাদের কি মত এ বিষয়ে??
আমার তো সত্যই মনে হচ্ছে। তাই আবেগাপ্লুত হয়ে,
নিজের আইডির নামটাও রেখেছি,
♥ইমাম মাহমুদের সৈনিক।♥
আল্লাহ আমাকে কবুল করুক।

----------+---+++----------
----------+-+++*----------

** বন্ধুরা এই সুত্রের ফায়সালা তে কোন ভুল থাকলে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন এবং পরবর্তিতে সংসোধনের জন্য অবগত করবেন***
আর আপনাদের মতামত আশা করছি।
মতামত এবং যুক্তি দিলে উপকৃত হই।

Scanned by CamScanner

♦♦দুয়ারে দাড়িয়ে ♦♦ ♦♦ দ্বিতীয় কারবালা♦♦

পর্বঃ ((১))

ভবিৎষ্যতদ্বানি ও বর্তমান পেক্ষাপট ও বিশ্লেষনঃ

##ক্বাসিদাহ এবং আগামী কথনে বর্নিত হয়েছে,
কাশ্মির পাকিস্থানের দখলে যাবার ২ বছরের মধ্যেই, হিন্দুস্থান তার পাশের একটি দেশ কে দখল করে নিয়ে উক্ত দেশটির ৭কোটি ৫০ লক্ষ (প্রায়) মানুষ কে হত্যা করবে। ঘটাবে দ্বিতীয় কারবালা★(বর্তমান পেক্ষাপটও তাই বলে)
** **********

তখন আমাদের মুসলিমদের জন্য করনিয় ও বর্জনীয় কি কি তা নিয়েই আমার , ১০টি গুরুত্বপুর্ন প্রশ্নত্তর সহ ২পর্বের ধারাবাহিক আয়োজন
♣♣দুয়ারে দাড়িয়ে দ্বিতীয় কারবালা♣♣
যদি ক্বাসিদাহ এবং আগামী কথন-এর ভবিৎষ্যত বানি সঠিক হয়,তাহলে বাঙ্গালী মুসলিম সহ গোটা মুসলিম জাতির জন্য যা করনিয়----
*

★প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্য---

() ♥মহান আল্লাহ বলেনঃ
""যদি তোমরা বেধর্মিদের সাথে কোন বন্ধুত্ব রাখো,তাহলে আমি আল্লাহ তোমাদের সাথে কোন সম্পর্কই রাখবোনা।

()♥ রছুল (ছাঃ) বলেছেন,
"যখন তোমরা প্রকৃত দ্বিন থেকে সরে যাবে-তখনই তোমাদের উপর বিদেশি শত্রু চাপিয়ে দেওয়া হবে।
(আল-হাদিছ)
*****-**********

এখন প্রশ্নত্তরের পালা, এখান থেকেই সব সমস্যার সমাধান আসতে পারে ইংসা আল্লাহঃ

(১)♦কিভাবে ""দ্বিতীয় কারবালা""সূচনা হবে?

Scanned by CamScanner

♦উত্তরঃ ক্বাসিদাহ এবং আগামী কথন--এর ভাষ্যমতে """"
হিন্দুস্থানেরর কাশ্মীর, পাকিস্থানের মুমিনদের দখলে চলে যাবে।
অতঃপর, তার দুই বছরের মধ্যে যেকোন সময়, হিন্দুস্থান তার পার্শবর্তি কোন এক মুসলিম ভুখন্ড দখল করবে।
তখন ঐ দেশটিতে হিন্দুস্থানের সৈন্যগন তাদের সরকারের আদেশে উক্ত দেশটিতে নির্বিচারে মানুষ হত্যা করতে থাকবে। এমন ভাবে ধর্ষন আর হত্যাযজ্ঞ চালাতে থাকবে যে, মনে হবে""""" ঐতিহাসিক কারবালা★ কাহিনি""র পূর্নাবৃতি হচ্ছে। যাকে বলা চলে
♦""দ্বিতীয় কারবালা""♦
**********★**********

(২) ♦কোন দেশে সেই দ্বিতীয় কারবালা " সংঘটিত হবে??

কোন দেশটিকে হিন্দুস্থানিরা দখল করে কারবালা কাহিনি করবে?
♦উত্তরঃ সেই দেশটির নাম সম্মন্ধে তেমন সুস্পষ্টভাবে কোন কিছু উল্লেখ করা নেই পূথীমালা দুইটিতে। তবে স্পষ্ট ভাবে না থাকলেও অস্পস্ট ভাবে অনেক তথ্য রয়েছে,যা থেকে আমরা ধারনা নিতে পাড়ি সেটা কোন দেশ।
★মুসলিম নেতা অথচ বন্ধু
কাফেরের তলে তলে।
মদদ করিবে অরি কে সে
এক পাপ চুক্তির ছলে।
★প্রথম হরফে থাকিবে "শীন" এর অবস্থান।
শেষের হরফেতে থাকিবে
"নুন" বিরাজমান।
(ক্বাসিদাহ)
এবং আগামী কথনে রয়েছে---
★পঞ্চ হরফ শীন"-এ শুরু-
নুন"-এ ক্ষতম নাম।
মিত্র দলের আশ্রয়েতে নেতা হইবে অপমান।

Scanned by CamScanner

★সময় থাকতে হওরে যোট,
সবুজ ভুমির যুবকগন।
অচিরেই দেখবে,চোখের সামনে
হত্যা হবে কত প্রিয় জন।
(আগামী কথন)
****
****
তাহলে, বোঝা গেলো, যেই দেশটিতে কারবালা হবে সেই দেশের নেতা/সরকারের নাম হবে ৫ হরফেতে।
১ম হরফ হবে "শীন"= শ "
এবং শেষের হরফ হবে নুন="ন"।
*ঐ নেতার সাথে কাফেরদের মিত্রতা বা বন্ধুত্ব থাকবে।
*অথচ ঐ নেতা একজন নামধারি মুসলিম হবে।
*ঐ নেতার দেশটি হিন্দুস্থানের পার্শবর্তি কোন দেশ হবে।
*ঐ দেশটিকে" সবুজ ভুখন্ড " বলা হয়েছে।
#তাহলে আপনারাই বলুন সেই দেশটি কোন দেশ হতে পারে? কোন দেশে সেই মহা প্রলয় ঘনিয়ে আসতে চলেছে? উপরের সমস্ত আলামত কোন দেশের
সাথে মিলে যাচ্ছে?
হ্যা বন্ধুরা ঠিকই ধরেছেন।
★সেই দেশটি অন্য কোন দেশ নয়,আমার আপনার প্রিয় মাতৃভূমি ""বাংলাদেশ""...
**********★**********

**(৩) •কি??? সেটা আমাদের দেশ?? কখন এই কারবালা সুরু হবে? যখন "দ্বিতীয় কারবালা "র সূচনা হবে তখন আমরা কি করবো?? দেশ ছেড়ে চলে যাবো? নাকি মালাউন দের নিকট আত্মসমর্পন করবো?
অথবা কি করবো???**

Scanned by CamScanner

♦উত্তরঃ হ্যা এটা এই বাংলাদেশ। আর পুথিমালায় প্রকাশ করা হয়েছে, ২০২৩ সালের ফুরাত নদি থেকে স্বর্নের পাহাড় প্রকাশের পর, এই ♦ দ্বিতীয় কারবালা♦ঘটবে।
তাহলে বোঝা গেলো ♠২০২৪ সালে♠দ্বিতীয় কারবালা★ সংঘটিত হবে। আমরা তখন এই দেশ ছেড়ে পালাবো না। আর মালাউনদের নিকট আত্মসমর্পনো করবো না।
কারন,আমরা আল্লাহকে ভয় করি , মৃত্যু ককে ভয় করি।
কারন, একমাত্র আল্লাহর নিকটই আত্মসমর্পন করতে হবে,। আর বিপদ দেখে দৌড়ে পালানো তো নিকৃষ্ট মানুষিকতার পরিচয়।
যদি আল্লাহকে ভয় করে থাকেন, তাহলে পলানোও যাবেনা, আর কাফির মুশরিকদের নিকটে আত্মসমর্পনও করা যাবেনা।
---এটা আমাদেরই পাপের শাস্তি,
যদি দ্বিতীয় কারবালা হয়, তা হবে আমাদের জন্য যন্ত্রনার,শাস্তি। যা হিন্দুস্থান সেনাবাহিনি কর্তৃক হবে। অর্থাৎ, বিদেশি শত্রুদের আমাদের উপর চাপিয়ে দিবেন আল্লাহ তায়ালা। কারন=আমরা নামধারি মুসলিম, প্রকৃত ইসলাম থেকে দুরে সরে আছি।মুসলিম হয়েও বিধর্মিদের সাথে বন্ধুত্ব রক্ষা করে যাচ্ছি।
অতএব আল্লাহ আমাদের থেকে মুখ ফিরাবেন।
**********_****★**********

(৪) ♦তাহলে বিদেশেও যাওয়া যাবেনা , পালানোও যাবেনা। তাহলে কি করবো?

দেশে বসে থেকে অকালে প্রান বিসর্জন দিবো?
♦উত্তরঃ না তা নয়, বরং, এটাই উপযুক্ত সময়, তাগুতরা ডানা মেলে আকাসে উরছে। এখন পিপিলিকার ন্যায় তাদেরও পতনের দিন চলে আসছে।
এখন আমাদের একত্রিত হতে হবে।
দ্বিতীয় কারবালা হবে, বুঝতেই পারছেন, আপনার আমার চোখের সামনে, লক্ষ-কোটি মা বোন তাদের ইজ্জত বিসর্জন দিবে। আর আমরা

Scanned by CamScanner

অসহায়ের মত
দেখবো।
মারা পরবে, কোটি কোটি নারী-পুরুষ,শিশু, বৃদ্ধরা ,। ছটফট করবে অগনিত প্রান।
বর্তমান সিরিয়া, ফিলিস্থিন, আবগানিস্থান, মায়ানমারের মুসলিম দের মত হবে এই বাঙ্গালী মুসলিমদের।
অতএব,,
সে সময় আমাদের একত্রিত হতে হবে। একজোটে আমাদের শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাটা তখন মুসলিমদের জন্য ফরজ।
অতএব, কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাটাই একমাত্র রাস্তা হবে।
**********★**********

(৫) ♦জিহাদ?? কিন্তু আমরা কিভাবে হিন্দুস্থানের ঐ বিরাট বাহিনির মোকাবিলা করবো?? আমরা তো পরাযিত হবো।

♦উত্তরঃ ভুলে যাবেন না,, আমরা মুসলিম। আর মুসলিম দের বিরুদ্ধে কাফিরের সৈন্য সামন্ত সব যুগেই অধিক মাত্রায় ছিলো এবং এরই পক্ষান্তরে,,, কাফিররা, বারবার পরাযিত হয়েছে।
ইতিহাস ভুলে গেছেন?
মনে নেই বদরের কথা? উহুদের কথা? খায়বার -খন্দকের কথা? মনে নেই, মক্কা বিজয়ের কাহিনি? মনে নেই শত শত পয়গম্বরের সাথে তৎকালিন বাতিল দলের যুদ্ধের কাহিনি??
তাহলে মুসলিম হয়ে জিহাদ করতে ভয় পান, একথা বরতে পারেন না।জিহাদ ভয়ের হতে পারেনা । তাহলে আপনি কেমন মুসলিম?
মিলাদ-কিয়াম করে বেড়ানো মুসলমান?
অন্যের দারে দারে শির্নি খেয়ে বেড়ানো মুসলমান? হালুয়া খাওয়া মুসলমান?

Scanned by CamScanner

শেষ পাতে মিষ্টি খাওয়া সুন্নাত,
তাই খেতে খেতে গলা পর্যন্ত খেয়েও আবার মিষ্টির সুন্নাত আদায় করতে চান-??
তাহলে নবির দাত ভাঙ্গা সুন্নত কে আদায় করবে??
ঐ দুর্যোগময় অবস্থায় জিহাদ কি তখন ফরজ নয়? যেমন নামাজ রোজা, ফরজ।
মনে রাখবেন,,,,,,
এই একটা দ্বায়িত্ব থেকেও মুখ ফিরালে হতে পাড়ে কাল কিয়ামতের পর,হাসরের ময়দানে আমাকে আপনাকে কঠিন ভাবে পাকরাও করা হবে।।
•• দুয়ারে দাড়িয়ে ••
•• দ্বিতীয় কারবালা••
------সত্যের সৈনিক

পর্বঃ ((২))

ভবিৎষতবানি ও বর্তমান পেক্ষাপট এবং বিশ্লেষনঃ

[১-৫ নং প্রশ্নের উত্তর জানতে ১ম পর্বটি দেখুন]

প্রশ্ন (৬) •ইতিহাসে তো যত যুদ্ধই হয়েছে, হক্কের দলে আল্লাহর কোন না কোন একজন সতর্ককারি তাদের সেনাপতি ছিলো, তাই তাদের বিজয় হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় কারবালা তে কি কোন সতর্ককারি থাকবে? মুসলিম দের সেনাপতি হবার জন্য??

#•উত্তরঃ আলহামদুলিল্লাহ হ্যা। আল্লাহুর শুকরিয়া যে, তিনি তার ২ জন মননিত বান্দা কে তখন মুসলিমদের সাহায্যের জন্য পাঠাবেন।
তারা দুইজন কতিপয় অনুসারি সহ জিহাদের ময়দানে নামবেন।
★ সাহেবে কিরান, হাবিবুল্লাহ
হাতে নিয়ে সমসের।
খোদায়ী মদদে ঝাপিয়ে পরিবেন

Scanned by CamScanner

ময়দানে যুদ্ধের।
(ক্বাসিদাহ)
★ হাবিবুল্লাহ প্রেরিত আমির,
সহচর তার সাহেবে কিরান।
কিরানের হাতে থাকিবে জিহাদের,
কুদরতি অস্র "উসমান"!
(আগামী কথন)
তাদের প্রাধান জনের নামঃ
""ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহ ""
এবং, অপর জনের নাম
""শীন হরফে শুরু (পুরো নাম প্রকাশ হয়নি)
তবে তার উপাধি হলো
""সাহেবে কিরান""
তিনি হাবিবুল্লাহর প্রিয় বন্ধু।
♥তারা দুজনই আল্লাহর পক্ষথেকে বিলায়েতের অধিকারি হবেন।
তারাই মালাউনদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষনা দিবেন।
★তাদের আগমনের সংবাদ ১৪০০ বছর আগেই রছুল (ছাঃ) প্রকাশ করেছেন।
#হযরত ফিরোজ দায়লামি (রাঃ)- থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, আখেরী জামানায়, ইমাম মাহদী র পূর্বে ইমাম মাহমুদ-এর প্রকাশ ঘটবে। সে বড় যুদ্ধের শক্তির যোগান দিবে। তার যামানায় মহাযুদ্ধের বজ্রাঘাতে বিশ্বের অধ্বঃপতন হবে,এবং বিশ্ব এই সময়ে ফিরে আসবে। সে তার সহচর বন্ধু কে সাথে নিয়ে যুদ্ধ পরিচালোনা করবে-যে বেলাল ইবনে বারাহ-এর বংশোদ্ভুত হবে।
তোমরা তাদের পেলে যানবে,ইমাম মাহদীরর প্রকাশের সময় হয়েছে।
(আসরে যুহরি,১৮৭ পৃঃ
তারিখে দিমাশাকঃ২৩৩ পৃঃ
ইলমে তাছাউফঃ ১৩০ পৃঃ

Scanned by CamScanner

ইলমে রাজেনঃ ৩১৩ পৃঃ
বিহারুল আনোয়ারঃ ১১৭ পৃঃ)
উক্ত হাদিছ টি এই পাচটি গ্রন্থে উল্লেখ্য রয়েছে।
অধিকাংশ মুহাদ্দিছগন ব্যক্ত করেছেন,উক্ত হাদিছটি ছহিহ, কেউ কেউ বলেছেন,হাসান।)
#আবু বছির (রঃ) বলেন, যাফর সাদিক (রঃ) বলেছেন,
মাহদীর আগমনের পূর্বে, এমন একজন খলিফার আবির্ভাব ঘটবে, যিনি হবেন, মাতার দিক থেকে কাহতানি এবং পিতার দিক থেকে কুরাঈশী। তার নাম মাহদীর নামের সাথে কিছুটা সাদৃশ্যমান হবে এবং তার পিতার নামও কিছুটা মাহদীর পিতার নামের সাদৃশ্যমান হবে।
(ইলমে তাছাউফ ঃ ১২৮ পৃঃ
তারিখে দিমাশাকঃ ২৩২ পৃঃ)

(৭) ♦তাহলে ঐ সময় আমাদের কি করনীয় হবে?? কোন পদক্ষেপ গ্রহন করলে সবার জন্য ভালো হবে?

#♦উত্তরঃ ঐ সময় একটাই করনীয়, আর তা হলো ""সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহ ""- এর দলে যোগ দান করা। কারন তারা আল্লাহর মননীত প্রেরিত বান্দা এবং তাদের দলই আল্লাহ্ুর দল।
অতএব,, তারাই সে সময়ের মুক্তির দূৎ। তাদের দলের বাইরে গেলে আমরা ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো। আর তাদের সাথে মিলে শত্রুর মুকাবিলা করলে,,আমরা অবস্যই সফলতা পাবো!

(৮) ♦আমরা কিভাবে সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহ কে চিনতে পারবো? কি ভাবে তাদের দলে যোগ দিবো??

#♦উত্তরঃ আমরা প্রকৃত সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহ কে কিভাবে চিনতে পারি,তা নিম্নরুপঃঃ
★ হাবিবুল্লাহ প্রেরিত আমির,
সহচর তার সাহেবে কিরান।

Scanned by CamScanner

কিরানের হাতে থাকিবে জিহাদের,
কুদরতি অস্র ""উসমান""!
এবং,,
★ হাতে লাঠি, পাশে জ্যোতি,
সাথে সহচর "শীন"!
মাহমুদ এসে এই জমিনে প্রতিষ্ঠা করিবেন দ্বীন।
(আগামী কথন)
এবং,, ক্বাসিদাহ তে বলা হয়েছে,
★ সাহেবে কিরান, হাবিবুল্লাহ,
হাতে নিয়ে সমসের।
খোদায়ী মদদে ঝাপিয়ে পরিবে,
ময়দানে যুদ্ধের।
এবং,
★ কাপিবে মেদেনি সিমান্ত,
বীর গাজিদের পদভারে।
ভারত প্রানে আগাইবে তারা,
মহা রণ হুঙ্কারে।
•অতএব, উক্ত পুথিমালাগুলো থেকে জানা গেলো, সাহেবে কিরানের হাতে এমন একটি কুদরতি অস্র থাকবে , মানে এমন কোন একটি অস্র থাকবে যার নাম হবে "উসমান"
ঐ অস্রের অনেক অলৌকিক কেরামত থাকবে।
এবং হাবিবুল্লাহর হাতে একটি লাঠি থাকবে। সেটাও অলৌকিক কেরামত সম্পুর্ন হবে এবং, পাশে জ্যোতি থাকবে ,। হয়তো বিষেস কিছু, বা জ্ঞান বা কোন শক্তিশালি বাহন।(আল্লাহু আলাম)
এবং,, তাদের দলটি ভারতের দিকে জিহাদ করতে মেদেনীপুর দিয়ে ভারতে প্রবেশ করবে।

(৯) •কোন স্থান থেকে সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহ প্রকাশ পাবেন?? তারা কোন দেশে জন্মগ্রহণ করবেন??

Scanned by CamScanner

#♦উত্তরঃ যেহুতু সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহ ""দ্বিতীয় কারবালা ""চলাকালিন সময়ে প্রকাশিত হবেন,, এবং তার প্রতিবাদে, জিহাদের জন্য সৈন্য নিয়ে ভারতপ্রানে অগ্রসর হবেন,তাহলে বোঝাই যাচ্ছে, সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহ এই ভারতীয় উপ-মহাদেশেরই কোন এক ভুখন্ডে জন্মগ্রহণ করেছেন।
কেননা, অচিরেই এদেশে দ্বিতীয় কারবালা★ হবে। আর সে সময় তাদের প্রাপ্তবয়স হতে হবে। তাই বলা যায়, তারা এখন এই ভারতীয় উপমহাদেশেই রয়েছেন।(আল্লাহ আলাম)
তবে তারা যে ভারতবর্ষে নেই,সেটা বোঝা গিয়েছে। কেননা, ক্বাসিদাহ তে শাহ নেয়ামতউল্লাহ(র) বলেছেন,
""ভারত পানে আগাইবে তাহারা, মহা রণ হুঙ্কারে।""
অতএব,তারা ভারতের বাইরে তার আশ পাশে কোথাও হয়তো আছেন। (আল্লাহু আলাম)
[ইয়া আল্লাহ তাদের কে চেনার এবং তাদের দলে যোগদান করার সুযগ দান করুন, আমিন]

(১০) ♦আমরা হাবিবুল্লাহ এবং সাহেবে কিরান কে পেয়ে গেলে কি করবো?? আর জিহাদ টা যদি ভারতে গিয়েই হয়, তাহলে কি এটাই গাজোয়াতুল হিন্দ-এর সেই মহা অপেক্ষীত বিজয়ের জিহাদ?

♦ উত্তরঃ প্রথমেই বলে রাখি, আলামত মিলে গেলে,
সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহ কে চিনতে পারলে, আমরা
*তাদের হাতে জিহাদের বাই'য়াত নিবো।
*তাদের কে নেতা হিসেবে গ্রহন করবো এবং তাদের নেতৃত্বে ভারতের দিকে জিহাদ করতে অগ্রসর হবো।
♥আর হ্যা বন্ধুরা এটাই সেই মহা সফলতার, প্রতিশ্রুত বিজয়ের ""গাজোয়াতুল হিন্দ""" ♥

Scanned by CamScanner

#যে যুদ্ধের সেনাপতি-- রছুল (ছাঃ) নিজেই হতে চেয়েছিলেন।
#যে যুদ্ধে আবু হুরায়রা (রা) অংস গ্রহনের আশা করেছিলেন।
#তিনি যে যুদ্ধের জন্য নিজের নতুন পুরাতন সকল আসবাব-পত্র বিক্রি করে দিতে চেয়েছিলেন।
#যে, যুদ্ধে অংশ গ্রহন করতে পারলে, তিনি হতেন, জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তিপ্রাপ্ত আবু হুরায়রা(রা)-- বলেছিলেন।
#রছুল (ছাঃ) যে জিহাদের সৈনিকদের বদরের সৈনিকদের মত মর্যাদার ঘোষনা দিয়েছিলেন,
#যে জিহাদে রছুল (ছাঃ) মুসলিম দের বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এই সেই জিহাদ

♥ গাজোয়াতুল হিন্দ♥

আর এই গাজোয়াতুল হিন্দের সূচনাই হবে মুলত "দ্বিতীয় কারবালা" থেকে।
এবং এই গাজোয়াতুল হিন্দের মাধ্যমেই পুরো হিন্দুস্থান মুসলমানদের দখলে চলে আসবে।
আর এই গাজোয়াতুল হিন্দের সেনাপতি মুলত,
সাহেবে কিরান এবং হাবিবুল্লাহ।।
অতএব,, এখন আমাদের উচিত,,, সঠিক ইসলামের উপর অটল থাকা এবং আল্লাহর প্রেরিত ২জন সতর্ককারির জন্য অপেক্ষা করা এবং তাদের নেতৃত্বে "গাজোয়াতুল হিন্দ"- অংস গ্রহন করা এবং, তার পুর্ব প্রস্তুতি নেওয়া////
(আলহামদুলিল্লাহ)

♦''পর্বঃ((১))

♦"গাজোয়াতুল হিন্দের সূচনা থেকে সমাপ্তি - তা থেকেই কি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের উৎপত্তী?""""
(যুদ্ধকালিন সময়ে করনীয় -বর্জনীয় এবং নুহ (আঃ) এর কিস্তির সাদৃশ্য কোন নিরাপদ স্থান ও বর্তমান পেক্ষাপট) ♥

Scanned by CamScanner

♣টপিকের মধ্য থেকে এখন
চলছেঃ "গাজোয়াতুল হিন্দের সূচনা।
(২৫ টি প্রশ্নত্তর সহ ধারাবাহিক আয়োজন)
আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি ভালো আছেন।
নাম পড়েই হয়তো বুঝতে পেরেছেন যে, এবারের ধারাবাহিক টির উদ্দেশ্য কি?
একটু সময় নিয়ে পড়ুন।
আশা করি এটা আপনার অনেক উপকার করবে।
চলুন শুরু করা যাক---
****

♦ **পর্ব ঃ ((১))**

♣**প্রশ্নঃ (১))**

গাজোয়াতুল হিন্দ কি???

♦উত্তরঃ গাজোয়া অর্থ যুদ্ধ/জিহাদ. এবং হিন্দ অর্থ ভারতীয় উপমহাদেশ।
আর গাজোয়াতুল হিন্দ অর্থ,
ভারতীয় উপমহাদেশের সাথে এক বড় জিহাদ।
হাদিছ শরিফে এসেছেঃ
♦হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্নিত,
রছুল (ছাঃ) বলেছেন,
অবশ্যই তোমাদের একটি দল হিন্দুস্থানের সাথে জিহাদ করবে। আল্লাহ সেই দলকে সফলতা দান করবেন।
তারা পুরো হিন্দুস্থান দখলে আনবে। আল্লাহ ঐ দলের যোদ্ধাদের জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিবেন।
এবং তাদের সফলতা দান করবেন।
আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন,
আমি যদি ঐ যুদ্ধে অংশ গ্রহন করতে পাড়ি তাহলে আমি আমার সকল নতুন-পুরাতন আসবাব পত্র বিক্রি করে দিবো এবং জিহাদে অংশ নিবো।

Scanned by CamScanner

কারন, ঐ যুদ্ধে অংশ নিতে পারলে আমি হতাম জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তিপ্রাপ্ত আবু হুরায়রাহ।
রছুল (ছাঃ) মিচকি হাসলেন এবং বললেন, হে আবু হুরায়রাহ! তা তো অনেক দুরে,বহু দুরে।
{ উল্লেখ্য যে,, অন্য হাদিছে এসেছে,গাজোয়াতুল হিন্দের যুদ্ধাদের বদর ও উহুদের যুদ্ধাদের সমান সম্মান দান করা হবে। সুবহানআল্লাহ }
[আল-ফিতান-ন্যুয়াইম বীন হাম্মদ,, হাদিছঃ ১২৩৬।
মুসনাদে ইছ্বহাক ইবনে রাহওয়াইহ -হাঃ ৫৩৭]
(গাজোয়াতুল হিন্দ প্রসঙ্গে আরো কিছু হাদিছ এসেছে,,, তবে সবগুলো উল্লেক করছিনা, পোষ্ট বড় হয়ে যাবে)
★তাই হাদিছ গুলো থেকে জানা যায়,,,,
*শেষ জামানায় হিন্দুস্থানেরর সাথে মুসলমানদের একটি বড় যুদ্ধ হবে,
* সেই যুদ্ধের সৈনিকরা জান্নাতে যাবে।
*তারা ঐ জিহাদের মাধ্যমে পুরো হিন্দুস্থান দখল করবে এবং ইসলামি রাষ্ট্র বিধান কায়েম করবে।
সেই যুদ্ধটাই হলো
*****গাজোয়াতুল হিন্দ*****
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

প্রশ্নঃ ((২)) গাজোয়াতুল হিন্দ এর জিহাদ কি হয়ে যায়নি?? ইতপূর্বেও তো অনেকবার হিন্দুস্থানেরর সাথে মুসলমানদের কতিপয় যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে,??

♦উত্তরঃ হ্যা এটা সত্য যে হিন্দুস্থানের সাথে মুসলমানদের বেশ অনেকবার যুদ্ধ হয়েছে এবং মুসলমানেরা তাতে অনেকবার বিজয়ের ঝান্ডাও বাজিয়েছে।
যেমনঃ
##হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এর খেলাফত কালে সর্বপ্রথম ১৫ হিজরিতে হযরত ওছমান বীন আবুল আছের নেতৃত্বে একটি সেনা দল প্রেরন করা হয়।

Scanned by CamScanner

যারা হিন্দুস্থানের থানা,বরুচ ও দেবল বন্দরে সফল অভিজান চালান।
বরুচ বর্তমানে গুজরাট,, থানা বর্তমানে মুম্বাই এবং দেবল বর্তমানে করাচি শহর বলা হয়।
তারা এসময় "সরনদিব" জয় করেন,যাকে বর্তমানে "শ্রীলঙ্কা' বলা হয়।
[আতহার মুবারকপুরী,আল ইক্বদুছ ছামিন ফি ফুতুহিল হিন্দ(কায়রোঃ দারুল আনছার, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৯ হিজরী/১৯৭৯ খ্রীঃ)
১/২৬,৪০,৪১,৪২]
##অতঃপর, মুয়াবিয়াহ (রাঃ) এর খেলাফতকালে (৪১-৬০ হিঃ) হিন্দুস্থানে কিছু জিহাদ হয়।
(আল-বিয়াদাহ:৬/২২৩)
এরপর ৯৩ হিজরীতে খলিফা ওয়ালিদ বীন আব্দুল মালিকের আমলে মুহাম্মাদ বীন ক্বাছিম এর নেতৃত্বে সিন্দু ও হিন্দুস্থান কিছু বিজয়ি হয়।
(আল বিয়াদাহ-৯/৭৭,৯৫)
এরপর,,,গজনীর সুলতান
***♥সুলতান মাহমুদ♥**
এর নেতৃত্বে ভারত বর্ষের সাথে একাধিক বার জিহাদ হয় এবং প্রতিটি বারই সুলতানের সফল অভিজান এবং প্রচুর গনিমতের মাল লাভ হয়।
উল্লেখিত তিনি সোমনাথ মন্দির ধ্বংশ করেন,
(আল বিয়াদাহ ৬/২২৩, ১২-৩০)
##এরপর সুলতান মুহাম্মাদ ঘুরী এর নেতৃত্বে একাধিক জিহাদের মাধ্যমে হিন্দুস্থানের বেশ পতন হয় এবং আজমীরে মন্দির ধ্বংশ করে মাসজিদ নির্মান করা হয়।
****_**********
****

উপরক্ত তথ্য থেকে জানতে পারলেন যে,
বহুবার হিন্দুস্থানের সাথে জিহাদ হয়েছে এবং বিজয় ও এসেছে।
কিন্তু এর মধ্যেই ই কি সেই গাজোয়াতুল হিন্দ হয়ে গেছে??
না। হয়নি।

Scanned by CamScanner

কারন, গাজোয়াতুল হিন্দ হবে শেষ জামানায়,। ঐ যুদ্ধের মাধ্যমে গোটা ভারতবর্ষ দখল হবে।
কিন্তু উপরের সকল জিহাদের কোনটাতেও গোটা হিন্দুস্থান মুসলমানদের দখলে আসেনি।
এবং ঐ গাজোয়াতুল হিন্দের পর হিন্দুস্থানে ১ তিল পরিমানও হিন্দু রসুম রেওয়াজ থাকবেনা,বলা আছে। কিন্তু তা কি বাস্তবে হয়েছে???
হয়নি।
তাই বলা যায় যে
গাজোয়াতুল হিন্দ ভবিৎষ্যতে হবে,এখনো হয়নি।
তবে যদি একটু গবেষনা করে দেখেন,
তাহলে বুঝতে পারবেন //
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

প্রশ্নঃ ((৩)) তাহলে কি গাজোয়াতুল হিন্দ ইমাম মাহদীর সময়?? নাকি ঈছা (আঃ)- এর আগমনের পর হবে?? কেউ বলে দাজ্জালের প্রকাশের ৭ মাস আগে হবে?? কোনটা সঠিক??

♦উত্তরঃ আমাদের মুসলিম উম্মাহর এক অংশ দাবি করেন যে,
গাজোয়াতুল হিন্দ ইমাম মাহদির রাজত্বকালে, তারই নেতৃত্বে হবে।
এবং গাজোয়াতুল হিন্দ এর যোদ্ধাগন ভারতীয় উপমহাদেশের নেতাদের কে বেড়ী/শিকল পড়িয়ে বেধে নিয়ে শাম দেশে/শিরিয়ায় যাবে এবং সেখানে গিয়ে তারা ঈছা ইবনে মারিয়াম (আঃ) এর সাথে সাক্ষাত করবে।
তারা মুলত এ দাবি টা করে, তার উল্লেখযোগ্য কারন ২ টি।
যথাঃ
কারন(১) আবু হুরায়রাহ (রাঃ), হাদিছের ভুল ব্যাক্ষা এবং ছাফওয়ান বিন আমর (রা;) কর্তৃক বর্নিত দুর্বল /যঈফ হাদিছ।
[নাসাঈ হাঃ ৩১৭৩-৭৪/ মুসনাদে আহমদ -৭১২৮ / হাকেম হাঃ ৬১১./ ন্যুয়াইম বীন হাম্মদ কিতাবুল ফিতানঃ;১২০২/১২১৫/১২৩৬]
কারন(২) একটি হাদিছ

Scanned by CamScanner

বইঃ সূনান তিরমিজী (ইফাঃ), অধ্যায়ঃ ৩৬/ ফিতনা অধ্যায়।, হাদিস নম্বরঃ ২২৪১

২২৪১. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান (রহঃ) ..... মুআয বিন জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মহা হত্যাযজ্ঞ, কুসতুনতুনিয়া বিজয় এবং দাজ্জাল-এর আবির্ভাব ঘটবে সাত মাসের মধ্যে।

(ইবনু মাজাহ ৪০৯২)

এ বিষয়ে সাব ইবন জাছছামা, আবদুল্লাহ ইবন বুসর, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ,আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহ থেকেও বর্ণিত আছে এবং মান নির্বাচনে হাদিছটি ছহিহ নয়,বরং হাদীসটি হাসান/যঈফ।

কারন, তা অতি দুর্বল ছনদে বর্নিত এবং অনির্ভর যোগ্য। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমি অবহিত নই।

হাদিসের মানঃ কেউ কেউ হাসান বললেও,প্রকৃত অর্থে যঈফ (Dai'f) ,উক্ত হাদিছ গুলো থেকে মানুষ ধারনা করে যে, যেহুতু কুসতুনতুনিয়া বিজয় মাহদির আমলে হবে, তাহলে তার ৭ মাসের মাথায় দাজ্জাল বের হবে এবং তারপর ঈছা (আঃ) আসবেন।

কিন্তু উক্ত হাদিছ গুলো ইসবগুলোই যঈফ।

অথচ গাজোয়াতুল হিন্দ নিয়ে যে সকল ছহিহ (sahih) হাদিছ আছে তার সাথে মাহদি, ইছা (আঃ) বা দাজ্জালের কোনই সম্পর্ক নেই।

তাই যঈফ হাদিছ কে সনদ হিসেবে গ্রহন করাটা একেবারেই বোকামো।

♦পর্বঃ((২))

♦""গাজোয়াতুল হিন্দের সূচনা থেকে সমাপ্তি - তা থেকেই কি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের উৎপত্তী?"""

(যুদ্ধকালিন সময়ে করনীয় -বর্জনীয় এবং নুহ (আঃ) এর কিস্তির সাদৃশ্য ও বর্তমান পেক্ষাপট) ♥

♣টপিকের মধ্য থেকে এখন

চলছেঃ "গাজোয়াতুল হিন্দের সূচনা।

(২৫ টি প্রশ্নত্তর সহ ধারাবাহিক আয়োজন)

Scanned by CamScanner

আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা।আশা করি ভালো আছেন।
একটু সময় নিয়ে পড়ুন।
আশা করি এটা আপনার অনেক উপকার করবে।
চলুন শুরু করা যাক---
********** (পুর্বের প্রশ্নত্তর গুলো জানতে পূর্বের পর্বগুলো দেখুন)

♣পর্বঃ(২)

প্রশ্নঃ((৪))

♦ গাজোয়াতুল হিন্দ "- এত বড় একটি জিহাদ, তাহলে মুসলমানদের আমির কোথায়? যখন কিনা,হাদিছ বলে মাহদী /ঈছা(আঃ) এর জামানায় গাজোয়াতুল হিন্দ হবেনা। তাহলে কার নেতৃত্বে, গাজোয়ায়ে হিন্দ হবে??

♦উত্তরঃ হ্যা, একবাক্যে শিকার করতে হবে যে, এটা একটি বিরাট গুরুত্বপূর্ন জিহাদ। এই জিহাদ টি তে রয়েছে অভুতপূর্ন সফলতা,। রয়েছে বিজয় ও জান্নাতের প্রতিশ্রুতি।
এই জিহাদের ফজিলত অনেক। হাদিছ শরীফ থেকে জানা যায়, রছুল (ছাঃ) নিজেই যদি বেচে থাকতেন,, তাহলে তিনিই এই যুদ্ধের সেনাপতি হতেন।
কিন্তু তিনি আর বেচে নেই।।
তাহলে কে হবে এই গাজোয়াতুল হিন্দ এর সেনাপতি??
#ইমাম মাহদী???
কিন্তু ১ম পর্বটি দেখুন, প্রমান করেছি যে, ইমাম মাহদীর আগমনের আগেই হবে, এই "গাজোয়াতুল হিন্দ".
#ইছা (আঃ) এর জামানায়??
না, সেটাও হবেনা। হাদিছ দ্বাড়া প্রমানিত।
#তাহলে কি কোন আল্লাহ প্রদত্ত সেনাপতি থাকবেন না?

Scanned by CamScanner

#অবশ্যই থাকতে তো হবেই, কেননা, হিন্দুস্থান বিজয় করা একটা বিশাল ব্যাপার, সেখানে মুসলমানদের সঠিক গাইডার প্রয়োজন।
তাই,,, সেনাপতি তো থাকবে এটাই স্বাভাবিক।
যদিও হাদিছে এই যুদ্ধের সেনাপতির কোন তথ্য পাওয়া যায় না, কিন্তু শাহ নেয়ামতউল্লাহ (রঃ) এর ক্বাসিদাহ ও আস-শাহরান এর "আগামী কথন' বলে যে,
এই গাজোয়াতুল হিন্দের সেনাপতি হবেন ২ জন।
১)) ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহ।
এবং
২)) সাহেবে কিরান।
★ সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহ,
হাতে নিয়ে শমসের।
খোদায়ী মদদে ঝাপিয়ে পড়িবে,
ময়দানে যুদ্ধের।
(ক্বাসিদাহ)
★ শীন সে তো সাহেবে কিরান।
মীম-এ হাবিবুল্লাহ।
জালিমের ভুমিতে ঘটাইবে মহালয়,
সাথে আছে মহান আল্লাহ।
(আগামী কথন)
তাদের নেতৃত্বেই গাজোয়াতুল হিন্দ হবে, সেটাই অধিক যুক্তি সংগত।
(পরবর্তিতে আরও যুক্তি উপস্থাপন করা হবে)
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

প্রশ্নঃ((৫))

কে এই হাবিবুল্লাহ?

কে এই সাহেবে কিরান?

♦উত্তরঃ আপনাদের কে হয়তো নতুন করে বলতে হবেনা, সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহর পরিচয়।

Scanned by CamScanner

কারন, আমি আমার গত ধারাবাহিক আয়োজন
★"দুয়ারে দাড়িয়ে দ্বিতীয় কারবালা"★ --তে উল্লেখ করেছি।
★#হযরত ফিরোজ দায়লামি (রাঃ)- থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, রছুল (ছাঃ) বলেছেন,আখেরী জামানায়, ইমাম মাহদী র পূর্বে ইমাম মাহমুদ-এর প্রকাশ ঘটবে। সে বড় যুদ্ধের শক্তির যোগান দিবে। তার যামানায় মহাযুদ্ধের বজ্রাঘাতে বিশ্বের অধ্বঃপতন হবে,এবং বিশ্ব এই সময়ে ফিরে আসবে। সে তার সহচর বন্ধু কে সাথে নিয়ে যুদ্ধ পরিচালোনা করবে-যে বেলাল ইবনে বারাহ-এর বংশোদ্ভুত হবে।
তোমরা তাদের পেলে যানবে,ইমাম মাহদীরর প্রকাশের সময় হয়েছে।
(আসরে যুহরি,১৮৭ পৃঃ
তারিখে দিমাশাকঃ২৩৩ পৃঃ
ইলমে তাছাউফঃ ১৩০ পৃঃ
ইলমে রাজেনঃ ৩১৩ পৃঃ
বিহারুল আনোয়ারঃ ১১৭ পৃঃ)
(উক্ত হাদিছ টি এই পাচটি গ্রন্থে উল্লেখ্য রয়েছে।
অধিকাংশ মুহাদ্দিছগন ব্যক্ত করেছেন,উক্ত হাদিছটি ছহিহ, কেউ কেউ বলেছেন,হাসান।)
#আবু বছির (রঃ) বলেন, যাফর সাদিক (রঃ) বলেছেন,
মাহদীর আগমনের পূর্বে, এমন একজন খলিফার আবির্ভাব ঘটবে, যিনি হবেন, মাতার দিক থেকে কাহতানি এবং পিতার দিক থেকে কুরাঈশী। তার নাম মাহদীর নামের সাথে কিছুটা সাদৃশ্যমান হবে এবং তার পিতার নামও কিছুটা মাহদীর পিতার নামের সাদৃশ্যমান হবে।
(ইলমে তাছাউফ ঃ ১২৮ পৃঃ
তারিখে দিমাশাকঃ ২৩২ পৃঃ)
অর্থাত, মাহমুদ।
এবং তার বন্ধু সাহেবে কিরান।
তারা দুজনি আল্লাহর মননিত বান্দা।

Scanned by CamScanner

আর ঐ সময় আমাদের একটাই করনীয়, আর তা হলো ""সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহ ""- এর দলে যোগ দান করা। কারন তারা আল্লাহর মননীত প্রেরিত বান্দা এবং তাদের দলই আল্লাহ্র দল। অতএব,, তারাই সে সময়ের মুক্তির দূৎ। তাদের দলের বাইরে গেলে আমরা ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো। আর তাদের সাথে মিলে শত্রুর মুকাবিলা করলে,,আমরা অবস্যই সফলতা পাবো!

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

প্রশ্নঃ((৬))

♦উত্তরঃ সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহর নেতৃত্বেই "গাজোয়াতুল হিন্দ হলে কোথায় পাবো তাদের? কিভাবে চিনবো)?কি করবো তখন?

♦উত্তরঃ আমরা প্রকৃত সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহ কে কিভাবে চিনতে পারি,তা নিম্নরুপঃঃ

★ হাবিবুল্লাহ প্রেরিত আমির,
সহচর তার সাহেবে কিরান।
কিরানের হাতে থাকিবে জিহাদের,
কুদরতি অস্র ""উসমান""!
এবং,,
★ হাতে লাঠি, পাশে জ্যোতি,
সাথে সহচর "শীন"!
মাহমুদ এসে এই জমিনে প্রতিষ্ঠা করিবেন দ্বীন।
(আগামী কথন)
এবং,, ক্বাসিদাহ তে বলা হয়েছে,
★ সাহেবে কিরান, হাবিবুল্লাহ,
হাতে নিয়ে সমসের।
খোদায়ী মদদে ঝাপিয়ে পরিবে,
ময়দানে যুদ্ধের।
এবং,
★ কাপিবে মেদেনি সিমান্ত,

Scanned by CamScanner

বীর গাজিদের পদভারে।
ভারত প্রানে আগাইবে তারা,
মহা রণ হুঙ্কারে।
♦অতএব, উক্ত পুথিমালাগুলো থেকে জানা গেলো, সাহেবে কিরানের হাতে এমন একটি কুদরতি অস্র থাকবে , মানে এমন কোন একটি অস্র থাকবে যার নাম হবে "উসমান"
ঐ অস্রের অনেক অলৌকিক কেরামত থাকবে।
এবং হাবিবুল্লাহর হাতে একটি লাঠি থাকবে। সেটাও অলৌকিক কেরামত সম্পুর্ন হবে এবং, পাশে জ্যোতি থাকবে ,। হয়তো বিষেস কিছু, বা জ্ঞান বা কোন শক্তিশালি বাহন।(আল্লাহু আলাম)
♦♦♦♦♦♦♣♣♣♣♣♣

♣প্রশ্নঃ ((৭))

কোন স্থান থেকে সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহ প্রকাশ পাবেন?? তারা কোন দেশে জন্মগ্রহণ করবেন??

♦উত্তরঃ★ বাংলাদেশ★ বা তার আশপাশের কোন এক দেশেই হয়তো তারা থাকবেন।
কারন, গাজোয়াতুল হিন্দ অর্থই ভারতীয় উপমহাদেশের জিহাদ।
গাজোয়া অর্থ জিহাদ,
আর হিন্দ অর্থই এই ভারতীয় উপ মহাদেশ।
আর যে দেসের জিহাদ হয়,মুলত ঐ দেশ থেকেই সতর্ককারিদের আগমন হয়।
যেমনঃ
♦ মক্কা বা আরব বিজয়,হলো, মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও আরবের নাগরিক ছিলেন।
♦মিশরের বিজয়ে মুছা(আঃ) মিসরের নাগরিক।
♦ নিজ মাতৃভুমি বিজয় করলেন, দাউদ (আ)
♦নিজ মাতৃভুমি বিজয় করলেন অধিকাংশ সতর্ককারি গন♦

Scanned by CamScanner

তা থেকেই বোঝা যায়, তারা এই ভারতীয় উপমহাদেশের ই অন্তরভুক্ত হবেন।
যেহুতু সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহ ""দ্বিতীয় কারবালা ""চলাকালিন সময়ে প্রকাশিত হবেন,, এবং তার প্রতিবাদে, জিহাদের জন্য সৈন্য নিয়ে ভারতপ্রানে অগ্রসর হবেন,তাহলে বোঝাই যাচ্ছে, সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহ এই ভারতীয় উপ-মহাদেশেরই কোন এক ভুখন্ডে জন্মগ্রহণ করেছেন।
কেননা, অচিরেই এদেশে দ্বিতীয় কারবালা★ হবে। আর সে সময় তাদের প্রাপ্তবয়স হতে হবে। তাই বলা যায়, তারা এখন এই ভারতীয় উপমহাদেশেই রয়েছেন।(আল্লাহ আলাম)
তবে তারা যে ভারতে নেই,সেটা বোঝা গিয়েছে। কেননা, ক্বাসিদাহ তে শাহ নেয়ামতউল্লাহ(র) বলেছেন,
""ভারত পানে আগাইবে তাহারা, মহা রণ হুঙ্কারে।""
অতএব,তারা ভারতের বাইরে তার আশ পাশে কোথাও হয়তো আছেন। (আল্লাহু আলাম)
তবে মায়ানমারেও নেই,কেননা, রাখাইনের হত্যাযঙ্গে তারা চুপপ থাকতেন না।
শ্রিলঙ্কা, নেপাল ও ভুটানেও তাদের থাকার কোনই তথ্য মেলেনা।
বরং,, মেলে শুধু ♦পাকিস্থান ও বাংলাদেশ।♦
তারা হয়তো উক্ত ২ টি দেশের কোন একটি দেশেই বর্তমানে আছেন।
[ইয়া আল্লাহ তাদের কে চেনার এবং তাদের দলে যোগদান করার সুযগ দান করুন, আমিন]
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

প্রশ্নঃ((৮))

কত সালে এই গাজোয়াতুল হিন্দ হবে?

♦উত্তরঃ যেহুতু এই গাজোয়াতুল হিন্দ হবে, বাংলাদেশের দ্বিতীয় কারবালা হবার পর।
আর দ্বিতিয় কারবালা হবে ফোরাত নদীর সোনার পাহাড় প্রকাশের পর।

Scanned by CamScanner

আর হাদিছ থেকে প্রমান করেছি যে, ফুরাত নদির সোনার পাহাড় ২০২৩ সালে প্রকাসিত হবে ইংশা আল্লাহ।
আর তার বছর খানেক পর,
দ্বিতীয় কারবালা " সুরু হলে,
তার কয়েক মাস পর,
শুরু হবে "'গাজোয়াতুল হিন্দ ""..
অর্থাৎ,
২০২৪ সালেই শুরু হতে যাচ্ছে
""গাজোয়াতুল হিন্দ ""
(যদিও এর ত্বাত্তিক বিশ্লেষন রয়েছে-- তা পরবর্তিতে আবার দির্ঘ্য আলোচনার মাধ্যমে প্রকাশ করবো!
ইংশাআল্লাহ)
♦পর্বঃ(৩)
♦""গাজোয়াতুল হিন্দের সূচনা থেকে সমাপ্তি - তা থেকেই কি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের উৎপত্তী?"""
(যুদ্ধকালিন সময়ে করনীয় -বর্জনীয় এবং নুহ (আঃ) এর কিস্তির সাদৃশ্য ও বর্তমান পেক্ষাপট) ♥
(২৫ টি প্রশ্নত্তর সহ ধারাবাহিক আয়োজন)
আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি ভালো আছেন।
একটু সময় নিয়ে পড়ুন।
আশা করি এটা আপনার অনেক উপকার করবে।
চলুন শুরু করা যাক---
****
♣টপিকের মধ্য থেকে এখন
চলছেঃ "গাজোয়াতুল হিন্দের সূচনা থেকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের উৎপত্তী।
(পুর্বের প্রশ্নত্তর গুলো জানতে পূর্বের পর্বগুলো দেখুন)
♣পর্বঃ((৩))

Scanned by CamScanner

♣ প্রশ্নঃ((৯))দ্বিতীয় কারবালা থেকে ""গাজোয়াতুল হিন্দ"" --যুদ্ধ চলবে কিরুপে,??

কোন পর্যায়ে এবং কোন পদক্ষেপে যুদ্ধ চলবে???

♦উত্তরঃ বন্ধুরা এটি একটি বিরাট গবেষনা। বস্তুত, এই গবেষনাটা একটি আনুমানিক ও সাম্যক তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষন।

এই গাজোয়ায়ে হিন্দের মাধ্যমে, পুরো ভারত সহ, ভারতীয় উপমহাদেশের সকল রাস্ট্র দখলে নেবে মুসলিমরা। আর তা যে একটি বিরাট ব্যপার তা তো বুঝতে বাকি নেই।

প্রথমত,,, মুসলিম দের বাহিনিটা ভারতে প্রবেশ করবে, মেদেনীপুর হয়ে।

ক্বাসিদাহ এ শাহ নেয়ামতউল্লাহ(রহ) বলেন,

"কাপিবে মেদেনী সিমান্ত,
বীর গাজীদের পদভারে।
ভারত পানে আগাইবে তারা
মহারণ হুঙ্কারে।""

****

যুদ্ধের সময় ভারতীয় মালাউনের বিশাল বাহিনি, মুমিনদের উপর আক্রমন করতে অগ্রসর হবে।

যখনি মুমিনদের একটি দল ভারতের সাথে জিহাদ ঘোষনা দিবে, তখনি দেখা যাবে লক্ষ লক্ষ বীর মুসলিম, ঐ ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহ এবং সাহেবে কিরানের দলে যুক্ত হবে।

কেননা, গাজোয়ায়ে হিন্দ করার জন্য অধির আগ্রহে দিন পার করছে হাজারো ইসলাম প্রিয়, বীর জনতা

তারা যখনি দেখবে যে মুমিনদের সেনাপতি চলে এসেছে তখনি সকলেই ঢেউএর গতিতে জিহাদে অংশ নিবে।

এর একটি বড় কারন,হলো,
এই জিহাদ সফলতার জিহাদ।

Scanned by CamScanner

#ধারনা করা যায় যে,
এই জিহাদে ভারতের প্রদেশ গুলো একটি একটি করে দখলে আসতে থাকবে।
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

প্রশ্নঃ((১০)) এই জিহাদে মুমিনদের সাহায্যার্থে কি কোন বিরাট দল এগিয়ে আসবেনা???

♦উত্তরঃ হ্যা নিশ্চই সাহায্য করবে। কেননা, এই জিহাদে সারা বিশ্বের প্রকৃত ইসলাম প্রিয় রাষ্ট্রগুলো মুমিন দের সহযোগিতা করবে।
আর যদি, ক্বাসিদাহ এবং "আগামী কথন" দেখি, তাহলে যানতে পারবো, যে,
★ সেইক্ষনে মিলিবে দক্ষিনী বাতাস,
মুমিনদের সাথে দুই আলিফদ্বয়।
মুশরিক জাতি মানবে পরাজয়,
মুমিনদের হইবে বিজয়।
(আগামী কথন)
প্যারাঃ(২৩)....
★ব্যখ্যাঃ ,
এই প্যারায় আস-শাহরান ভবিৎষতদ্বানি করে বলেছেন যে,,
"" সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহর নেতৃত্বে "" গাজওয়াতুল হিন্দের জন্য,,,
যখন মুমিনগন,,ভারতে দিকে অগ্রসর হবে,, ও যুদ্ধ চালাবে,,,, তখন,,,,,
মুমিনদের সাহায্যের তাগিদে,,,,মহান আল্লাহ তাআলা,,,
দুইটি ইসলামি দল বা দেশ কে মুমিনদের দলে যোগ করিয়ে দিবেন।।
সেই দুইটি দল বা দেশের নামের প্রথম হরফ হবে,,,,, আরবির ""
আলিফ "" হরফ দিয়ে।।"বির গাজি মুমিন""দের সাথে তারা যোগদান করে,, হিন্দুস্থানের মুসরিকদের পরাজিত করবে।
হিন্দুস্থান পুরোপুরি মুমিন মোসলমানদের দখলে চলে আসবে।।।
★★ এই প্রসঙ্গে হযরত শাহ নেয়ামতউল্লাহ (রঃ) - তার ভবিৎষত বানির কবিতা বই "" ক্বাসিদাহ"" এ ভবিৎষত বানি করে বলেছেন যে,,,,,

Scanned by CamScanner

যখন মুমিনেরা সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহর নেতৃত্বে ভারত বিজয়ের জন্য ভারতে মহা যুদ্ধে লিপ্ত হবে,,তখন,,
মুমিনদের পাশে--------
★মিলে একসাথে দক্ষিনি ফৌজ,,
ইরানি ও আফগান।।।
বিজয় করিয়া কবজায় পুরা,,
আনিবে হিন্দুস্থান।।
{ ক্বাসিদাহ,,, প্যারাঃ৪৭)
$$ আগামি কথনের এই প্যারায়,,, বলা আছে যে,,
গাজওয়াতুল হিন্দের সময়,, সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহর দলে,,, যে দুই দেশ যোগ দিবে এবং,,,
হিন্দুস্থান বিজয় করে পুরোপুরি মুসলমানদের দখলে আনবে,,,সেই দেশ দুইটি হলো,,
১# ইরান। ও
২# আফগানিস্থান।।।
"" অতএব জানা গেলো যে,,, সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহর দলে,,
ইরান,,,,,,,,,, এবং,,,,,,
আফগানিস্থানের মিলিত হবার পর এই ৩ দলের সংঘবদ্ধ শক্তির উছিলায়ই মহান আল্লাহ
**** গাজওয়াতুল হিন্দে*** মুসলমানদের বিজয় দান করবেন।।।
যে বিজয়ের ওয়াদার ভবিৎষতদ্বানি হিসেবে মহান আল্লাহ,,,,, তার প্রিয় রছুল (ছাঃ),, এর মাধ্যমে অনেক পুর্বেই দান করেছিলেন।
এবং,,,,
ক্বাসিদাহ তে শাহ নেয়ামতউল্লাহ,,, এবং
আগামী কথন' এ * আস-শাহরান
ভবিৎষতদ্বানি করেছেন।।।

Scanned by CamScanner

((আল্লাহ আলিম))
(আল্লাহ যেন আমাদের সঠিক পথ চেনার সুযগ দান করেন){{{ আমিন}}}...
উক্ত তথ্য থেকে বোঝাগেলো,
ইরান ও আফগানিস্থান ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহ এবং সাহেবে কিরানের দলকে বিরাট সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। যার ফলশ্রুতিতে গাজোয়াতুল হিন্দের বিজয়ের নিশান উরবে।
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

প্রশ্নঃ((১১)) ইরাক ও আফগানিস্থান কিভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিবে??

♦উত্তরঃ এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে হলে , বিবেক দ্বাড়া বিবেচনা করতে হবে।।
যেহ্নতু গোটা বিশ্বের মধ্যে ইরান ও আফগানিস্থান উল্লেখ্য যোগ্যতা পেয়েছে,
তাই বোঝাই যাচ্ছে, তারা কোন একটা বড় ভুমিকা রাখবে।
যদি ইরানের দিকে তাকাই,
এবং তাদের সামর্থ্যানুযায়ী সাহায্য কল্পনা করি,
দেখতে পাবোঃ
#ইরান সামরিক শক্তির দিক দিয়ে প্রচুর অগ্রসর।
তাদের রয়েছে শক্তিশালি ক্ষেপনাস্ত্র।
রয়েছে ২ টি বিষেস বাহিনি। যার একটি সাধারন নিয়মিত বাহিনি এবং অপরটি বিষেস বিপ্লবী গার্ড বাহিনি। এবং যারা গেরিলা যুদ্ধে পারদর্শি তারাও।
#সামরিক বোবেচনায়,ইরান বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের একক বৃহৎ শক্তি।"
#প্লাস্টিক ক্ষেপনাস্ত্র তৈরি করেছে তারা,যা তাদের দেশটির বিরাট একটি সুরক্ষা সিস্টেম।
সম্পুর্ন দেশিও প্রযুক্তিময় যুদ্ধ জাহাজ তৈরি করেছে ইরান।যেগুলো ঘন্টায় ১৫০ কি,মি, বেগে চলতে সক্ষম।

Scanned by CamScanner

#ইরান বর্তমানে অত্যধুনিক কিছু যুদ্ধ বিমানের সংযোগ ঘটিয়েছে তাদের দেশে।
#আকাশপথে তাদের সামর্থ অধিক।
আফগানিস্থানের সারমিক শক্তিঃ
#আফগানিস্থান সামরিক শক্তিতে পিছনে পড়ে রয়েছে।
#দেশটির তেমন কোন বিষেস যুদ্ধাস্ত্র নেই।
#রয়েছে শুধু সামরিক বাহিনি।
#তবে একটি বড় ব্যাপার হলো সেখানকার তালেবান গোষ্ঠী।
#যারা বিশাল বাহিনি ও যোদ্ধা।
#একটি গবেষনায় জানা গিয়েছে, ২০০০ সালের পর থেকে, ঐ দেশটির সকল সামরিক বাহিনিদের মধ্যে দিন দিন বেড়েই চলেছে তালেবান সমর্থক।
#যারা তালেবানদের সাহায্য করে চলেছে,গোপনে।
#এমনকি তালেবানদের সকল অভিজান সহজ এবং বিজয়ী হবার পিছনে রয়েছে এই সমর্থন ও তার কার্যক্রম।
এভাবেই ইরান সাহায্য করবে বিভিন্ন অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র ও আকাশ পথে।
এবং আফগানিস্থান সাহায্য করবে জননশক্তিতে।
(তথ্য উপাত্তের বিশ্লেষন। বাকি টা আল্লাহ মালুম)
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
এভাবেই কয়েক মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলতে থাকবে।
অগনিত মুমিন যোদ্ধারা শাহাদাত বরন করবেন। এবং জান্নাতের দিকে পা বাড়াবেন।
এবং অসংখ্য কাফের মুশরিক,মালাউনরা কতল হবে এবং জাহান্নামের দিকে পতিত হবে। ধীরে ধীরে মুমিনদের বিজয় হতে থাকবে,বিভিন্ন শহর,।
যুদ্ধ, চলতে থাকবে----

Scanned by CamScanner

প্রশ্নঃ((১২))

এভাবেই যুদ্ধ চলার পর কি যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে???
গাজোয়াতুল হিন্দ শেষ হয়ে যাবে???

⬩উত্তরঃ (((((না))))))
একদমই তা নয়,।।
বরং এই গাজোয়াতুল হিন্দ হলো,
এক মহা বিধ্বংশি,,,,,,,,মহাক্ষতিকর সূচনা।
তা হলো
★তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের★ সূচনা।
চলুন দেখি
শাহ নেয়ামতউল্লাহ,, তার ক্বাসিদাহ গ্রন্থে কি বলেছেনঃ
★ ভারতের মত পশ্চিমাদেরও
ঘটিবে বিপর্যয়
তৃতীয় বিশ্ব সমর সেখানে
ঘটাইবে মহালয়
(ক্বাসিদাহঃ৫১)
এবং
চলুন দেখি,
আস্-শাহরান তার **আগামী কথন**এ কি বলেছেনঃ
★ অনত্র পশ্চিমা বিশ্ব তখন,
সৃষ্টি করিবে বিপর্যয়।
তৃতীয় বিশ্ব সমর সেখানে,
ঘটাইবে বড় মহালয়।
(
****

বর্তমান সময়ে স্পষ্ট সেই তৃতীয় সমরের প্রস্তুতি চলছে। অর্থ্যাৎ সমগ্র বিশ্ব জুড়ে মুসলমাদের বিরুদ্ধে কাফিররা যুদ্ধ করছে তথা জুলুম নির্যাতন করছে। এই জুলুম নির্যাতনই তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধে রূপ নিয়ে এক

Scanned by CamScanner

সময় কাফের মুশরিকদের ধ্বংসের কারণ হবে। এখানে বলা হচ্ছে মহালয় বা কিয়ামত শুরু হবে যাতে পশ্চিমারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।
আর গাজোয়াতুল হিন্দ চলতে থাকা কালে যখন, হিন্দুস্থানের সাথে জিহাদ করতে
বাঙ্গালিরা সহ,
পাকিস্থানের মুমিনরা,
আফগানিস্থানের জিহাদিরা,
তালেবান গোষ্ঠীরা,
ইরানের রাস্ট্রিয় সামরিক সহযোগিতা সহ,,
,বিভিন্ন জিহাদি দল এবং যারা গাজোয়াতুল হিন্দের প্রত্যাশী তারাও যখন ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহ ও সাহেবে কিরানের
দলে যোগ দিতে থাকবে তখন
বিশ্ব জাতি সংঘ আইন লঙঘন হবে এবং কোন প্রতিরোধক বাধ থাকবে না,,
ঐ সময় যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ টা কতটা স্বাভাবিক,
তা আপনারা বিশ্ব রাজনৈতিক সরযন্ত্রের জ্ঞান রাখলেই বুঝতে পারবেন।
আশা করি।।

পর্বঃ((৪))

♦""""গাজোয়াতুল হিন্দের সূচনা থেকে সমাপ্তি - তা থেকেই কি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের উৎপত্তী?"""""

(যুদ্ধকালিন সময়ে করনীয় -বর্জনীয় এবং নুহ (আঃ) এর কিস্তির সাদৃশ্য ও বর্তমান পেক্ষাপট) ♥

♣♣♣♣♣^^^^♣♣♣♣♣♣

♦টপিকের মধ্য হতে এখন
চলছেঃ বিশ্বযুদ্ধের সুচনা থেকে সমাপ্তি।
(২৫ টি প্রশ্নত্তর সহ ধারাবাহিক আয়োজন)
আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি ভালো আছেন।

Scanned by CamScanner

একটু সময় নিয়ে পড়ুন।
আশা করি এটা আপনার অনেক উপকার করবে।
চলুন শুরু করা যাক---
****

প্রশ্নঃ((১৩)) তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা কোথা থেকে??

♦উত্তরঃ বন্ধুরা, যদি এক কথায় বলি, তাহলে বলতে হবে, গাজোয়াতুল হিন্দ ই মুলত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা।
চলুন দেখি
শাহ নেয়ামতউল্লাহ,, তার ক্বাসিদাহ গ্রন্থে কি বলেছেনঃ
★ ভারতের মত পশ্চিমাদেরও ঘটিবে বিপর্যয়
তৃতীয় বিশ্ব সমর সেখানে ঘটাইবে মহালয়
(ক্বাসিদাহঃ৫১)
এবং
চলুন দেখি,
আস্-শাহরান তার **আগামী কথন**এ কি বলেছেনঃ
★ অনত্র পশ্চিমা বিশ্ব তখন,
সৃষ্টি করিবে বিপর্যয়।
তৃতীয় বিশ্ব সমর সেখানে,
ঘটাইবে বড় মহালয়।
****

#বন্ধুরা দুইটি গ্রন্থেই বলা হয়েছে যখন ভারতীয় উপমহাদেশে """"গাজোয়াতুল হিন্দ """" চলতে থাকবে, ঠিক একই সময়ে অন্যত্র বা অন্যদিকে পশ্চিমা বিশ্ব তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ময়দানে নেমে পরবে।।
বর্তমান সময়ে স্পষ্ট সেই তৃতীয় সমরের প্রস্তুতি চলছে। অর্থ্যাৎ সমগ্র বিশ্ব জুড়ে মুসলমাদের বিরুদ্ধে কাফিররা যুদ্ধ করছে তথা জুলুম নির্যাতন করছে।।
আর উক্ত গাজোয়াতুল হিন্দের সমাপ্তি হবার আগেই আবার ৩য় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে।

Scanned by CamScanner

আর শুধু ভবিৎষ্যতবানির কবিতা গুলোই নয়,,,
যদি আপনি বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির উপন নজর রাখেন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে, ৩য় বিশ্বযুদ্ধ কতটা নিকটে।।

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

প্রশ্নঃ((১৪))

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুদ্ধাস্ত্র কি?? সেখানে কি প্রানঘাতি পারমানবিক অস্ত্রসহ,সকল সাংঘাতিক অস্ত্রের ব্যবহার হবে???

♦উত্তরঃ সংবাদটা কষ্টের হলেও চরম সত্য,,,,,
নিঃশ্বন্দেহে এই বিশ্বযুদ্ধে শক্তিশালী পারমানবিক অস্ত্র, হাউড্রোজেন বোমা, মারাত্বক যুদ্ধাস্ত্র,ক্ষেপনাস্ত্র, সহ সকল প্রকার অত্যাধুনিক যুদ্ধের অস্ত্র ব্যবহৃত হবে।
সেটাই স্বাভাবিক।।
কেননা, এই বিশ্বযুদ্ধের উৎপত্তি পশ্চিমা বিশ্ব থেকে। আর আমরা যদি পশ্চিমা বিশ্বের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো,
পশ্চিমা বিশ্বের সকল রাষ্টগুলো এখন যার যার মতো করে নিজ দেশের সামরিক শক্তিবৃদ্ধি ও যুদ্ধের বিশাল প্রস্তুতি গ্রহন করেই চলেছে।
এমনকি তারা তাদের শত্রুদেশগুলোকে প্রকাশ্য হুমকিও দিয়ে যাচ্ছে অবিরত।
বর্তমানে তারা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক মহা প্রস্তুতিকরণ গ্রহন করছে।
আর বর্তমান আধুনিক বিশ্বে আধুনিক অস্ত্রদারা যুদ্ধ হবে।
সেটাইস্বাভাবিক।
অতএব বোঝাই যাচ্ছে, কতটা ভয়ংকরি আকার ধারন করবে এই মহাযুদ্ধ।

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

প্রশ্নঃ((১৫))এই যুদ্ধটা চলবে কিভাবে?? কোন দেশ কোন দেশের বিরুদ্ধতা করতে পারে??

Scanned by CamScanner

♦উত্তরঃ এই ৩য় বিশ্বযুদ্ধ যখন সংঘটিত হবে, তখন যে কতটা দুর্যোগ নেমে আসবে তা তো বোঝাই যাচ্ছে।
এই যুদ্ধে কে কার বিরোধিতা করবে,তা সম্মন্ধে ক্বাসিদাহ তে তেমন বিস্তারিত না থাকলেও ""আগামী কথন★ এ এর সুন্দর একটি বিস্তর তথ্য উপস্থাপন করেছেন "আস-শাহরান।
তিনি বলেছেনঃ
প্যারাঃ (২৮)....
কুর্দি কে এ রনে করিবে ধ্বংশ,
কঠিন হস্তে আরমেনিয়া।
আরমেনিয়ায় ঝড় তুলিবে
সম্মুখ সমরে রাশিয়া।
★প্যারাঃ (২৯)....
রাশিয়া পাইবে কঠিন শাস্তি,
মাধ্যম হইবে তুরষ্ক।
তাহার পরেই এই মাধ্যমকে,,
কুর্দি করিবে ধ্বংশ।
★প্যারাঃ (৩০).....
এরই মাঝেই চালাবে তান্ডব,
পার্শদেশ কে হিন্দুস্থান।
বজ্রাঘাতে হইবে ধ্বংশ,
বেইমানের হাতে পাকিস্থান।
প্যারাঃ (৩১)
★ তাহার পরেই হিন্দুস্থান কে,
ধ্বংশ করিবে তিব্বত।
তিব্বত কে করিবে সে রনে তখন,
একটি আলিফ বধ।
****
****

Scanned by CamScanner

ব্যাক্ষাঃ
আস শাহরান বলেছেন,, কুর্দিকে এই ৩য় বিশ্বযুদ্ধে ধ্বংশ করবে,আরমেনিয়া। এবং,,আরমেনিয়ার সাথে লড়াইএ মাতবে রাশিয়া।
{ কুর্দি= যারা ইরাক,সিরিয়া,ও ইরানের উত্তরাঞ্চলীয় এবং, তুরষ্কের পূর্বাঞ্চলীয় বাসিন্দা}
আরমেনিয়া=ইরানের উত্তরে এবং তুরষ্কের পুর্বদিকে, কাস্পিয়ান সাগর ও কৃষ্ণ সাগরের মাঝে অবস্থিত।
তারপর রাসিয়ায় আক্রমন চালাবে তুরষ্ক। আর ঠিক তখন,তারপরই,, তুরুষ্ককে কুর্দি জাতি আক্রমন করে ধ্বংশ করে দিবে।
ব্যক্ষাঃ এর মাঝেই ভারত তখন,,, পাকিস্থানের উপর তান্ডব চালাবে। তারা বজ্রাঘাতে(পারমানবিক বোমা হামলার মাধ্যমে) পাকিস্থানকে ধ্বংশপ্রাপ্ত করবে।
যখন পাকিস্থান কে ভারত ধ্বংশ করে দিবে তখন,,চিন(তিব্বত) তখন আবার ভারতকে ধ্বংশ করে দিবে। এবং,, তার পরপরই চিন কে আবার একটি দেশ ধ্বংশ করবে,বধ করবে। সে দেশটির নাম আরবীতে "আলিফ" হরফে শুরু। অর্থাৎ "অ্যামেরিকা " যা ক্বাসিদাহ তেও উল্লেখ হয়েছে।
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

প্রশ্নঃ((১৬)) উপরের তথ্যতে জানতে পেরেছি যে, ভারত পাকিস্থানের সাথেও যুদ্ধ করবে, এবং চিনও যুক্তহবে। গাজোয়াতুল হিন্দ তো চলছিইলো,তাহলে কিভাবে ভারত পাকিস্থানের ঊপর হামলা করবে,??

♦উত্তরঃ হ্যা বন্ধুরা,, এটা হওয়াটা স্বাভাবিক।
কিন্তু এই হামলা টা মুসলমান কর্তৃক হবেনা
বরং, ভেবে দেখুন,
৩য় বিশ্বযুদ্ধ কিন্তু যখন শুরু হয়েছে তখন কিন্তু গাজোয়াতুল হিন্দ সমাপ্ত হয়েছিলো না। ভারতো পুরোটা দখলে এসেছিলোনা।বরং কিছু অংশ দখলে এসেছিলো এবং বাকি অংশ মালাউনদের হাতেই ছিলো।

Scanned by CamScanner

আর মালাউনরাই তখন অন্য দেশকে হামলা করবে এবং মালাউনরাই অন্য দেশের আঘাতে ধ্বংশ হবে ও মুমিনদের জন্য হিন্দুস্থান দখল করা সহজ হয়ে যাবে।
বিঃদ্রঃ উপরের তথ্য টা কেবল উল্লেখ যোগ্যতা পেয়েছে যে কোন দেশ কোন দেশকে ধ্বংশ করবে কিন্তু তার মানে এই নয় যে,
অন্যদেশগুলোতে কি তাহলে যুদ্ধ হবেনা?হ্যা প্রতিটি দেশই যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে।। কারন, সেটাই বিশ্ব যুদ্ধ।

পর্বঃ((৫))

♦""""গাজোয়াতুল হিন্দের সূচনা থেকে সমাপ্তি - তা থেকেই কি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের উৎপত্তী?""""
(যুদ্ধকালিন সময়ে করনীয় -বর্জনীয় এবং নুহ (আঃ) এর কিস্তির সাদৃশ্য কোন নিরাপদ স্থান ও বর্তমান পেক্ষাপট)
♥
♠ টপিকের মধ্য থেকে এখন
চলছেঃ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালিন সময়ে কি পরিস্থিতি হববে এবং কত সালে বিশ্বযুদ্ধ হবে।
(২৫ টি প্রশ্নত্তর সহ ধারাবাহিক আয়োজন)
আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি ভালো আছেন।
একটু সময় নিয়ে পড়ুন।
আশা করি এটা আপনার অনেক উপকার করবে।
চলুন শুরু করা যাক---
**********দ

প্রশ্নঃ((১৭)) তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ এবং *সুরা দুখান* এর প্রসঙ্গঃ
♦উত্তরঃ আমরা জানি, প্রবিত্র কুরআনে বর্নিত ৪৪ তম সূরা -----সুরা আদ-দুখান"

Scanned by CamScanner

আমরা জানি, দুখান অর্থঃ ধোয়া।
আর এই সুরার নামকরণ করা হয়েছে, সুরায় বর্নিত ধোয়ার আগমন ঘটার কাহিনি হতে।
বলা হয়েছেঃ
- অতএব আপনি সেই দিনের অপেক্ষা করুন, যখন আকাশ ধূয়ায় ছেয়ে যাবে।
যা মানুষকে ঘিরে ফেলবে। এটা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।
হে আমাদের পালনকর্তা আমাদের উপর থেকে শাস্তি প্রত্যাহার করুন, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করছি।
তারা কি করে বুঝবে, অথচ তাদের কাছে এসেছিলেন স্পষ্ট বর্ণনাকারী রসূল।
অতঃপর তারা তাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে এবং বলে, সে তো উম্মাদ-শিখানো কথা বলে।
আমি তোমাদের উপর থেকে আযাব কিছুটা প্রত্যাহার করব, কিন্তু তোমরা পুনরায় পুনর্বস্থায় ফিরে যাবে।
যেদিন আমি প্রবলভাবে ধৃত করব, সেদিন পুরোপুরি প্রতিশোধ গ্রহণ করবই।
[সুরাঃ আদ-দুখান।আয়াতঃ ১০-১৬]
অর্থাৎ, একটি ভবিৎষ্যতের ঘটনা বলা হয়েছে যে,,
আকাশ ধোয়ায় ছেয়ে যাবে। মানুষকে আযাবে ঘিড়ে ফেলবে ঐ ধোয়া।
শাস্তি চলা কালিন সময়ে সারা বিশ্বের মানুষই বলবে,আমাদের উপর থেকে আযাব তুলে নিলে,আমরা ইমান আনবো।
তারপর,আযাব সরিয়ে নিলে,অধিকাংশ মানুষই আবার পথভ্রস্ট হবে।
এবং হাদিছ বলছেঃ
কিয়ামতের বড় ১০ টি আলামতের মধ্যে,,, ১ টি হলোঃ আকাশ ধোয়ায় ছেয়ে যাবে""
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
**********--

Scanned by CamScanner

প্রশ্নঃ ((১৮)) কবে কখন আসবে সেই ধোয়ার আযাব,???

♦উত্তরঃ এই সম্মন্ধে,

আগামী কথন নামক একটি ভবিৎষ্যতবানির কবিতায় লেখক ""আস-শাহরান"" বলেছেনঃ

#প্যারাঃ (৩৩)

★ বিশ্ব রনে কালো ধোয়ায়,,
অন্ধকার থাকিবে আকাশ।
দেখিবে তখন জগৎবাসি,,
দুখানের দশম বানীর প্রকাস।।

ব্যাক্ষাঃ লেখক আস শাহরান প্রকাশ করেছেন যে,, যখন,৩য় বিশ্বযুদ্ধ হবে,,ঐ যুদ্ধ চলাকালিন সময়ে,, ধোয়ার কারনে আকাশ দিনের বেলায়ও অন্ধকার দেখাবে।। আর মানুষ সেই দিন সুরা আদ-দুখানের ১০ নং বানির বাস্তবতা দেখতে পাবে।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,,

((অতএব,,আপনি সেই দিনের অপেক্ষা করুন,, যে দিন আকাশ সুস্পষ্ট ধোয়ায় ছেয়ে যাবে!

সুরাঃ আদ-দুকান। আয়াতঃ ১০))

প্যারাঃ (৩৪)

★ সাত মাস ব্যাপি ধোয়ার আযাবে
বিশ্ব থাকিবে লিপ্ত।
দুই-তৃতীয়াংশ মানব হাড়াইবে প্রান,,
রব থাকিবেন ক্ষিপ্ত।।

ব্যাক্ষাঃ এই ৩য় বিশ্বযুদ্ধর সময় সাত(৭) মাস ধোয়ার কারনে পৃথিবি অর্ধ-অন্ধকার থাকিবে।

$# হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) বলেন,,, কিয়ামতের বড় ১০ টি আলামতের মধ্যে,, একটি হলো,,
আকাশ কালো ধোয়ায় ছেয়ে যাবে))

Scanned by CamScanner

আর এই যুদ্ধের এই অবস্থার
কারনটা হয়তো,,আমরা সবাই বুঝতেই পারছি যে,, ২০২৫ সালে যদি এরুপ যুদ্ধ সংঘটিত হয়,,তাহলে, নিশ্চই তা,, অতি আনবিক, হাইড্রোজেন, পারমাণবিক সহ সকল প্রকার শক্তিসালি যুদ্ধ অস্র ব্যবহৃত হবে। যার বিষ্ফরনের ফলশ্রুতিতে,,
পৃথিবির আকাশ ধোয়ায় ঘিড়ে যাবে।
অসংখ্য অগনিত, মানব-দানব, পশুপাখি, গাছপালা মারা যাবে।।
ফসল উৎপাদন হবে না।
হাদিস অনুযায়ি ইমাম মাহদির প্রকাশের পুর্বে ২ ধরনের মৃত্যু দেখা যাবে।
(১) স্বেত মৃত্যু = ৩য় বিস্বযুদ্ধের কারনে পরিবেশ নষ্ট হয়ে ১-২ বছর ফসল উৎপা দন না হওয়ার ফরে সংঘটিত দুর্বিক্ষ (খড়া) র কারনে।
(২) লোহিত মৃত্যু= যুদ্ধে রক্তপাতের কারনে মৃত্যু।
------*******---------*********------***
#প্যারাঃ (৪০)
★ অবিশ্বাসি জাতির উপর
গজব নাজিল হবে তখন-
পচিশ সনের মহা সমরে
ধোয়ার আযাব আসিবে যখন।
[ভবিৎষতবানী অনুযায়ি]
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

প্রশ্নঃ((১৯)) এই বিশ্বযুদ্ধ কবে সংঘটিত হবে???
♦উত্তরঃ যেহেতু এই বিশ্বযুদ্ধ, গাজোয়াতুল হিন্দের সময় কালেই উৎপত্তি হবে,
আর এটাও প্রমান করেছি,
গাজোয়াতুল হিন্দ ২০২৪ সালে হবে, এবং গাজোয়াতুল হিন্দ কয়েক মাস চলা কালিন সময়ে বিশ্বযুদ্ধ লেগে যাবে।
সুতরাং, ২০২৫ সালের দিকেই, এই ৩য় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটীত হবে।

Scanned by CamScanner

আগামী কথন পৃথীমালা তে বলা হয়েছে,
প্যারাঃ (২৭).....
♥দ্বিতিয় বিশ্ব সমর শেষে
আষি বর্ষ পর,,,
শুরু হবে ফের অতি ভয়াবহ,
তৃতীয় বিশ্ব সমর।
ব্যাক্ষাঃ লেখক,,আস -শাহরান প্রকাশ করেছেন,যে,,
দ্বিতিয় বিশ্ব যুদ্ধ শেষ হবার ৮০ বছর পর,, আরো ভয়াবহ আকারে ৩য় বিশ্ব যুদ্ধ শুরু হবে।
আমরা সবাই জানি যে, ২য় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে,,
১৯৪৫ সালে।
অতএব,,
১৯৪৫+৮০=২০২৫ সাল।
অর্থাৎ,, ২০২৫ সালেই গাজওয়াতুল হিন্দের সময়ই,,,৩য় বিশ্বযুদ্ধের সুচনা হবে।
(ভবিৎষতবানি অনুযায়ি)।
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

প্রশ্নঃ ((২০)) এই বিশ্বযুদ্ধে কত মানুষ মারা যাবে? পৃথিবির কি অবস্থা হবে??

♦ উত্তরঃ এই তৃতিয় বিশ্বযুদ্ধ হলো পৃথিবির সর্বশ্রেষ্ঠ ভয়ংকর যুদ্ধ।
কেননা, এই যুদ্ধে যে যতটা ভয়ংকরি পারমানবিক, ও অত্যাধুনিক, অস্ত্র ব্যবহার হবে, তা আর কোন দিনও, কোন সময়ে ব্যবহার করা হয়নি,।
এই বিশ্বযুদ্ধে বলা হয়েছে পৃথিবির ৩ ভাগের ২ ভাগ মানুষই মারা যাবে।
বেচে রবে শুধু ১ ভাগ।
হাদিছে বলা হয়েছে, ইমাম মাহদীর প্রকাশের পুর্বে মহাযুদ্ধ হবে। পৃথিবির অর্ধেকেরও বেশি মানুষ মারা যাবে।
(মাহদির আগমনের সঠিক জ্ঞান রাখলেই বুঝতে পারবেন, কি হতে চলেছে)

Scanned by CamScanner

এবং
আগামী কথনে বলা হয়েছে,
সাত মাস ব্যপি ধোয়ার আযাবে বিশ্ব থাকিবে লিপ্ত,
দুই- তৃতিয়াংশ মানুষ হাড়াইবে প্রান,রব থাকিবেন ক্ষিপ্ত।
তাহলে বুঝুন,
কতটা ভয়ংকর হবে এই যুদ্ধটা।।

♦ **পর্বঃ((৬))**

♦""গাজোয়াতুল হিন্দের সূচনা থেকে সমাপ্তি - তা থেকেই কি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের উৎপত্তী?""
(যুদ্ধকালিন সময়ে করনীয় -বর্জনীয় এবং নুহ (আঃ) এর কিস্তির সাদৃশ্য কোন নিরাপও বর্তমান পেক্ষাপট) ♥

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

টপিকের মধ্য হতে এখন
চলছেঃ বিশ্বযুদ্ধের সাল,সময়,সমাপ্তি, আধুনিকতার অধ্বঃপতন, মাহদি ও মাহমুদ প্রসঙ্গঃ
(২৫ টি প্রশ্নত্তর সহ ধারাবাহিক আয়োজন)
আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি ভালো আছেন।
একটু সময় নিয়ে পড়ুন।
আশা করি এটা আপনার অনেক উপকার করবে।
চলুন শুরু করা যাক---

****

প্রশ্নঃ ((২১))তৃতিয় বিশ্ব যুদ্ধের স্থায়িত্বকাল ও সমাপ্তি কিভাবে?

♦ উত্তরঃ আমরা সবাই এতক্ষনে এটা আপাদতো বুঝতে পেরেছি যে, এই সময় যদি বিশ্বযুদ্ধ বাধে তাহলে বিশ্বযুদ্ধে বেশি সময় লাগবে না।
কারন,এখন তো আর তরবারি দিয়ে যুদ্ধ হবেনা।
পারমানবিক অস্র সহ সকল মারাত্মক যুদ্ধাস্র,
মাত্র হাতেগোনা কয়েক মিনিটের মধ্যেই ধ্বংশ করে দিতে পাড়ে এব

Scanned by CamScanner

বৃহত্তম অংশ।
তা তো আর আপনাদের কে বিস্তারিত বলতে হবেনা।
আর যেহেতু এই যুদ্ধের স্থায়িত্বকাল নিয়ে হাদিছ নেই,
তবে, আগামী কথন" এ লেখক" আস শাহরান"
ভবিৎষ্যতবানি করে বলেছেন যে,
♣ সাত মাস ব্যাপি ধোয়ার আযাবে,
বিশ্ব থাকিবে লিপ্ত।
দুই-তৃতিয়াংশ মানুষ হাড়াইবে প্রান
রব থাকিবেন ক্ষিপ্ত।
তাহলে বোঝাইযাচ্ছে ধোয়ার আযাব ৭ মাস চলবে
আর এই ধোয়া কোন গ্রহ নক্ষত্রের বিস্ফোরণের কারনে নয়,বরং
পারমানবিক অস্ত্রের কারনে হবে।
এবং গাজোয়াতুল হিন্দ সহ প্রায় ১ বছর খানেক যুদ্ধ চলবে।
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

প্রশ্নঃ ((২২)) বিশ্বযুদ্ধের এতটা ধ্বংশ লিলা চলার পর কি এই আধুনিক বিশ্বের অস্তিত্ব টিকে থাকবে??

বিশ্বযুদ্ধের পর নতুন এক পৃথিবি,
আধুনিকতার অধ্বপতন ও তার কারন।
♦ উত্তরঃ
বন্ধুরাঃ এই বিশ্বযুদ্ধটি মুলতো পৃথীবির বুকে, সর্বাধিক মারাত্বক যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ব্যবহৃত সকল পারমানবিক,বৈদ্যুতিক, হাইড্রোজেন অস্ত্র,সহ সকল, আধুনিক জ্বালানি সমৃদ্ধ অস্ত্র হুলো বিস্ফোরিতো হবে।
যার ফল শ্রুতিতে পৃথিবি ধোয়ায় ছেয়ে যাওয়াটা স্বাভাবিক।
এবং, প্রান হারাবে কোটি কোটি মানুষ,পশু-পাখি,।
ধ্বংশ হবে গাছপালা,।
থাকবেনা, পর্যাপ্ত পরিমান অক্সিজেন,
পড়ে রবে শুধুই, বিধ্বঃস এক পৃথীবি।

Scanned by CamScanner

এক ঝড় যেন সবকিছু অগোছালো করে দিয়ে গেছে।
যেন, নুহের প্লাবন,হুদের ঝঞ্জাবায়ু, লুতের পাথর বৃষ্টির সংমিশ্রণ।
পরে রবে শুধু ছাই,
ভারি বাতাস, গরম জল, রক্তের দুর্গন্ধে চারিদিক ছেয়ে যাবে। বাতাসে মানুষ,পশুপাখির মৃত দেহ পুরে হওয়া ছাই উরতে থাকবে।
• বিশ্ব যুদ্ধের পর, আর আধুনিকতা থাকবেনা!
আর বিল্ডিং গুলো পাহাড়ের উপর মাথা তুলে দাড়িয়ে থাকবেনা।
হাতে হাতে আর স্মার্ট ফোন থাকবেনা।
ঘড়ে ঘড়ে আর টিভি,ফ্রিজ, ফ্যান, বৈদ্যুতিক সংযোগ থাকবেনা।
আধুনিকতার কোন অংশের অস্তিত্বই আর অবশিষ্ট থাকবেনা!
কারনঃ এই সকল অস্ত্র যখন গোটা বিশ্বে বিস্ফোরিত হবে,তখন বিশ্বের সকল দেশগুলো ধ্বংস হবে।
এবং অগ্নিক্রীড়ার মাধ্যমে সকল বিদ্যুৎ উৎপাদন পক্রিয়া নষ্ট হবে।
সকল ইঞ্জিন চালানোর জ্বালানি জ্বলে পুরে শেস হয়ে যাবে। কোন ধরনের ইঞ্জিন সৃষ্টি করা যাবেনা।
ম্যাগনেট একশান নষ্ট হবে,
এভাবেই পৃথীবি থেকে আধুনিকতা চিরোতরে বিদায় নিবে।

বিঃদ্রঃ যারা বলেন যে, ইমাম মাহদী,ইছা(আঃ)ও দাজ্জালের আমলে আধুনিকতা থাকবে,
তাদের কাছে, অনুরোধ, তারা যেন, একটু ছবুর করেন,
আমার পরবর্তি আয়োজন,
(মাহদির পুর্বেই আধুনিকতার অধ্বঃপতন)
প্রকাশ করার পর এই নিয়ে তর্ক বিতর্ক করবেন
এর আগে নয়।
কারন
এটা আমার বর্তমান আলোচ্য বিষয় নয়।
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Scanned by CamScanner

প্রশ্নঃ((২৩)) ইমাম মাহমুদ ও ইমাম মাহদী প্রসঙ্গঃ

♦উত্তরঃ

♦ ইমাম মাহদির পুর্বে ^^ ইমাম মাহমুদ^^ এর প্রকাশ ঘটিবে।

হাদিছঃ

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্নিত,

রছুল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ এ উম্মাতের সাহায্যার্থে প্রতি শতাব্দিতে এমন একজন, ব্যক্তিকে, পাঠাবেন (মুজাদ্দিদ) ---যে দ্বীনের তাজদিদ/সংস্কার সাধন করবে!

(আবু দাউদ শরিফ, অধ্যায়ঃ যুদ্ধ-বিগ্রহ, শতাব্দির বর্ননার ১ নং হাদিছ)

*** হাদিছেরর সুত্র বলেঃ

(১)যখনি ইসলামের কোন কিছুর ক্ষতি হবে, তার ১০০ বছরের মাথায় একজন আল্লাহ প্রদত্ব ব্যক্তির আগমন ঘটবে।

(২) সেই ব্যক্তিকে মুজাদ্দিদ বা ধর্ম সংস্কারক বলা চলে।

(৩) সে ১০০ বছরের মাথায় দ্বীনের সংসোধন করবেন, ত্রুটিমুক্ত করবেন।

(যেমনঃ যখন জেরুজালেম ক্রুসেডারদের দখলে চলে গিয়েছিলো, তার ১০০ বছরের মাথায়, গাজি সালাহউদ্দিন (র) জেরুজালেম কে উদ্ধার করেছিলেন।)

♣

আমাদের নিকটবর্তি সময়ে ১৯২৪ সালে উসমানী খেলাফত ধ্বংশ হয়েছিলো।

তাহলে হাদিছের সুত্রানুসারে ১০০ বছরের মাথায় অর্থাৎ,

২০২৪ সালে কেউ একজন আল্লাহ প্রদত্ব ব্যক্তির আগমন ঘটিবে।

---

oooooooooooooooo

এখন, অনেকেই বলছেন,এবারের ১০০ বছরের মাথায় ইমাম মাহদীর আগমন ঘটবে।

Scanned by CamScanner

কিন্তু, অন্য একটি হাদিছে বর্নিত আছে,
হযরত আবু কুবাইল (রাঃ) বলেন,
খেলাফত ধ্বংশের ১০৪ বছরের মাথায়, ইমাম মাহদীর উপর মানুষ ভির করবে।
ইবনে লাহইয়া বলেন,উক্ত খিলাফতটি
অন আরবিয়ো।
[আল-ফিতান, ন্যুয়াইম বীন হাম্মদ:-৯৬২]
আমরা সবাই জানি যে, একমাত্র অনারবীয় খেলাফত ই হলো তুর্কি খেলাফত।
যা১৯২৪ সালে শেষ হয়।
এর ১০৪ বছরের মাথায়,অর্থাৎ,২০২৮ সালেই তাহলে ইমাম মাহদির আগমন ঘটবে।ইংশাআল্লাহ।
????
তাহলে আবু দাউদের হাদিছটির ব্যাক্ষা কি হবে??
১০৪ বছরের মাথায় (২০২৮ সালে) মাহদী আসলে,,
প্রতি ১০০ বছরের মাথায় যে মুজাদ্দিদের আগমন হবার কথা,সে কোথায়??
♣ ইমাম মাহদী ১০০ বছরের মাথায় আসবেন না বলেই, আলাদা করে ১০৪ বছর উল্লেখ হয়েছে।
তাহলে, আবু হুরাইরা (রাঃ) এর হাদিছ অনুযায়ি ১০০ বছরের মাথায় কে আসবেন,?? (২০২৪ সালে)
আপনারা জানেন তিনিই ইমাম মাহমুদ
*******----------*********
----------**********----------
(১)#হযরত ফিরোজ দায়লামি (রাঃ)- থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
মোহাম্মাদ (ছাঃ) বলেছেন,,,
আখেরী জামানায়, ইমাম মাহদী র পূর্বে ইমাম মাহমুদ-এর প্রকাশ ঘটবে। সে বড় যুদ্ধের শক্তির যোগান দিবে। তার যামানায় মহাযুদ্ধের বজ্রাঘাতে বিশ্বের অধ্বঃপতন হবে,এবং বিশ্ব এই সময়ে ফিরে আসবে। সে তার

Scanned by CamScanner

সহচর বন্ধু কে সাথে নিয়ে যুদ্ধ পরিচালোনা করবে-যে বেলাল ইবনে বারাহ-এর বংশোদ্ভুত হবে।
তোমরা তাদের পেলে যানবে,ইমাম মাহদীরর প্রকাশের সময় হয়েছে।
(আসরে যুহরি,১৮৭ পৃঃ
তারিখে দিমাশাকঃ২৩৩ পৃঃ
ইলমে তাছাউফঃ ১৩০ পৃঃ
ইলমে রাজেনঃ ৩১৩ পৃঃ
বিহারুল আনোয়ারঃ ১১৭ পৃঃ)
উক্ত হাদিছ টি এই পাচটি গ্রন্থে উল্লেখ্য রয়েছে।
অধিকাংশ মুহাদ্দিছগন ব্যক্ত করেছেন,উক্ত হাদিছটি ছহিহ, কেউ কেউ বলেছেন,হাসান।)
এবং,(২)
#আবু বছির (রঃ) বলেন, যাফর সাদিক (রঃ) বলেছেন,
মাহদীর আগমনের পূর্বে, এমন একজন খলিফার আবির্ভাব ঘটবে, যিনি হবেন, মাতার দিক থেকে কাহতানি এবং পিতার দিক থেকে কুরাঈশী। তার নাম মাহদীর নামের সাথে কিছুটা সাদৃশ্যমান হবে এবং তার পিতার নামও কিছুটা মাহদীর পিতার নামের সাদৃশ্যমান হবে।
(ইলমে তাছাউফ ঃ ১২৮ পৃঃ
তারিখে দিমাশাকঃ ২৩২ পৃঃ)
[প্রথম হাদিছটি বলছে, মাহদির আগে মাহমুদের প্রকাশ ঘটবে। আর দ্বিতিয় টি বলছে, মাহদির পুর্বে এমন একজন খলিফার প্রকাশ ঘটবে যার নাম মাহদির নামের কিছুটা সাদৃশ্য হবে।
যেহেতু, মাহদির নাম হবে ----
*(মুহাম্মাদ। = চিরো প্রশংসিত।)
তার সাদৃশ্য হলো (মাহমুদ = চিরো প্রশংসিত।)
তাহলে হাদিছ থেকে পাওয়া গেলো, মাহদির পুর্বে মাহমুদের আত্মপ্রকাশ ঘটিবে।

Scanned by CamScanner

২য় হাদিছ বলছে, ইমাম মাহমুদ মায়ের দিক থেকে কাহতানি হবেন। অর্থাৎ, কাহতান গোত্রের হবেন।
#হাদিছ বলে কাহতান গোত্র থেকে ২ জন লাঠি ওয়ালার প্রকাশ ঘটবে।
(১) একজন, যে মানুষদের কে লাঠি দ্বরা পরিচালোনা করবে।
(২) দুই কান ছিদ্র বিশিষ্ট, বড় কপাল বিশিষ্ট, যার চরিত্র প্রায়ই মাহদীর মত হবে। সে ২০ বছর শাষন করবে।
**
আগামী কথনে লেখক লিখেছেনঃ
ইমাম মাহমুদের হাতেও বিষেস লাঠি থাকবে।
আর তার সাথে তার সহচর বন্ধুও থাকবে।
(প্যারাঃ ৩৮)
(তাহলে ইমাম মাহমুদ ই হবেন,কাহতানির ১ম লাঠি ওয়ালা।।।।। যে কিনা মাহদির পুর্বে আসবেন।
এবং
অন্য যায়গায় বলেছেন,
কাহতান গোত্রের কান ছিদ্র,বড় কপাল বিশিষ্ট, মুনসুর নামের আরেক জন, খলিফা মাহদির পর,২০ বছর খেলাফতে থাকবেন।
যা কিতাবুল ফিতানের হাদিছের সাথে মিল রয়েছে।)
(আল্লাহই ভালো জানেন)

উপরক্ত হাদিছ বলছে,
ইমাম মাহদির পুর্বেই** ইমাম মাহমুদ ** এবং তার সহচর বন্ধু সাহেবে কিরানপ্রকাশ ঘটবে।
আগামী কথনে লেখক, আস্-শাহরান বলেছেন,
২০২৩ সালে ফুরাত নদির স্বর্নের পাহাড় প্রকাশ পাবার পরপরই (হয়তো ২০২৪) এবং তৃতিয় বিশ্বযুদ্ধের (২০২৫) এর আগে, ইমাম মাহমুদ ও তার সহচর বন্ধু সাহেবে কিরানের প্রকাশ ঘটিবে।
তারাই গাজোয়াতুল হিন্দের প্রধান দুই সেনাপতি হবেন।

Scanned by CamScanner

ক্বাসিদাহ তে শাহ নেয়ামতউল্লাহ (র) বলেছেন,
সাহেবে কিরান,,,+,, হাবিবুল্লাহ,,,
হাতে নিয়ে সমসের।
খোদায়ী মদদে ঝাপিয়ে পড়িবেন,
ময়দানে যুদ্ধের।
(ক্বাসিদাহ। প্যারাঃ৪৪)
০ অর্থাৎ, লেখক বলেছেন,
গাজওয়াতুল হিন্দের নেতা হবেন, হাবিবুল্লাহ এবং সাহেবে কিরান।
এবং ** আগামী কথনে লেখক বলেছেন যে, ইমাম মাহমুদের উপাধী ই হলো *হাবিবুল্লাহ।*
এবং তার সহচর বন্ধুর উপাধীই হলো *সাহেবে কিরান।*
তারাই গাজোয়াতুল হিন্দের নেতৃত্ব দিবেন এবং ৩য় বিশ্বযুদ্ধের সুচনা করবেন।
আর তৃতিয় বিশ্বযুদ্ধেই ২০২৫ সালে আধুনিকতা বিনষ্ট হয়ে যাবে।
তার ৩ বছরের মাথায় ২০২৮ সালেই ইমাম মাহদী প্রকাশ পাবেন।
****

আর হাদিছও বলছে,
মাহমুদের জামানায় বড় যুদ্ধ সংঘটিত হবে(গাজোয়াতুল হিন্দ ও ৩য় বিশ্বযুদ্ধ)...
০বজ্রাঘাতে(পারমানবিক অস্রের কারনে) বিশ্ব বিধ্বঃস্ত হবে।
০ তারপর বিশ্ব সেই যুগে ফিরে যাবে। (নবীজি (ছাঃ)-- এর যুগের মত হয়ে যাবে। আধুনিকতা বিহিন।
তাহলে বোঝাগেলো,,খেলাফত হাড়ানোর ১০০ বছরের মাথায় (২০২৪ সালে)
ইমাম মাহমুদ প্রকাশ পাবেন
এবং খেলাফত হাড়ানোর ১০৪ বছরের মাথায় (২০২৮ সালে) ইমাম মাহদী প্রকাশ পাবেন।ইংশাআল্লাহ!
(হাদিছ দ্বাড়া প্রমানিত)

Scanned by CamScanner

পর্বঃ((৭)) শেষ পর্ব♦

♦''''গাজোয়াতুল হিন্দের সূচনা থেকে সমাপ্তি - তা থেকেই কি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের উৎপত্তী?''''

(যুদ্ধকালিন সময়ে করনীয় -বর্জনীয় এবং নুহ (আঃ) এর কিস্তির সাদৃশ্য ও বর্তমান পেক্ষাপট) ♥

****

♦টপিকের মধ্য হতে এখন

চলছেঃ ♣হযরত নূহ(আঃ) এর জামানা ও বর্তমান জামানা,

♣মহা প্লাবনে নূহ (আঃ)- এর নৌকা, এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে নৌকার সাদৃশ্যমান কোন নিরাপদ স্থান।

এবং যুদ্ধকালীন সময়ে করনীয় বর্জনীয়, ও বর্তমান পেক্ষাপট ♣

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

(২৫ টি প্রশ্নত্তর সহ ধারাবাহিক আয়োজন)

আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি ভালো আছেন।

একটু সময় নিয়ে পড়ুন।

আশা করি এটা আপনার অনেক উপকার করবে।

চলুন শুরু করা যাক---

****

♣শেষ পর্বঃ

♣ নুহ (আঃ) এর কিস্তি বা নৌকার সাদৃশ্য কোন নিরাপদ স্থান♣

প্রশ্নঃ((২৪)) উপরের বাকি ২৩ টি প্রশ্নত্তর পড়ে যা বুঝতে পারলাম,

নূহ (আঃ) জামানায় এক মহা প্লাবন হয়েছিলো। ৩য় বিশ্বযুদ্ধও ঠিক তেমনি যেন ''''দ্বিতীয় প্লাবন''''..... তো নূহ (আঃ)- এর প্লাবনে তো কিছু সংখ্যক মানুষ তার তৈরী কিস্তি/নৌকায় চড়ে নিরাপদ স্থান পেয়েছিলো,

Scanned by CamScanner

তাহলে এই বিশ্বযুদ্ধের মত প্লাবনে কি কোন নিরাপদ স্থান থাকবেনা?? যেমন নূহ(আঃ) নৌকা ছিলো???

• উত্তরঃ আমরা জানি, হযরত নূহ (আঃ) হলেন, গোটা মানব জাতির জন্য, প্রেরিত প্রথম রছুল।

নূহ (আঃ)-এর কাহিনিঃ
আল্লাহ তা'আলা নূহ (আঃ)-কে সাড়ে নয়শত বছরের সুদীর্ঘ জীবন দান করেছিলেন। তিনি এক পুরুষের পর দ্বিতীয় পুরুষকে অতঃপর তৃতীয় পুরুষকে শুধু এই আশায় দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছিলেন যে, তারা ঈমান আনবে। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী অক্লান্তভাবে দাওয়াত দেওয়া সত্ত্বেও তারা ঈমান আনেনি।
মূলতঃ এই সময় নূহ (আঃ)-এর কওম জনবল ও অর্থবলে বিশ্বে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। সংখ্যাধিক্যের কারণে ইরাকের ভূখন্ড ও পাহাড়েও তাদের আবাস সংকুলান হচ্ছিল না। আল্লাহর চিরন্তন নীতি এই যে, তিনি অবাধ্য জাতিকে সাময়িকভাবে অবকাশ দেন (বাক্বারাহ ২/১৫)। নূহের কওম সংখ্যাশক্তি ও ধনাঢ্যতার শিখরে উপনীত হয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। তারা নূহ (আঃ)-এর দাওয়াতকে তাচ্ছিল্য ভরে প্রত্যাখ্যান করেছিল।
নূহ (আঃ) তাদেরকে দিবারাত্রি দাওয়াত দেন। কখনো গোপনে কখনো প্রকাশ্যে অর্থাৎ সকল পন্থা অবলম্বন করে তিনি নিজ কওমকে দ্বীনের পথে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেন (নূহ ৭১/৫-৯)।
আব্দুল্লাহপুর ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, এই সুদীর্ঘ দাওয়াতী যিন্দেগীতে তিনি যেমন কখনো চেষ্টায় ক্ষান্ত হননি, তেমনি কখনো নিরাশও হননি। সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে নানাবিধ নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েও তিনি ছবর করেন। কওমের নেতারা বললোঃ
'হে নূহ! যদি তুমি বিরত না হও, তবে পাথর মেরে তোমার মস্তক চূর্ণ করে দেওয়া হবে' (শো'আরা ২৬/১১৬)।

Scanned by CamScanner

তবুও বারবার আশাবাদী হয়ে তিনি সবাইকে দাওয়াত দিতে থাকেন। আর তাদের জন্য দো'আ করে বলতে থাকেন,- 'হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমার কওমকে ক্ষমা কর। কেননা তারা জানে না' (তাফসীর কুরতুবী, সূরা নূহ)।

ওদিকে তাঁর সম্প্রদায়ের অনীহা, অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্য এবং ঔদ্ধত্য ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব বলেন, 'নিহত কোন নবী ব্যতীত অন্য কোন নবী তার কওমের নিকট থেকে নূহের মত নির্যাতন ভোগ করেননি' (ইবনু কাছীর, সূরা আ'রাফ ৫৯-৬২)।

বলা চলে যে, তাদের অহংকার ও অত্যাচার চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল এবং পাপ ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। ফলে এক পর্যায়ে নূহ (আঃ) স্বীয় কওমকে ডেকে বললোঃ

'হে আমার কওম! যদি তোমাদের মাঝে আমার অবস্থিতি ও আল্লাহর আয়াত সমূহের মাধ্যমে তোমাদের উপদেশ দেওয়া ভারি বলে মনে হয়, তবে আমি আল্লাহর উপরে ভরসা করছি। এখন তোমরা তোমাদের যাবতীয় শক্তি একত্রিত কর ও তোমাদের শরীকদের সমবেত কর, যাতে তোমাদের মধ্যে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ না থাকে। অতঃপর আমার ব্যাপারে একটা ফায়ছালা করে ফেল এবং আমাকে মোটেও অবকাশ দিয়ো না'। 'এরপরেও যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। তবে জেনে রেখ, আমি তোমাদের কাছে কোনরূপ বিনিময় কামনা করি না। আমার বিনিময় কেবলমাত্র আল্লাহর নিকটেই রয়েছে। আর আমার প্রতি নির্দেশ রয়েছে যেন আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই'। 'কিন্তু তারপরও তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল...' (ইউনুস ১০/৭১-৭৩)।

বলা বাহুল্য যে, এটা ছিল কওমের দুরাচার নেতাদের প্রতি নূহ (আঃ)-এর ছুঁড়ে দেওয়া চ্যালেঞ্জ, যার মুকাবিলা করা তাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না।

এ সময় আল্লাহ পাক অহী নাযিল করে বলেন,

-

Scanned by CamScanner

‘তোমার কওমের যারা ইতিমধ্যে ঈমান এনেছে, তারা ব্যতীত আর কেউ ঈমান আনবে না। অতএব তুমি ওদের কার্যকলাপে বিমর্ষ হয়ো না’ (হূদ ১১/৩৬)।

গযবের কারণ

আল্লাহ বলেন, ‘তাদের পাপরাশির কারণে তাদেরকে (প্লাবনে) ডুবিয়ে মারা হয়েছিল। অতঃপর তাদেরকে (কবরের) অগ্নিতে প্রবেশ করানো হয়েছিল। কিন্তু নিজেদের জন্য আল্লাহর মুকাবেলায় কাউকে তারা সাহায্যকারী পায়নি’

(নূহ ৭১/২৫)।

উপরোক্ত আয়াতে বুঝা যায় যে, পথভ্রষ্ট সমাজনেতাদের সাথে পুরা সমাজটাই পাপে নিমজ্জিত হয়েছিল। যেজন্য সর্বগ্রাসী প্লাবনের গযবে তাদেরকে ডুবিয়ে ধ্বংস করা হয়।

এমনকি মৃত্যুর পর বরযখী জীবনে তাদেরকে কবর আযাবের অগ্নিকুন্ডে প্রবেশ করানো হয়েছে, সেকথাও আল্লাহ বলে দিয়েছেন। এতদ্ব্যতীত ক্বিয়ামতের দিন তাদের জন্য জাহান্নাম যে সুনিশ্চিত, সেকথাও বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেননা তারা সেদিন মুক্তির জন্য কোন সুফারিশকারী পাবেনা।

((শিক্ষণীয় বিষয় : সমাজপরিচালনার জন্য সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ ব্যাপারে দল ও প্রার্থীবিহীন ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করা আবশ্যক।))

• নূহের প্লাবন ও গযবের কুরআনী বিবরণ

এ বিষয়ে সূরা হূদে পরপর ১২টি আয়াত নাযিল হয়েছে। যেমন, চূড়ান্ত গযব আসার পূর্বে আল্লাহ নূহ (আঃ)-কে বললেন,

‘তুমি আমার সম্মুখে আমারই নির্দেশনা মোতাবেক একটা নৌকা তৈরী কর এবং (স্বজাতির প্রতি দয়া পরবশ হয়ে) যালেমদের ব্যাপারে আমাকে কোন কথা বলো না। অবশ্যই ওরা ডুবে মরবে’ (হূদ ১১/৩৭)।

আল্লাহ বলেন, ‘অতঃপর নূহ নৌকা তৈরী শুরু করল। তার কওমের নেতারা যখন পাশ দিয়ে যেত, তখন তারা তাকে বিদ্রুপ করত। নূহ তাদের

Scanned by CamScanner

বলল, তোমরা যদি আমাদের উপহাস করে থাক, তবে জেনে রেখো তোমরা যেমন আমাদের উপহাস করছ, আমরাও তেমনি তোমাদের উপহাস করছি' (৩৮)। '

অচিরেই তোমরা জানতে পারবে লাঞ্ছনাকর আযাব কাদের উপরে আসে এবং কাদের উপরে নেমে আসে চিরস্থায়ী গযব' (৩৯)।

আল্লাহ বলেন, 'অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে গেল এবং চুলা উদ্বেলিত হয়ে উঠল, (অর্থাৎ রান্নার চুলা হ'তে পানি উথলে উঠলো), তখন আমি বললাম, সর্বপ্রকার জোড়ার দু'টি করে এবং যাদের উপরে পূর্বেই হুকুম নির্ধারিত হয়ে গেছে, তাদের বাদ দিয়ে তোমার পরিবারবর্গ ও সকল ঈমানদারগণকে নৌকায় তুলে নাও। বলা বাহুল্য, অতি অল্প সংখ্যক লোকই তার সাথে ঈমান এনেছিল' (৪০)। '

নূহ তাঁদের বলল, তোমরা এতে আরোহণ কর। আল্লাহর নামেই এর গতি ও স্থিতি। নিশ্চয়ই আমার প্রভু অতীব ক্ষমাশীল ও দয়াবান' (৪১)। '

অতঃপর নৌকাখানি তাদের বহন করে নিয়ে চলল পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গমালার মাঝ দিয়ে। এ সময় নূহ তার পুত্রকে (ইয়ামকে) ডাক দিল- যখন সে দূরে ছিল, হে বৎস! আমাদের সাথে আরোহণ কর, কাফেরদের সাথে থেকো না' (৪২)। '

সে বলল, অচিরেই আমি কোন পাহাড়ে আশ্রয় নেব। যা আমাকে প্লাবনের পানি হ'তে রক্ষা করবে'। নূহ বলল, 'আজকের দিনে আল্লাহর হুকুম থেকে কারু রক্ষা নেই, একমাত্র তিনি যাকে দয়া করবেন সে ব্যতীত। এমন সময় পিতা-পুত্র উভয়ের মাঝে বড় একটা ঢেউ এসে আড়াল করল এবং সে ডুবে গেল' (৪৩)।

অতঃপর নির্দেশ দেওয়া হ'ল, হে পৃথিবী! তোমার পানি গিলে ফেল (অর্থাৎ হে প্লাবনের পানি! নেমে যাও)। হে আকাশ! ক্ষান্ত হও (অর্থাৎ তোমার বিরামহীন বৃষ্টি বন্ধ কর)। অতঃপর পানি হরাস পেল ও গযব শেষ হ'ল। ওদিকে জূদী পাহাড়ে গিয়ে নৌকা ভিড়ল এবং ঘোষণা করা হ'ল, যালেমরা নিপাত যাও' (৪৪)।

Scanned by CamScanner

'এভাবে, নূহ (আঃ) জাতি ধ্বংশ হলো।

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

বর্তমান জামানাঃ আমরা দেখেছি,

নুহ (আঃ) এর জামানায় গজব এসেছিলো ২ টি কারনে।

১) দাম্ভিহকতা ও অহংকার করে, আল্লাহ বিমুখ হওয়া

'

এবং

২) হযরত নূহ(আঃ) এর দাওয়াত অ-স্বিকার করে, তার উপর অন্যায় অবিচার,অত্যাধিক অত্যাচার করার কারনে।

এখন প্রশ্ন হলো হাদিছ বলছে,

মাহদী নয়, বরং মাহমুদ এর জামানায় বিশ্বযুদ্ধ হবে।

আর আমরা জানি,

এই বিশ্বযুদ্ধই এক মহা প্লাবন!

নূহ (আঃ)- এর প্লাবনের মতই!

তাহলে এতবড় শাস্তির কি কারন????

কারন রয়েছে, যুক্তিপুর্ন উদাহরন গ্রহন করা আবশ্যকিয়!

আমার ব্যাক্তি গত মতামত হলো এবারের মহা প্লাবনের কারনও ২ টি।

দুইটি কারন, নুহ আঃ এর জাতীর কারন ২টির অনুরুপ।

যথাঃ ১) দাম্ভিহকতা ও অহংকার করে আল্লাহ বিমুখী হওয়া!

এবং

২) ইমাম মাহমুদ এর দাওয়াত অস্বিকার করে, তার উপর অন্যায়, অবিচার, অত্যাধিক অত্যাচার করা।

!!!

?????????????????????

হ্যা বন্ধুরা। এটাই সর্বাধিক যুক্তিপুর্ন কারন।

♦ এখন প্রশ্ন করতে পারেন, যে, তাহলে কি,, "গাজোয়াতুল হিন্দ"/ দ্বিতিয় কারবালা★ এর পূর্বেই ইমাম মাহমুদ প্রকাশ্য দাওয়াত দিবেন??

তার বেলায়েতের উপর, ইমান আনার জন্য??

Scanned by CamScanner

উত্তরে বলতে পাড়ি ঃ হ্যা।
(আল্লাহু আলাম)
কেননা! যুক্তি তাই বলে
এবং যদি # আগামী কথন # দেখি তাহলে আরও বেশি নিশ্চিত হতে পারবো।
সেখানে বলা হয়েছে যে,
প্যারাঃ (৩৫)
★ ভয়ংকর এই শাস্তির কারন,
বলে যাই আমি এক্ষনে।
নিম্নের কিছু কথা তোমরা,,,
রাখিও স্মরনে।।।
ব্যাক্ষাঃ লেখক বলেছেন যে,, এই ৩য় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে মানুষজাতিকে এতটা কঠিন শাস্তি কেন দেওয়া হবে?? তার কিছু কারনও রয়েছে,,,,,যা তিনি প্রকাশ্যে এনেছেন।
#প্যারাঃ (৩৬)
★ মহা সমরের পুর্বে দেখিবে,,
প্রকাশ পাইবেন "মাহমুদ।"
পাশে থাকিবেন "শীন" ও "জ্যোতি"-
সে প্রকৃতই রবের দুত।।
ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ বলেছেন যে,, যখন কোন জাতি পাপাচারে লিপ্ত হয়,, তখন ততক্ষন পর্যন্ত আমি ধ্বংশ করিনা,যতক্ষন না সেখানে আমার পক্ষথেকে একজন সতর্ককারি না পাঠাই।
ইতিহাসও তাই বলে। তাহলে ২০২৫ সালে যে এতটা ধ্বংশলিলা চলবে,,, তা বর্তমানে বিশ্বের দিকে তাকালেই বুঝতে পারছি যে কেন!
তাহলে,নিশ্চই ধ্বংশের পূর্বেই একজন সতর্ককারীকে আল্লাহ পাঠাইবেন।।
তারই পরিচয় লেখক আস-শাহরান দিয়েছেন,,।
তিনি বলেছেন,, সেই আল্লাহ পদত্ত ব্যাক্তি টির পরিচয়টা হলো,, তিনি,,,,,

Scanned by CamScanner

★ ইমাম আল মাহমুদ★।
তার পাশে থাকবে "শীন" (সহচর বা বন্ধু)
(উল্লেখ্য যে শীন হলো তার নামের ১ম হরফ, পুরো নাম প্রকাশ হয়নি)
একটু স্মরন করনু,, আগামী কথন এর (৫),,,,(১৯),,, (২০)এবং (২১) নং প্যারা গুলো। সেক্ষানে বলা আছে,,
শীন"ও মীম" এর কথা। (যারা গাজওয়াতুল হিন্দেরর সেনাপতি ও নেতা)
বলা আছে
**শীন সেতো সাহেবে কিরান,
মীম এ "হাবিবুল্লহ"(২০)
এবং,, আরো বলা আছে যে,,
**** হাবিবুল্লাহ প্রেরিত আমির,,
সহচর তার সাহেবে কিরান।(২১)
অতএব,,,, "মীম " হরফে শুরু নাম (মাহমুদ),,তার উপাধি হলো হাবিবুল্লাহ।। (আল্লাহরর পক্ষ থেকে প্রধান নেতা)
শীন হরফে নামের শুরু(পুরো নাম জানা যায়নি)""" তার উপাধি হলো,,"" সাহেবে কিরান """...!!{ গাজওয়াতুল হিন্দের সেনাপতি-- এবং উসমানি তরবারির ধারক-বাহক}
((তিনিও আল্লাহর মননিত ব্যাক্তি,,, প্রধান আমিরের সহচর/ বন্ধু))
অর্থাৎ,,, এই ইমাম মাহমুদ ই হচ্ছেন হাবিবুল্লাহ এবং তার সহচর বন্ধুই হচ্ছেন সাহেবে কিরান।
তাদের দুজনের নেতৃত্বেই "গাজওয়াতুল হিন্দ" হবে।
তাদের পরিচয় ২০২৫ সালের পুর্বেই প্রকাশিত হবে।ইংশাআল্লাহ।
[ভবিৎষতবানি অনুযায়ি]।
#প্যারাঃ (৩৮)...
★ হাতে লাঠি,,পাশে জ্যোতি,,,
সাথে সহচর "শীন"।।
মাহমুদ এসে এই জমিনে,,
প্রতিষ্ঠা করিবেন দ্বীন।।

Scanned by CamScanner

#ব্যাখ্যাঃ এখানে*** ইমাম মাহমুদের** কথা বলা হয়েছে,,, ।
তার হাতে একটি লাঠি থাকবে। (হয়তো বিষেশ গুন সমৃদ্ধ),,,,, পাশে জ্যোতি থাকবে,,,,(হয়তো জ্যোতি বলতে, আলো বা জ্ঞান বোঝানো হয়েছে। বা অন্য কিছু। আল্লাহ জানেন)
এবং সাথে থাকবে,সহচর শীন।(সাহেবে কিরান)!
আর মাহমুদ পরিশেষে দ্বিন প্রতিষ্ঠা করবেন। (গাজওয়াতুল হিন্দের মধ্য দিয়ে)...
#প্যারাঃ (৩৯)
★ "সত্য"-সহ করিবেন আগমন
তবুও করিবে অস্বিকার।।
হক্কের উপর করবে বাতিল,,
কঠিন অন্যায় -অবিচার।।
ব্যাক্ষাঃ আস শাহরান বলেছেন যে,,,ঐ ইমাম মাহমুদ,
সত্য সহ আগমন করবেন। তবুও তাকে অস্বিকার করবে অধিকাংশ মানুষ। আর সেই হক পন্থিদের উপর বাতিলপন্থি খুবই অন্যায় অবিচার করবে।
#প্যারাঃ (৪০)
★ অবিশ্বাসি জাতির উপর
গজব নাজিল হবে তখন-
পচিশ সনের মহা সমরে
ধোয়ার আযাব আসিবে যখন।
*ব্যাক্ষাঃ আমরা কুরআনে বর্নিত ইতিহাসে পাই যে,,
হযরত সালেহ (আ) কে অবিশ্বাস করায়, সামুদ জাতি ধ্বংশ হয়েছিল।
হযরত হুদ (আ) কে অবিশ্বাস করায়, আদ জাতি ধ্বংশ হয়েছিল
হযরত লূত (আ) কে না মানায়,তার জাতি ধ্বংশ হয়েছিল।
নূহ (আ) কে না মানার কারনে,,গোটা পৃথিবির উপর প্লাবনের আযাব এসেছিলো।

Scanned by CamScanner

তারই ধারাবাহিকতায়,,
** ইমাম মাহমুদ★ কে অবিশ্বাস ও অসিকার, অববিচার,অত্যাচার করার কারনে ২০২৫ সালে এই আযাব নাজিল হবে।
[ভবিৎষতবানী অনুযায়ি]
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
এখন কথা হচ্ছে,
নুহ(আ:) এর উপর যারা ইমান এনেছিলো, তারা তো মহা প্লাবনে নৌকায় নিরাপত্তা পেয়েছিলো, তাহলে ইমাম মাহমুদ এর উপর যারা ইমান আনবে তারা কি কোন নিরাপদ স্থান পাবেনা??
♦উত্তরঃ হ্যা। নিশ্চই
অবশ্যই কোন নিরাপদ স্থান থাকবে।
কেননা,
()আমরা যানি, যে,,, যখন নুহ (আঃ) এর জাতি, ছালেহ (আঃ), হুদ (আঃ), ইব্রহিম(আ:),লুত (আঃ), শুয়াইব (আঃ), মুছা (আলাইহিমাস সালাম) দের জাতি গজবে ধ্বংশ হয়েছিলো, তখন মুমিনগন নিরাপদেই ছিলেন।
এখন বন্ধুরা,আপনারা যদি আমাকে প্রশ্ন করেন যে,
, বর্তমানে কি সেই নিরাপদ স্থান??
তাহলে বলবো,
দুঃখিত, তা আমার জানার সাধ্যের বাইরে।
তবে, ,, যেহেতু ইতিহাস বারবার সাক্ষ্য দেয়,তাই নিশ্চিতভাবে বলছি, নিরাপদ স্থান থাকবে।
তবে কি সেই নিরাপত্তা তা আমার জানার বাহিরে।
কেননা, তা আল্লাহই ভালো জানেন এবং ইমাম মাহমুদ ও সাহেবে কিরান হয়তো জানবেন।
কিন্তু তারা যে কে? কোথায় থাকে, কোথায় আছেন, কি অবস্থায় আছেন, তা আল্লাহই ভালো জানেন।
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Scanned by CamScanner

♣প্রশ্নঃ ((২৫)) বর্তমান পেক্ষাপট ও যুদ্ধ কালিন সময়ে করনীয় -বর্জনীয় কী???

♦উত্তরঃ বন্ধুরা, চাইলেই আমি,
এই " দ্বিতীয় কারবালা থেকে গাজোয়াতুল হিন্দ" এবং তৃতিয় বিশ্বযুদ্ধ" পর্যন্ত এই ভয়ংকর মহা যুদ্ধে
আমাদের কি কি করনীয় এবং কী কী বর্জনীয়"
তার একটি লম্বা তালিকা আপনাদের মাঝে তুলে ধরতে পারতাম।
কিন্তু, আমি আর আপনাদের চিন্তিত মস্তকের উপর বোঝা না চাপিয়ে, সহয-সরল ভাবে উপস্থাপন করলাম!
★ বন্ধুরা আমরা জানি যে,
বাংলাদেশের"""" দ্বিতীয় কারবালা""★থেকে শুরু হবে ""গাজোয়াতুল হিন্দ।""
এই গোটা বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্তও মুসলমানদের সেনাপতিত্ব করে যাবেন,
ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহ
এবং তার বন্ধু
সাহেবে কিরান"""""
আর "গাজোয়াতুল হিন্দ" থেকে শুরু হবে, """তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ""".....
তাহলে এই গোটা সিস্টেমে,
মুসলিম দের নেতৃত্বে থাকবেন, ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহ ও সাহেবে কিরান।
♦তারাই আল্লাহ পদত্ত মননিত নেতা।
♦তারাই, ইসলামের দুর্দশাগ্রস্থ দিন সংস্কারক।
♦ তারাই আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত
♦তারাই, বাংলার ঘনিয়ে আশা ঝড়ের সময় বাধ সরুপ
♦তারাই দ্বিতীয় কারবালার সময়ে প্রতিবাদ জানাবে,
♦ তারাই প্রথমত তাদের কিছু সংখ্যক অনুসারিদের নিয়ে জিহাদের ডাক দিবেন
♦তারাই প্রথম ""উসমানি"" তরবারি নিয়ে জিহাদের ময়দানে নামবেন।

Scanned by CamScanner

•তাদের দলেই শত শত,লক্ষ লক্ষ মানুষ যোগ দিবে, হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে
•তারাই গাজোয়াতুল হিন্দের মহা নায়ক।
•তারাই সফলকাম
• নিরাপদ স্থানের সংবাদ প্রাপ্ত।
• তারাই গোটা হিন্দুস্থানে ইসলামি খেলাফত কায়েমকারী।
•অতএব, সে সময় তারাই,
জান্নাতের পথ-প্রদর্শন কারী।
অতএব,,, আমাদের একমাত্র করনীয় হলোঃ
···· ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহ এবং সাহেবে কিরান···· এর দলে যোগদান করে, তাদের সাথে অমরন জিহাদ করা, কাফির মুশরিক দের বিরুদ্ধে।
কেননা, তারাই আমাদের পৌছে দিতে পারে সফলতার দারপ্রান্তে এবং পৌছে দিতে পারে
•ইমাম মাহদী •পর্যন্ত।
যুদ্ধকালীন সময়ে বর্জনীয়ঃ
• যুদ্ধ কালীন সময়ে
আমরা যা যা করবো না তা হলোঃ
১) কখনই দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করবো না!
কেননা, যুদ্ধ যখন শুরু হবে, তখন হঠাৎ করেই কারবালা থেকে গাজোয়াতুল হিন্দ এবং গাজোয়াতুল হিন্দ থেকে ৩য় বিশ্বযুদ্ধে পরিনিত হয়ে যাবে।
আর সে যুদ্ধে পৃথীবির ৩ ভাগের ২ ভাগ মানুষই মারা যাবে।
অতএব, উক্ত যুদ্ধে আমাদের মৃত্যু যদি লিখিতই থাকে, তাহলে আমাদের পালানোর সময়ও মৃত্যু হবে।
কিন্তু যদি বিরত্বের সহিত আমরা
হাবিবুল্লাহ ও সাহেবে কিরানের দলের সাথে মিলিত হয়ে,
মালাউনদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে থাকলে কিন্তু আমাদের হবে,
•শহিদি মৃত্যু•
আলহামদুলিল্লাহ।।

Scanned by CamScanner

আর যদি মৃত্যু লিখিত না থাকে, যদি আমরা সেই ৩ ভাগের ১ ভাগের অন্তর্ভুক্ত হই তাহলে আমরা জিহাদের পর,
হবো জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি প্রাপ্ত ইংছান।
হবো বদর ও উহুদের যোদ্ধাদের সমান মর্যাদার অধিকারি।
হবো জান্নাতি।
আর যদি ২০২৫ সালেও বেচে যাই,তাহলে ২০২৬ সালে হবো,
জমিনের বুকে, ভারতীয় উপমহাদেশ তথা,
বাংলাদেশ, ভারত,পাকিস্থান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান ও মায়ানমারের বুকে স্বাধিন মুসলিম।
তাই কোন ক্রমেই ভুল পদক্ষেপ নেওয়া চলবেনা।
সঠিক পদক্ষেপ আমাদের কে ইহকাল ও পরকালে নাযাত দিবে।
আমিন।
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

বিঃদ্রঃ এই মহা গজবে, পুর্বের ন্যায় যে শুধু ইমানদারগনই বেচে থাকবে না নয়।

কারন, পৃথিবির ৩ভাগের এক ভাগ বেচে থাকবে।
তাছাড়াও, ইমাম মাহদি, ও তার লোক জন, মুনসুরের দল বল, শুয়াইব ইবনে ছালেহর লোকজন, খোরাসানী যোদ্ধাগন, আবু সুফিয়ানির সৈন্য দল, কিছু ইহুদি নাছারা, সাধারন পাবলিকও বাচবে।
কিন্তু আরামদায়ক ভাবে,নিরাপত্তা দিবে, কোন আল্লাহর নির্বাচিত স্থান।
আর এই উপমহাদেশে হাবিবুল্লাহ তার উছিলা।
inbox এবং comment box এ আসা প্রশ্ন ও তার উত্তর নিয়ে আয়োজন

Scanned by CamScanner

পাঠকের ♦♦ প্রশ্ন-উত্তর♦♦

পর্বঃ (১) প্রশ্নঃ(১)

পোষ্টঃ ইমাম মাহদী ও ঈছা(আ:) একই সময়ে আসবেন না।

প্রশ্নঃ দাজ্জাল প্রকাশ পাবার পর যে যুবক কে হত্যা করবেন,, তার জন্ম হয়ে গেছে, ২০০৪ সালে। তাহলে কি করে দাজ্জাল অনেক পরে আসবে?

উত্তরঃ বন্ধুরা আমিও জানি আর আপনারাও জানেন যে, এই ধরনের একটি তথ্য সম্প্রতি সময়ে খুব আলোচনায় রয়েছে।

সুত্রঃ একটি ভিডিও তে একজন আলেম তা প্রকাশ করেছেন

, ঘটনাঃ একটি শিশু বলেছিলো, যে সে সেই ব্যক্তি, যাকে দাজ্জাল হত্যা করবে। আর স্কলার, মুফতি সহ অনেক গবেষক রিসার্চ করে বলেছেন ঐ শিশুই সেই হাদিছের বর্নিত যুবক হবেন।

[YouTube]

ফায়ছালাঃ

ঐ শিশুই যদি হাদিছে বর্নিত যুবক হয়,

আর ২০০৪ সালে যদি জন্ম হয় তাহলে, ১৮-২০ বছর পর, তাকে হত্যা করা হলে, তখন ২০২২-২০২৪ সাল হবে।

আর ছহিহ হাদিছ বলে,

ফুরাত নদীর পানি শুকিয়ে, যাবে, অতপর,

সোনার পাহাড় প্রকাশ পাবে। তার ৬ বছরের মাথায় ইমাম মাহদির প্রকাশ ঘটবে এবং ক্ষমতায় বসবেন।

আর মুফতি ও অগনিত সাধারন মানুষদের মুফতিদের

কথা অনুযায়ি,,

মাহদির শাষনের সপ্তম বছরে,দাজ্জালের প্রকাশ ঘটবে।

আর Global Watar Form এর একটি রিসার্চ অনুযায়ি বলা হয়েছে, ফুরাত নদির পানি শুকাতে,এখনো ৩-৪ বছর লাগবে।

Scanned by CamScanner

তাহলে, ২০২২-২০২৩ সালে হয়তো সোনার পাহাড় উন্মুক্ত হবে।
তবে,
আবু হুরায়রা(রোঃ) এর হাদিছ বলছে,
চতুর্থ ফিৎনা সিরিয়ার ফিৎনা।
যা ১২ বছর চলবে।
তার শেষ মাথায় ফুরাতের ধনভান্ডার প্রকাশিত হবে।,
যদি সিরিয়ার বর্তমান ফিৎনাই ৪র্থ ফিৎনা হয় তাহলে তা ২০১১ সাল থেকে চলছে।
১২ বছর চললে হবে ২০২৩ সাল।
তাহলে ২০২৩ সালেই এই ফুরাতের ধনভান্ডার প্রকাশ হবে ইংশাআল্লাহ!
**********-**********
তার ৬ বছর পর মাহদির প্রকাশ হবে
২০২৮ থেকে ২৯ এর দিকে।
(যদিও ইমাম মাহদির ২৮ সালে প্রকাশের ১২ টি হাদিছের প্রমান রয়েছে)
আর অধিকাংশের কথা অনুযায়ি,মাহদির
৭ বছরের মাথায়, দাজ্জালের আগমন হবে।
(যদিও ছহিহ হাদিছ বলে, মাহদি ও দাজ্জালের মধ্যে রয়েছে, বিরাট দুরত্ব... তার প্রমান পেতে হলে,
আমার পোষ্ট ""
**ইমাম মাহদি ও ইছা (আঃ) একই সময়ে আসবেননা"" দেখুন।)
****-**********
তাহলে, ২০২৮-২৯ সালে মাহদির প্রকাশ এবং তার ৭ বছর পর যদি দাজ্জাল আসে, তখন হবে,
২০৩৫ বা ২০৩৬ সাল।
তাহলে ঐ সময়, এই ২০০৪ সালে জন্ম নেয়া,শিশুটির বয়স হবে
৩১ থেকে ৩২ বছর।
আর আমরা এটাও জানি,, , মাহদির শাষনের ৭ ম বছর কনস্টান্টিনোপল

Scanned by CamScanner

বিজয়ের কথা রয়েছে, এবং হাদিছ বলছে , তাহলে মাহদির শাষনের অস্টম-নবম বছরে দাজ্জাল বের হবে। সুত্রানুযায়ী।
তাহলে তখন ঐ যুবকের বয়স হবে ৩৫-৩৬ বছর।
আর হাদিছ বলে ১৮-২০ বছর হতে হবে।
তাহলে বোঝা গেলো ঘটনাটা ভুল।
যদিও হাদিছ টির কোনই নির্ভরযোগ্য সনদ নেই।
তাহলে আমরা বুঝলাম,
ঐ যুবক হাদিছের সেই যুবক নয়।
আশা করি সবাই উত্তরটা পেয়েছেন।

♦♦প্রশ্ন-উত্তর♦♦

পর্বঃ (২) প্রশ্নঃ(২)

পোষ্টঃ "দুয়ারে দাড়িয়ে দ্বিতীয় কারবালা"

প্রশ্নঃ সিরিয়ার যুদ্ধ কেন শুরু হয়েছে এবং কবে শেষ হবে?

♦ উত্তরঃ
সিরিয়া যুদ্ধ শুরু হয়েছিল যে জন্যঃ
****
মুলত এক বালকের জন্যঃ
ঘটনায় পরে আসছি,চলুন আগে যেনে নেই,
কিছু ভবিৎষ্যত বানি।
** হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন একটা যুদ্ধ হবে। যার শুরুতে থাকবে ছোটদের খেলাধুলা। (ছোটদের খেলা থেকেই যুদ্ধ শুরু হবে)। যুদ্ধটি এমন হবে যে, এক দিক দিয়ে থামলে আরেক দিক দিয়ে (যুদ্ধের আগুণ) প্রজ্জলিত হয়ে উঠবে। যুদ্ধ শেষ হবে না, এমতবস্থায় আকাশ থেকে এক সম্বোধনকারী (জিব্রাইল আঃ) সম্বোধন করে বলবে- অমুক ব্যক্তি নেতা। আর ইবনুল মুসাইয়িব

Scanned by CamScanner

তার দুই হাত গুটাবেন ফলে তার হাত দুটো সংকুচিত হয়ে যাবে। অতপর তিনি এই কথাটি তিন বার বললেন, সেই আমীর বা নেতাই সত্য।
[আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৭৩]
** হযরত ইবনুল মুসাইয়িব (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন সিরিয়ায় একটি যুদ্ধ হবে। যার শুরুটা হবে শিশুদের খেলাধূলা (দিয়ে)। অতপর তাদের এযুদ্ধ কোন ভাবেই থামবে না। আর তাদের কোন দলও থাকবে না। এমনকি আকাশ থেকে এক সম্বোধনকারী সম্বোধন করে বলবে, তোমাদের উপর অমুক ব্যক্তি। এবং সুসংবাদদাতার হাত উত্থিত হবে।
[আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৯৭৭]
২০১১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ১৪ বছর বয়সী ৭ম শ্রেণীর ছাত্র মুয়াইয়া সিয়াসনেহ টেলিভিশনে তিউনেশিয়া ও মিশরের প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে সরকার বিরোধী খবর দেখে দক্ষিণ সিরিয়ার দারা শহরে নিজের স্কুলের দেয়ালে সরকার বিরোধী স্লোগান লেখে। রাতের বেলা পুলিশ এসে তাকে সহ আরো ৩ বন্ধুকে আটক করে মারাত্মক নির্যাতন করে।
যার কারণে দারা শহরে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পরে, এবং পরবর্তীতে যা পুরো সিরিয়াতে ছড়িয়ে পরে। পরিস্থিতি খারাপ দেখে বাশার আল আসাদ সেনাবাহিনী মোতায়েন করে এবং তাদের কে নির্দেশ দেয় বিক্ষোভকারীদের সরাসরি গুলি করতে।
কিন্তু সেনাবাহিনীর কেউ কেউ গুলি করতে অস্বীকার করে। তারপর সেনাবাহিনীর সেই বিদ্রোহী অংশটি নিয়ে ঘটিত হয় FSA।
তারপর যুক্তরাষ্ট্র ও তার আরব দেশের মিত্ররা বিদ্রোহীদের অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে।
২০১২ সালে আল কায়দা আফগানিস্তান থেকে কিছু প্রশিক্ষিত যোদ্ধা সিরিয়াতে পাঠায় এবং ইরাকের ইসলামিক ইস্টেট কে সিরিয়াতে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। সাম্প্রতিক কালে,
HTS এর কমান্ডার আবু মুহাম্মদ জুলানী বলেন, মাত্র ৫ টি AK47 রাইফেল দিয়ে তারা সিরিয়া যুদ্ধের যাত্রা শুরু করে।
,,আর আবু হুরায়রা(রা) একটি হাদিছ বলে,

Scanned by CamScanner

অন্ধকার অন্ধত্বপুর্ন ফিৎনা(সিরিয়ার যুদ্ধ)
১২ বছর চলবে। অতঃপর, ফুরাতের সোনার পাহাড় উন্মচিত হবে,।
তাহলে, ২০১১+১২= ২০২৩..
জানা গেলো , ২০২৩ সালে।
তবে, কোন কোন মুহাদ্দিছগন বলেছেন,১২ বছরের মাথায় ফুরাতের ঘটনা ঘটলেও যুদ্ধ চলবে
১৮ বছর চলবে।
২০১১+১৮= ২০২৯...
তাহলে হতে পারে, তা মাহদী র বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তা শেষ হবে।
আল্লাহ মালুম।
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

•• প্রশ্ন-উত্তর••
পর্বঃ(৩) প্রশ্নঃ(৩)
পোষ্টের নামঃ •গাজোয়াতুল হিন্দ•-এর সূচনা থেকে সমাপ্তি - তা থেকেই কি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের উৎপত্তী???
(যুদ্ধকালীন সময়ে করনীয় - বর্জনীয় এবং নূহ (আঃ) এর কিস্তির সাদৃশ্য কোন নিরাপদ স্থান ও বর্তমান পেক্ষাপট)
প্রশ্নঃ হাদিছ বলছে মাহদির উপর ১০৪ বছর পর মানুষ ভির করবে। তাহলে এটা সৌরের হিসাবে ১০০ হলে, চন্দের হিসাবে ৯৭ বছর হয়। তাহলে মাহদির আগমনের হিসাব টি কেমন হবে?
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
উত্তরঃ প্রথমেই চলুন, হাদিছ টি দেখে নেই---
♥ হযরত আবু কুবাইল (রাঃ) হতে বর্নিত,তিনি বলেন, খেলাফত ধ্বংশের ১০৪ বছরের মাথায়, মানুষ ইমাম মাহদির উপর ভির করবে।
ইবনে লাহইয়া বলেন, উক্ত খেলাফত ও হিসাবটি আজমী/ অনারবীয়।
[আল ফিতানঃ নুয়াইম বীন হাম্মদঃ -৯৬২]

Scanned by CamScanner

**********----------
এখন হাদিছ টি ফলো করুন।
বার বার পড়ে দেখুন!
দেখুন বলা আছে হিসাব টি আজমী।
অর্থাৎ, আরবীয় হিসাবের বাইরে।
----------++++++++
এটাও জেনে রাখুন, এই হাদিছে চাদের নয় সুর্যের হিসাব হবে।
কেননা,
আরবীদের মধ্যেই প্রথম চন্দ্রের হিসাবে --হিজরী সন প্রবর্তন করা হয়।
আরবের বাইরে হিজরী সন ছিলোনা।
• কিন্তু আজমী হিসাব/ ইছাঈ সন বা খ্রীঃ সন হযরত ইছা (আঃ) এর থেকে।
তাহলে ইবনে লাহইয়া আমাদের বলে গেছেন,
হিজরী/ চন্দ্রের হিসাবে নয়,বরং
সৌরের হিসাবে করতে হবে।
•_____==========
তাহলে বোঝা গেলো,
উক্ত হিসাবটি সৌর হিসাবে করতে হবে।
==========
★এখন দেখি সেটা কোন খেলাফত??
আমরা যদি দেখি, চার খলিফা, উমাইয়া খেলাফত,আব্বাসি খেলাফত,
ফাতেমীয় খেলাফত সহ সকল খেলাফতই আরব দের দ্বাড়া সৃষ্ট।
কিন্তু একমাত্র, উসমানি খেলাফত/বা তুর্কি খেলাফত
আজমী বা অনারবীয়।
আর এই তুর্কি খেলাফত, আনুষ্ঠানিক ভাবে,
১৯২৪ সালে ধ্বংশ করা হয়।
তাহলে তার ১০৪ বছরের মাথায় মানুষ মাহদির উপর ভির করবে।
তথা,
১৯২৪+১০৪=২০২৮ সাল।

Scanned by CamScanner

তাহলে জানা গেল ২০২৮ সালে মাহদি আসবেন।
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
যদিও চন্দের হিসাব টেনে এনে কিছু মুফতি ও মানুষগন,
একটা ছহিহ ও সাবলিল হিসাব কে কঠিন করে ভুল ব্যাক্ষা করছে।
অতএব,
ফায়ছালাঃ চন্দ্রের নয়, সুর্যের হিসাব হবে।
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
আপনাদের কোন প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট বক্সে জানান,
পরবর্তিতে উত্তর দেওয়া হবে।
একটি জরুরি সংবাদ!
♦♦সবাই কেন মাহদী /ঈছা (আঃ) / দাজ্জাল কে নিয়ে পড়ে আছি???♦♦
আর কি কোন আগমন বাকি নেই?
চলুন যানা যাক-------
১মে ২ টি হাদিছ পড়ে নেই।
((১))হযরত ফিরোজ দায়লামি (রাঃ)- থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, আখেরী জামানায়, ইমাম মাহদী র পূর্বে ইমাম মাহমুদ-এর প্রকাশ ঘটবে। সে বড় যুদ্ধের শক্তির যোগান দিবে। তার যামানায় মহাযুদ্ধের বজ্রাঘাতে বিশ্বের অধ্বঃপতন হবে,এবং বিশ্ব এই সময়ে ফিরে আসবে। সে তার সহচর বন্ধু "সাহেবে কিরান বারাহ" কে সাথে নিয়ে যুদ্ধ পরিচালোনা করবে-যে বেলাল ইবনে বারাহ-এর বংশোদ্ভুত হবে।
তোমরা তাদের পেলে যানবে,ইমাম মাহদীরর প্রকাশের সময় হয়েছে।
(আসরে যুহরি,১৮৭ পৃঃ
তারিখে দিমাশাকঃ২৩৩ পৃঃ
ইলমে তাছাউফঃ ১৩০ পৃঃ
ইলমে রাজেনঃ ৩১৩ পৃঃ
বিহারুল আনোয়ারঃ ১১৭ পৃঃ)
উক্ত হাদিছ টি এই পাচটি গ্রন্থে উল্লেখ্য রয়েছে।
অধিকাংশ মুহাদ্দিছগন ব্যক্ত করেছেন,উক্ত হাদিছটি ছহিহ, কেউ কেউ বলেছেন,হাসান।)

Scanned by CamScanner

এবং
((২))#আবু বছির (রঃ) বলেন, যাফর সাদিক (রঃ) বলেছেন,
মাহদীর আগমনের পূর্বে, এমন একজন খলিফার আবির্ভাব ঘটবে, যিনি হবেন, মাতার দিক থেকে কাহতানি এবং পিতার দিক থেকে কুরাঈশী। তার নাম মাহদীর নামের সাথে কিছুটা সাদৃশ্যমান হবে এবং তার পিতার নামও কিছুটা মাহদীর পিতার নামের সাদৃশ্যমান হবে।
(ইলমে তাছাউফ ঃ ১২৮ পৃঃ
তারিখে দিমাশাকঃ ২৩২ পৃঃ)

((আমরা কেবল মাত্র ছিয়াহ ছিত্তার ৬ টি হাদিছ গ্রন্থ নিয়েই বসে আছি। কিন্তু ফিৎনার জামানা সংক্রান্ত সকল দুর্বল গ্রন্থের হাদিছ ও বাস্তবায়নের শতকরা হার ৯০%.))
এই হাদিছ টির কি হবে?????????
******------*********------********------****
এবার চলুন ব্যাক্ষা করা যাকঃ
#হযরত ফিরোজ দায়লামি (রাঃ)- থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, মুহাম্মাদ(ছাঃ) বলেছেনঃ
♦আখেরী জামানায়, ♦ইমাম মাহদী ♦র পূর্বে
♦ ইমাম মাহমুদ-♦এর প্রকাশ ঘটবে।
♦সে বড় যুদ্ধের শক্তির যোগান দিবে। (বিশ্বযুদ্ধ) (হতে পারে 3rd wourld war)
♦তার যামানায় মহাযুদ্ধের বজ্রাঘাতে(পারমানবিক অস্রের আঘাতে)
♦ বিশ্বের অধ্বঃপতন হবে,এবং বিশ্ব এই সময়ে ফিরে আসবে।
((এই সময় বলতে,,রছুল (ছা) এর সময়ে ফিরে যাবে। অর্থাৎ, পৃথীবি বিশ্বনবীর যুগের মত হয়ে যাবে))
♦সে তার সহচর বন্ধু "সাহেবে কিরান বারাহ" কে সাথে নিয়ে যুদ্ধ পরিচালোনা করবে-যে বেলাল ইবনে বারাহ-এর বংশোদ্ভুত হবে।
(অর্থাৎ, ইমাম মাহমুদের সাথে তার বন্ধুও থাকবে)

Scanned by CamScanner

♦তোমরা তাদের পেলে যানবে,ইমাম মাহদীর প্রকাশের সময় হয়েছে।
(তাদের যখনি পাওয়া যাবে তখন ধরে নিতে হবে মাহদীর প্রকাশ সন্নিকটে)
(আসরে যুহরি,১৮৭ পৃঃ
তারিখে দিমাশাকঃ২৩৩ পৃঃ
ইলমে তাছাউফঃ ১৩০ পৃঃ
ইলমে রাজেনঃ ৩১৩ পৃঃ
বিহারুল আনোয়ারঃ ১১৭ পৃঃ)
উক্ত হাদিছ টি এই পাচটি গ্রন্থে উল্লেখ্য রয়েছে।
অধিকাংশ মুহাদ্দিছগন ব্যক্ত করেছেন,উক্ত হাদিছটি ছহিহ, কেউ কেউ বলেছেন,হাসান।)
#আবু বছির (রঃ) বলেন, যাফর সাদিক (রঃ) বলেছেন,
♦মাহদীর আগমনের পূর্বে, এমন একজন খলিফার আবির্ভাব ঘটবে, যিনি হবেন, মাতার দিক থেকে কাহতানি এবং পিতার দিক থেকে কুরাঈশী।
(অর্থাৎ, সে কাহতানী খলিফা,আবার কুরাঈশী ও)
♦তার নাম মাহদীর নামের সাথে কিছুটা সাদৃশ্যমান হবে এবং তার পিতার নামও কিছুটা মাহদীর পিতার নামের সাদৃশ্যমান হবে।
(ইলমে তাছাউফ ঃ ১২৮ পৃঃ
তারিখে দিমাশাকঃ ২৩২ পৃঃ)
(উপরের হাদিছের সহিত মিলকরন করে পাওয়া যায়,মাহদির নামের মত হলো মাহমুদ।
মুহাম্মাদ (মাহদী) =চিরো প্রশংসিত।
মাহমুদ=চিরো প্রশংসিত
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣^
তাহলে এখন,আপনাদের কাছে প্রশ্নঃ
এই খলিফা কে বাদ দিয়ে, কেনো শুধু মাহদী কে নিয়ে বসে থাকবো?
আমরা তো তাকে পেলেই মাহদী কে পাবো!

Scanned by CamScanner

মাহদি যদি ২০১৯-২০২৩ এর মধ্যেই চলে আসেন,তাহলে এই ইমাম মাহমুদ কখন আসবেন?
আপনাদের কি মত?
আমরা জানি, ছহিহ বুখারী ও মুসলিম শরীফ সহ বেশ কিছু ছহিহ হাদিছ গ্রন্থে একজন গোলাম আযাদকৃত কৃতদাশের বাদশাহ হবার কথা মুহাম্মাদ (ছাঃ) ভবিৎষ্যতবানি করেছেন।
চলুন,হাদিছ দেখে নেইঃ
•সূনান আত তিরমিজী [তাহকীককৃত], অধ্যায়ঃ ৩১/ কলহ ও বিপর্যয়, হাদিস নম্বরঃ ২২২৮
(জাহজাহ নামক মুক্তদাসের রাজ্যাধিকারী হওয়া)
২২২৮। উমার ইবনুল হাকাম (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আবূ হুরাইরা (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জাহজাহ' নামক কোন এক মুক্তদাস অধিপতি না হওয়া পর্যন্ত দিন-রাতের অবসান (কিয়ামাত) হবে না।
সহীহ, সহীহাহ (২৪৪১), মুসলিম।
আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব।
হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih)
• সূনান তিরমিজী (ইফাঃ), অধ্যায়ঃ ৩৬/ ফিতনা অধ্যায়।, হাদিস নম্বরঃ ২২৩১
২২৩১. মুহাম্মদ ইবন বাশশার (রহঃ) ..... আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহ থেকে বর্ণিত যে,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ রাত-দিনের বিনাশ ঘটবে না যতদিন না জাহজাহ নামক জনৈক আযাদকৃত দাস রাজ্যাধিকারী হয়ছে।
[-সহিহাহ ২৪৪১, মুসলিম।]
হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih)
==========

Scanned by CamScanner

এখন প্রশ্ন কী জাগছেনা মনে???
যে এই "জাহজাহ" নামের একজন কৃতদাশ
কবে??
কখন???
কোথায়????
কিভাবে?????
বাদশাহী পাবেন??????

চলুন, তার বাদশাহী পাবার কারন টা হাদিছ থেকে জেনে নেইঃ
♦♦♦♦
♦হযরত কা'বে আহবার রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন মানুষের মাঝে হত্যা ইত্যাদি বৃদ্ধি পাবে তখন লোকজন বলবে এ যুদ্ধ মূলতঃ কুরাইশদের সাথে সম্পৃক্ত।
সুতরাং কুরাইশদেরকে হত্যা করলে তোমরা শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। একথা শুনার পর সকলে মিলে কুরাইশদেরকে এমন ভাবে হত্যা করবে, তাদের একজনও বাকি থাকবেনা।
কিন্তু এরপর গিয়ে মানুষ পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হবে, যেমন জাহেলী যুগে লিপ্ত ছিল এবং কৃতদাশদের মধ্য থেকে একজন গোলাম/দাস কে আযাদ দিয়ে মানুষের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করবে। তার উপর শাষন ভার/বাদশাহী তুলে দিবে।
[কিতাবুল ফিতানঃ-১১৫২।]
==========

আমরা জেনে নিলাম যে, এই জাহজাহ নামক ব্যক্তিটি একজন গোলাম থাকবেন।
সে সময় মানুষের মাঝে বিরাট বিদ্রহ দেখা দিবে, তারা বলবে, আমরা আর কুরাঈশী বংসীয় কোন নেতা চাইনা । তারপর, তারা কুরাইশের

Scanned by CamScanner

সকল নেতা ও মানুষদেরকে হত্যা করবে এবং জাহজাহ কে বাদশা বানাবে।
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
এখন কথা হলো জাহজাহ কে বাদশাহ বানাবে জনগন সমর্থন করে।
তাহলে ঐ সময়কার বাদশা কেও তাহলে হত্যা করা হবে নিশ্চই।
তারপরে তার জায়গায় জাহজাহ কে বসাবে।
তাহলে বোঝা গেলো,ঐ সময়ের বাদশাহও কুরাঈশী হবেন,তাই তাকে হত্যা করে""""" জাহজাহ কে বাদশাহ বানাবে।
((মজার ব্যাপার হলো, জাহজাহ নিজেও কুরাঈশী বংশীয় হবেন। কিন্তু কেউ তা জানবেন না))! কারন, কিয়ামত পর্যন্ত /ইছা (আঃ) পর্যন্ত কুরাঈশ বংশ থেকেই নেতা হবেন, এটা মুহাম্মাদ (ছাঃ) এর কাছে দেওয়া আল্লাহর প্রতিশ্রুতি))

_____
_____=_____=_____
তাহলে,,
আমরা উক্ত হাদিছগুলোর তথ্য থেকে যা যানতে পালাম,তা অনুযায়ী কোন ঘটনা,
মুহাম্মাদ (ছাঃ)- থেকে এখনও পর্যন্ত ঘটেনি।
তাহলে বোঝা গেলো তা সামনের দিনে ঘটবে।
==========[
তাহলে কি প্রশ্ন জাগছেনা???
যে কবে এই ঘটনা ঘটবে????
:চলুন যানা যাকঃ
★হযরত আরতাত (রাঃ) বলেন, মাহদির মৃত্যুর পর, কাহতান গোত্রের উভয়কান ছিদ্র বিশিষ্ট একজন খলিফা হবেন। তার চরিত্র হবে হুবহু মাহদির মত। তিনি বিশ (২০) বছর শাষক হিসেবে থাকার পর,মানুষ তাকে অস্ত্রের দাড়া হত্যা করবে। তারপর,মানুষ এমন একজেনর উপর খেলাফত/বাদশাহি দিবেন, যিনি কায়সার সম্রাটের সহর (ইউরোপ)

Scanned by CamScanner

বিজয় করবেন।তার জামানায় দাজ্জালের প্রকাশ ও হযরত ইছা(আ:)
এর অবতরন হবে।
[আল ফিতান- ১২৩৪]

____
_______________________=________=^^_^_

যেহুতু হাদিছটি বলছে, মাহদির পর যিনি শাষক হবেন,তিনি কুরাঈশ বংসের কাহতান গোত্রের।
আর তাকে মানুষই হত্যা করবে এবং আরেক জনকে বাদশাহ বানাবে।
এখন উপরের তথ্যের সাথে মিলিয়ে দেখুন,
যে এই সেই জাহজাহ। কারন, মানুষ কাহতান গোত্রের নেতাকে হত্যা করবে,কারন তখনকার যামানার মানুষ কুরাঈশী নেতা রাখবেনা তাই এই বাদশাহকে হত্যা করে, জাহজাহ নামের কৃতদাশ কে আযাদ দিয়ে বাদশাহ নিযুক্ত করবেন।
==========================
এখন কথা হলো হাদিছ বলছে, মাহদির পর এই জাহজাহ নামের বাদশার যামানায় দাজ্জাল ও ইছা (আঃ)- আসবেন।
এটাও হাদিছ দ্বাড়া প্রমানিত হলো।
আর যারা দাবি করেন, ইমাম মাহদী ও ইছা (আঃ)- একই সময়ে আসবেন,তারা আমার পোষ্ট
♥♥ ইমাম মাহদী ও ইছা (আঃ) একই সময়ে আসবেন না♥♥ দেখুন।
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
সব কিছুর মধ্যে একটা বিষয় লক্ষ্য করেছেন কি????
লেখক--আস-শাহরান------এর
♦আগামী কথন♦
যে সত্য, তা হাদিছ দ্বাড়া প্রমানিত হলো।
চলুন দেখে নেইঃ
প্যারাঃ (৭৩)
★তাহার পরেই ধরনি বাসি,
আগাইবে পঞ্চান্ন সালে,,

Scanned by CamScanner

জমিনের বুকে আসিবে "জাহজাহ",,
ছিলো সে চোখের আড়ালে,,।।
*ব্যাক্ষাঃ লেখক বলেছেন,, তারপর যখন,২০৫৫ সাল আসবে তখন "জাহজাহ"নামক এক ব্যাক্তির আবির্ভাব ঘটবে। সে নাকি,মানুষের চোখের আড়ালে ছিলো।
অতএব, বোঝা গেলো, এই সেই হাদিছে বর্নিত ""জাহজাহ""")
#প্যারাঃ (৭৪)
★পূর্বে কৃতদাস ছিলেন জাহজাহ,,,
আযাদ দিলেন রব।
ধরনির মাঝে বন্ধ করবেন,
কোলাহলের উৎসব।।
*ব্যাক্ষাঃ এখানে লেখক বলেছেন,, এই ""জাহজাহ"" পূর্বে কৃতদাস ছিলেন। তারপর আল্লাহ নিজেই তাকে আযাদ করেছেন।। আর '"জাহজাহ " যখন আসবে,তখন পৃথিবি তে,কোন একটা বড় কোলাহল (ইকতেলাভ/ মতান্যৈক্য) থাকবে। যার অবসান ঘটাবেন এই "জাহজাহ"। আর এটাও প্রমানিত যে,সেই মতানৈক্য হলো, কুরাঈশী নেতা না রাখা। (যেহুতু, হাদিছ শরিফে, জাহজাহ র বাদসাহি পাবার পূর্ব ঘোসনা রয়েছে, সুতরাং,বোঝাই যাচ্ছে,তিনি ও আল্লাহর মননিত বান্দা)
#প্যারাঃ (৭৫)
*ছাপ্পান্ন তে যাবেন জাহজাহ
শাষন ক্ষমতায়।
দামেস্ক মসজিদে পাইবেন ইমামত,
সৎ চরিত্র ও সততায়।
**ব্যাখ্যাঃ জাহজাহ ২০৫৬ সালে শাষন ক্ষমতায় যাবেন। তার সৎ চরিত্র ও সততার গুণে মানুষের মনে জায়গা করে নিবেন।। সে দামেস্ক এর কোন এক মসজিদে ইমামতি করবেন এবং, রাজ্যপাট দেখাশোনা করবেন।

Scanned by CamScanner

(বিঃ দ্রঃ যেহুতু বাদশাহ মুনসুর ২০৫৮ সাল পর্যন্ত শাষন চালাবে। সেহুতু ২০৫৬ সালে জাহজাহ বিশ্ব বাদশাহি পাবেনা। সে উক্ত ২ বছর দামেস্ক মসজিদ এবং উক্ত মহাদেশ শাষন করবেন।)

(আগামি কথনের ভাষ্যে)

#প্যারাঃ (৭৬)

★ষাটের শেষে দাজ্জাল এসে,
দিবে বিশ্বে হানা,,,।
আল্লাহর রছুল বলে গিয়েছেন
তার থাকবে এক চোখ কানা।

**ব্যাখ্যাঃ সেই ভয়ংকর ফিতনা "" দাজ্জাল"".. *আস-শাহরান **এর ভবিৎষত দ্বানী,,, ২০৬০ সালের শেষের দিকে,,, দাজ্জালের আগমন ঘটবে। আল্লাহর রছুল (ছাঃ) বলেছেন,,, দাজ্জালের ১ চোখ কানা হবে। কপালে "কাফির" লেখা থাকবে।

(দাজ্জালের ব্যাপারে মোটামুটি সবাই জানি,তাই হাদিছ উল্লেখ করা হলো না)

#প্যারাঃ (৭৭)

★মহা মিথ্যুক দাজ্জাল তখন,
করিবে রবের দাবি।
যে জন,করিবে অ-স্বিকার তাকে,
সেই হইবে কামিয়াবি।

**ব্যাক্ষাঃ দাজ্জাল প্রকাশ পেয়ে নিজেকে রব/ সৃষ্টিকর্তা বলে দাবি করবে। তখন,যারা দাজ্জাল কে অ-স্বিকার করবে,তারাই সফলকাম হবে এবং যারা তাকে মেনে নিবে তারাই ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

#প্যারাঃ (৭৮)

★দাজ্জাল সেনাদের তান্ডব লিলায়,
ঘটিবে বিশ্বে বিপর্যয়।

Scanned by CamScanner

জাহজাহ চাইবেন সবার জন্য
রবের রহতমের আশ্রয়।
**ব্যাখ্যাঃ যখন, দাজ্জাল ও তার অনুসারি সন্যরা পৃথিবি তে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে,, তখন বাদশা জাহজাহ আল্লাহর রহমতের আশ্রয় চাইবেন।
#প্যারাঃ (৭৯)
★ সাদা গম্বুজের দামেস্ক মসজিদে
জাহজাহ করিবেন ইমামত।
বাষট্টি সালে " গম্বুজের উপর
রব পাঠাইবেন রহমত।
**ব্যাখ্যাঃ এখানে লেখক বলেছেন যে,, জাহজাহ যে মসজিদে ইমামতি করবেন সেটার রং হবে,, সাদা। গম্বুজ বিসিষ্ট।
আর ২০৬২ সালে রব ঐ মসজিদের সাদা মিনারে রহমত পাঠাইবেন।
#প্যারাঃ (৮০)
★আছরের সময় দেখবে সবাই,
হযরত ঈছা (আঃ) এর আগমন।
সাদা পোষাকে নামিবেন তিনি
দু* পাশে ফিরিস্তা দুজন।
*ব্যাক্ষাঃ আল্লাহু আকবার।
লেখক জানিয়েছন, ২০৬২ সালে দামেস্কের সাদা মসজিদে আছরের ছলাতের সময় গম্বুজের উপর সাদা পোষাক পরিহিত অবস্থায়, দুই ফিরিস্তার কাধে ভর করে নামবেন। ঐ মসজিদেরই ইমাম হলেন "জাহজাহ"!
#প্যারাঃ(৮১)
★ইমাম জাহজাহ যানাইবেন তাকে,
ছলাতে ইমামতির আহ্বান।
হযরত ঈছা (আঃ) বলবেন তাকে,
এ তো আপনারই সম্মান।
**ব্যাক্ষাঃ একটি চিরাচরিত হাদিছ,,,

Scanned by CamScanner

***যখন গম্বুজের উপর ঈছা (আঃ) নামবেন তখন,
মুসলমানদের আমির** ঈছা (আঃ) কে বলবেন,"" আসুন ছলাতের ইমামতি করুন"
তখন ঈছাঃ বলবেন,, না বরং আপনাদের আমির তো আপনাদের মধ্যেই।""""""।
** সারা বিশ্বের মুসলমানেরা ধরে নিয়েছে যে,,,, সেই ইমাম হবেন,,
ইমাম মাহদী '* তার পিছনেই ঈছা (আঃ) ছলাত আদায় করবেন।
কিন্তু কোথাও ইমাম মাহদির নাম বলা হয়নি। বরং বলা আছে,,,"
"** মুসলমানদে◌ আমির"***...
তাই হতেই পারে যে,,সেই আমির হলেন,,, ইমাম জাহজাহ।।
অ-স্বিকার করা যায় না।
(আল্লাহই ভালো জানেন)
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

জুলফি বিশিষ্ট তারকা" যা ইমাম মাহদির আগমনের একটি আলামত।

আছছালামু আলাইকুম।
বন্ধুরা । আসা করি সবাই ভালো আছেন।
আজকের আলোচনার বিষয় বস্তুতে রয়েছেঃ"
[প্রচলিত কিছু ভ্রান্ত ধারনা পরিষ্কার করার প্রচেষ্টা করবো]
♦এখন,কথা হলো, যুলফি তারকার ঘটনা কি সত্য?????
♦কখন এই তারকা উদিত হবে???
♦কেন এই তারকা উদিত হবে???
♦চলুন, হাদিছের আলোকে তার সত্যতা,করনীয়-বর্জনীয় দেখে নেই।
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♥{ ১} যুলফী তারকার ঘটনার যে বিবরনী পাওয়া যায়,তা কি সত্য???

♦উত্তরঃ হ্যা বন্ধুরা, এটা সত্য। কেননা, হাদিছ শরীফে এই ঘটনার ভবিৎষ্যতবানী উল্লেখ পাওয়া যায় কিতাবুল ফিতানে।

Scanned by CamScanner

যদিও হাদিছ্ গুলো ছহিহ নয়। তবে,হাসান-গরিব ও যঈফ এর পর্যায়ভুক্ত।
তবে যেহ্তু মাউযু নয়,তাই গ্রহনীয়।
চলুন হাদিছ্ দেখে নেওয়া যাকঃ
========== ^ ==========

♦ জুলফি বিশিষ্ট একটি তারকা(আগ্নি শিখা) উদিত হবে।

♦হযরত ওলীদ (রহঃ) কা'ব (রহঃ) হতে বর্ননা করেন,তিনি বলেন, হযরত মাহদি এর আগমনের পূর্বে পূর্বাকাশে জুলফি বিশিষ্ট একটি তাঁরকা উদিত হবে।
[আল ফিতানঃ নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৪২]
♦ হযরত কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, এমন একটি তারকা উদিত হবে,যার আলো হবে চন্দ্রের আলোর ন্যায়।এরপর উক্ত তারকা সাপের ন্যায় কুন্ডুলি পাকাতে থাকবে।যার কারনে তার উভয় মাথা একটা আরেকটার সাথে মিলিত হওয়ার উপক্রম হবে। দীর্ঘকার রাত্রে দুইবার ভুমিকম্প হওয়া এবং আসমান থেকে জমিনের দিকে যে তারকাটি নিক্ষিপ্ত হবে,তার সাথে থাকবে বিকট আওয়াজ।এক পর্যায়ে সেটা পূর্বাকাশে গিয়ে পতিত হবে। যা দ্বারা মানুষ বিভিন্ন ধরনের বালা-মুসিবতের সম্মুখিন হবে।
(হাদিস বড় হওয়ায় কেবল শেষ অংশ উল্লেখ করা হল)
[আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৪৩]
♦আবু জাফর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী (রহঃ) বলেন, "যখন পূর্বাকাশে ৩ দিন থেকে ৭ দিন পর্যন্ত আগুনের অগ্নিশিখা দেখতে পাবে, তখন আহলে মুহাম্মদ (সাঃ) এর (ইমাম মাহদীর) জন্য অপেক্ষা কর। একপর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা (হযরত জিব্রাইল আঃ এর মাধ্যমে) মাহদী আঃ এর নাম ঘোষণা করবেন। যা পৃথিবীর সকল মানুষ শুনতে পাবে।
(আল মুত্তাকী আল হিন্দিঃ আল বুরহান ফি আলামত আল মাহদী, পৃষ্ঠা নং - ৩২)

Scanned by CamScanner

♦হযরক কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আসমানের বুকে এক প্রকার লাল বর্ণের আত্মপ্রকাশ করবে।একটি তারকা উদিত হবে যেটা পূর্নিমার রাত্রির মত উজ্জল হয়ে হঠাৎ বাঁকা হয়ে যাবে। হাদীস বর্ণনাকার ওলীদ বলেন, আমার নিকট হযরত কা'ব থেকে সংবাদ এসেছে, তিনি বলেন, পূর্বদিকের এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে, পশ্চিমে জীর্ণতা প্রকাশ পাবে, আসমানে লালিমা দৃশ্যায়ন হবে এবং কেবলার দিকে ব্যাপকহারে মানুষ মারা যাবে।
[আল-ফিতানঃ৬২২]
বন্ধুরা,, আমরা জেনে নিলাম, আকাশে দুইটি তারকার উদয়ন ঘটবে। যারা পরস্পর বিস্ফোরনের মাধ্যমে আকাশের রং কিছুদিন লাল হয়ে যাবে।
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦{২}এই তারকার উদয় কখন হবে???

♦উত্তরঃ যদিও হাদিছে তার কোন দিনক্ষণ প্রকাশ নেই,তবে,অত্যাধুনিক প্রযুক্তিময় বিশ্বের সুবাদে, বিজ্ঞানিগন এই তারকা নিয়ে, তথ্য দিয়েছেনঃ চলুন দেখি বিজ্ঞানিগন কি বলেছেনঃ
যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস প্রদেশের গ্রেন্ড রেপিট মিশিগানের Calvin College এর একদল গবেষক ও খ্যাতিমান জ্যোতির্বিজ্ঞানী প্রসেসর লরেন্স মুলনার বলেছেন,
২০২২ সালে এই প্রথম মানুষ খালি চোখে দুটি তারকার সংঘর্ষ দেখতে পাবে। তবে দুটি তারকার সংঘর্ষের পূর্বে পরস্পরের দিকে কয়েক দিন ঘুরতে থাকবে, এবং এদের আলো চাঁদের আলোর মত উজ্জ্বল হবে। এদের পরস্পরের সংঘর্ষের পর লাল রঙের আভা আকাশে ছড়িয়ে পরবে। (হুবহু হাদিছের বর্ননা)
যা American Astonomical Society (AAS) এর ২২৯ তম বৈঠকে এই গবেষণার বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়। তাদের দাবি,২০১৩ সাল থেকে তারা Binary system বা, একই কক্ষপথে চলা এই দুটি তারকার উপর

Scanned by CamScanner

নজরদারি করে আসছিল এবং তারা তারকা দুটিকে KIC9832227 নামে চিহ্নিত করেছেন।
তাহলে জানা গেলো, বিজ্ঞানিগনের মতে,২০২২ সালে এই তারকা উদিত হবে।(আল্লাহু আলাম)
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

এখন প্রশ্ন জাগতে পাড়ে,, {৩}এই আলামতটি কেন প্রকাশ পাবে???

♦উত্তরঃ বন্ধুরা যদিও এটা আমাদের জন্য গজব সরুপ, তবে তা নিয়ে কথা না বলে, বলছি,
এই আলামতটি ২ টি প্রধান কারনে প্রকাশ পাবে।
(১) ইমাম মাহদির প্রকাশের পুর্বে যে কয়েকটি আলামত প্রকাশ পাবে,তার একটি হলো এই তারকা।
অর্থাৎ, এটা হলো ইমাম মাহদির আগমনের আলামত।
যেমন হাদিছে এসেছে,
আবু জাফর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী (রহঃ) বলেন, "যখন পূর্বাকাশে ৩ দিন থেকে ৭ দিন পর্যন্ত আগুনের অগ্নিশিখা দেখতে পাবে, তখন আহলে মুহাম্মদ (সাঃ) এর (ইমাম মাহদীর) জন্য অপেক্ষা কর। একপর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা (হযরত জিব্রাইল আঃ এর মাধ্যমে) মাহদী আঃ এর নাম ঘোষণা করবেন। যা পৃথিবীর সকল মানুষ শুনতে পাবে। (আল মুত্তাকী আল হিন্দিঃ আল বুরহান ফি আলামত আল মাহদী, পৃষ্ঠা নং - ৩২)
[এখন তার মানে আপনারা যদি ধরে নেন,এই তারকার প্রকাসের পরপরই দ্রুতই ইমাম মাহদী চলে আসবেন হয়তো তাহলে ভুল করছেন। কারন,এগুলো হলো আলামত। যেমন মাহদির আগমনের আরও আলামত হলোঃ সিরিয়ার ফিৎনা সুরু হওয়া, ফোরাত নদির সোনার পাহাড় প্রকাসিত হওয়া, ইমাম মাহমুদ এর প্রকাশ হওয়া, পৃথিবির ৩ ভাগের ২ ভাগ মানুষের মৃত্যু হওয়া,আবু সুফিয়ানির আগমন হওয়া,আকাসে হাত প্রকাশ পাওয়া, রমজানের ১ম ও ১৫ তারিখ সুক্রবার

Scanned by CamScanner

হওয়া, মধ্য রমজানে আওয়াজ, বায়দাহ ধ্বসে যাওয়া ইত্যাদি। এখন এগুলোর মানে এটা নয় যে, মাহদি তখনি প্রকাশ পাবে,বরং এগুলো তার আগমন নিকটে হবার আলামত মাত্র।]

♦এবং কারন (২) এক বছরের খাদ্য মজুদের সতর্কবানী হিসেবে এই তারকা উদিত হবে।

যেমন হাদিছে এসেছেঃ

** হযরত কাসির ইবনে মুররা আল হাজরনী (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আসমানে বিভিন্ন আলামত প্রকাশ পেতে থাকলে মানুষের মাঝে ব্যাপক এখতেলাফ (মতপার্থক্য) দেখা দিবে । তুমি এমন অবস্থা প্রাপ্ত হলে (দেখলে) তোমার সাধ্যানুযায়ী খাবারের মজুদ করে রাখ।

[আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৩৪]

** হযরত খালেদ ইবনে মা'দান (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অতিসত্ত্বর পূর্বদিক থেকে আগুনের তৈরি পিলারের ন্যায় এক নিদর্শন প্রকাশ পাবে। যেটা জমিনের সকলে দেখবে। তোমাদের কেউ এমন যুগ প্রাপ্ত হলে, সে যেন তার পরিবারের জন্য এক বৎসরের খোরাকী (খাদ্য) প্রস্তুত রাখে।

[আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৩৩]

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

(৪) এই তারকার সাথে ১ বছরের খাদ্য মজুদ করার সম্পর্ক কী???????????

♦উত্তরঃ বর্তমানে কিছু মুফতি, আলেম,গবেষকসহ অধিক মানুষের একটি বহুল প্রচলিত ধারনা হলো,

এই জুলফি তারকা/Read Nova Star বিষ্ফরনের পূর্বেই আমাদের ১ বছরের খাদ্য মজুদ করতে হবে।

** ** ** ** ** ** ** **

\♦♦ এই কথটি একেবারেই ভূল♦♦/

Scanned by CamScanner

কারন টা আমি বলছি, কিন্তু নিচের লেকাটুকু পড়ার পুর্বে দীরস্থির হন, ধীরে ধীরে মনযোগ দিয়ে না পড়লে বুঝবেন না।
জুলফী তারকা/Read Nova Star এর সংঘর্ষ যদি ২০২২ সালে হয়,তাহলে কি আমাদের কে ২০২২ এর পুর্বেই ১ বছরের খাদ্য মজুদ করতে হবেনা??
♥ না ♥তখন খাদ্য মজুদ করতে হবেনা।
কেননা, এই তারকা দেখার আগে খাদ্য মজুদ করার কোনই কারন নেই,।
কিন্তু ১ বছরের খাদ্য মজুদ করতে হবে,তখন,,,,,,, যখন এই তারকা আমরা দেখতে পাবো,তারপর খাদ্য মজুদের কাজ করবো।
এখন বলতে পাড়েন,কেন এমন বলছি??
করনটা হাদিছ থেকে দেখে নিনঃ
হযরত কাসির ইবনে মুররা আল হাজরনী (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আসমানে বিভিন্ন আলামত প্রকাশ পেতে থাকলে মানুষের মাঝে ব্যাপক এখতেলাফ (মতপার্থক্য) দেখা দিবে । তুমি এমন অবস্থা প্রাপ্ত হলে (দেখলে) তোমার সাধ্যানুযায়ী খাবারের মজুদ করে রাখ।
[আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৩৪]
** হযরত খালেদ ইবনে মা'দান (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অতিসত্ত্বর পূর্বদিক থেকে আগুনের তৈরি পিলারের ন্যায় এক নিদর্শন প্রকাশ পাবে। যেটা জমিনের সকলে দেখবে। তোমাদের কেউ এমন যুগ প্রাপ্ত হলে, সে যেন তার পরিবারের জন্য এক বৎসরের খোরাকী (খাদ্য) প্রস্তুত রাখে।
[আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬৩৩]
_____=_____=_____=____=__
আমি আবারও বলছি, হাদিছগুলো পড়ে দেখুন,
হাদিছ বলছে জুলফীসহ তারকা(Read Nova Star)
যখন মানুষ আকাশে দেখতে পাবে,তখন যেনো,১ বছরের খাবার জমা করার কাজে লেগে যায়,,,,,

Scanned by CamScanner

হাদিছ কিন্তু এটা বলছে না, জুলফীসহ তারকা আকাশে প্রকাসের আগেই তোমরা ১ বছরের খাদ্য জমা রাখো।
****
আমি আগেই বলেছি যে, এই তারকা দেখার আগে খাবার সংগ্রহের প্রয়োজন নেই। বরং তারকা দেখার পর খাবার সংগ্রহ করতে হবে।
কেননা, এই তারকা এমন একটি ঘটনাকে হয়তো ইঙ্গীত করছে,যা ঘটলে ১ বছর চরম দুর্বিক্ষ দেখা দিবে, তাই এই জুলফী তারকা মানুষের সতর্কবার্তার মত কাজ করবে,
তাই আমরা যখনি, আকাশে এই আলামত দেখবো, তখনি আমাদের ভাবতে হবে যে, হয়তো সামনের ২-৩ বছরের মধ্যেই পৃথীবিতে এমন কিছু ঘটতে পাড়ে, যার কারনে, ১ বছরের খাদ্য মজুদ করা আবস্যকীয়।

প্রশ্নঃ{৫}কেন আমাদেরকে ১ বছরের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করে রাখতে হবে?

♦,,উত্তরঃ আমি বারবার বলছি,যে,,,,এই জুলফি সহ তারকা নিজ চোখে দেখার পরই কেবল, খাদ্য মজুদ করবো। কারন,এই তারকা টি এমন একটি সতর্ক বানী,যেটা আমাদের জানান দিবে যে, ,হয়তো সামনের ২-৩ বছরের মধ্যেই এমন ঘটনা ঘটবে,যাতে করে ১ বছর খাদ্য জন্মাবেনা।
গবেষনা করে দেখলাম যে,,,
তা হলো, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ।
যার ফলে পৃথীবির দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ মারা যাবে।
কারনটা আপনারাও জানেন যে, বর্তমান যুগে যদি বিশ্বযুদ্ধ হয়, তাহলে পরবর্তি ১ বছর দুর্বিক্ষ হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক।
আর এটাও বোঝাই যাচ্ছে, এই তারকা টা যদি ২০২২ সালে উদিত হয়,তাহলে তার ২-৩ বছর পর এমন ঘটনা ঘটবে যে ১ বছরের খাদ্য লাগবে।

Scanned by CamScanner

তাহলে ২০২৪-২০২৫ সালের দিকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হতে পাড়ে। যা আস্-সাহরান এর ভবিৎষ্যত বানির অনুরুপ।
বাকিটা আল্লাহর হাতে।

বিঃদ্রঃ এই জুলফি তারকা কে নিয়ে, কিছু লেকা পাওয়া যায়, যা অনর্থক কারন,
ঐ তারকার প্রকাসের পর আকাশ লাল হবে এবং তাপমাত্রাও কিছুটা বেড়ে যাবে এটা সত্য,,,,তবে তা কিছু দিনের জন্য।
কিন্তু,,, যে প্রচারনা চালানো হচ্ছে তা ভ্রান্ত।
নিচে সেই তথ্য দেওয়া হলোঃ
(((((((রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তার সাহাবীরা কেন পূর্বাকাশে উজ্জ্বল তারকা দেখলে আমাদেরকে এক বছরের জন্য খাদ্য মজুদ করে রাখতে বলেছেন, তা একটু বৈজ্ঞানিক ভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।
১, Red nova star বিস্ফোরণের পর মেঘের মতো যে লাল আভা আকাশে ছড়িয়ে পরবে, সেগুলো মূলত তাপমাত্রা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে। কারন, KIC9832227 দুটি তারকা তে অগ্নি পরিবাহী উপাদান রয়েছে। আর এগুলো তাপমাত্রা বৃদ্ধির আরো একটি কারন হল, এসব ছড়িয়ে পরা উপাদান গুলোতে আবার সূর্যের তাপ পরবে। সহজ ভাষায় বললে, মনে করেন এখন স্বাভাবিক তাপমাত্রা হল ৩৫°ডিগ্রি থেকে 45°ডিগ্রি। কিন্তু Red nova বিস্ফোরণের পর তাপমাত্রা হবে ৭০° ডিগ্রি থেকে ৮০°ডিগ্রি।
আর তাপমাত্রা যখন ৭০° ডিগ্রি থেকে ৮০° ডিগ্রি হবে, স্বাভাবিক ভাবেই মাঠের সকল ফসল ফলাদি জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। নদ নদী, খাল বিল, পুকুরের পানি শুকিয়ে যাবে। এমনকি ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ও নিচে নেমে যাবে। গবাদি পশু গরু, ছাগল, ভেড়া, গাদা, হাস, মুরগি সব মরে যাবে। এমনকি পোকা মাকর, অন্যান্য বন্য প্রাণী গুলো ও মরে যাবে।
২, গাছ পালা, শাক সবজি এগুলো মূলত সূর্যের তাপ, আলো, পানি ও কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহনের মাধ্যমে বেড়ে উঠে এবং ফুল, ফল-মূল ও

Scanned by CamScanner

অক্সিজেন দেয়। কিন্তু যখন ৪০ দিন সূর্যের আলো পৃথিবীতে পরবে না, তখন স্বাভাবিক ভাবেই মাঠের ফসল ফলাদি ও শাক সবজি গুলো নষ্ট হয়ে যাবে এবং অত্যধিক তাপমাত্রার কারনে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। হাদিসে বর্ণিত আছে, "ইমাম মাহদীর আবির্ভাব পূর্বে এক তৃতীয়াংশ মানুষ মারা যাবে যুদ্ধ, বিগ্রহ, তরবারি ও রক্তপাতের কারনে। আর এক তৃতীয়াংশ মারা যাবে ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কারনে"।]]))))))))))

==========

উপরের তথ্যানুযায়ী এতটা কিছুই হবেনা । হবে,এই তারকা প্রকাসের ২-৩ বছর পর।

এখন আপনারাই বলুন, তারকাটা দেখলে খাদ্য মজুদ করতে হবে কিন্তু তার আগে মজুদ করাটা বোকামির শামিল নয়য় কী??

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦মুলশিক্ষাঃ তারকাটা ২০২২ সালেই প্রকাশ পাক বা যে কোন সালে প্রকাশ পাক, যেদিন জমিন থেকে সরাসরি দেখা যাবে,তার পরেই আমরা জেনে রাখবো,যে ২ টি জিনিস হতে চলেছে,

(১) দুর্বিক্ষ আসতে চলেছে(বিশ্বযুদ্ধের কারনে)

এবং

(২) ইমাম মাহদি আগমন সন্নিকটে।

এবং তখন একটাই করনিয়ঃ

"১ বছরের খাদ্য মজুদ করা"

ইতিহাসের একটি ঘটনার সাথে মিলে যাবে, মাহমুদ ও মাহদীর আগমন। প্রসঙ্গ নিম্নরুপঃ

♥ বন্ধুরা আমরা সকল আবেগ প্রবন মুসলিম উম্মাহ যারা আখিরুজ্জামান নিয়ে ভাবি,

তাদের সেই কল্পনার জগৎ-এ শুধু স্থান পেয়েছে!

Scanned by CamScanner

★ইমাম আল মাহদী ★

কিন্তু আপনারা যারা এখন শুধুমাত্র মাহদী, মাহদী করে ব্যাস্ত, তাদের ব্যাস্ততা বাড়াতেই আমার এই লেখনী!

আমরা সবাই ইমাম মাহদী কে নিয়ে পড়ে আছি!
কিন্তু আমাদের ইতিহাস থেকেও শিক্ষা গ্রহন করা জরুরি।
উল্লেখ্য যোগ্য একটি ঘটনা বর্ননা করছিঃ
!★"যখন ইহুদি সম্প্রদায় ইছা মাছিহ (আঃ) এর আগমনের জন্য অপেক্ষার প্রহর গুনছিলো, তখন সবাই কিছু হিসাব যোগ করলো বা মাছিহ আসার দিনক্ষন তারা গবেষনা করলো পুথি রিসার্চ করে।(যেমন আমরা এখন মাহদির আসার দিনক্ষন রিসার্চ করি)
তারা রিসার্চ করে ফলাফল পেলো যে সেই বছরই হযরত ইছা মাছিহ (আঃ) প্রকাশ পাবে,যে বছর হযরত ইমরান(আঃ) এর বিবি গর্ভবতী ছিলেন।
★সবাই ধারনা করলেন, এই ইমরান নবীর ঘড়েই হয়তো ইছা নবী আসতে চলেছেন। যিনি ইহুদি সম্প্রদায় কে পরিত্রাণ দিবেন।
(যেমন আমরা ধারনা করছি,২-৩ বছরের মধ্যেই মাহদী চলে আসবে---যিনি আমাদের মুসলিম উম্মাহর পরিত্রাণের উছিলা হবেন)
★ তারা সবাই ইছা (আঃ) এর জন্য অপেক্ষায় থাকার পর ইমরান নবীর ঘড়ে জন্ম হলো
"সতী নারী মা মরিয়ম"এর।
(যেমন আমরা সবাই অপেক্ষায় থাকার পর,দেখতে পাবো ইমাম মাহদী না এসে অন্য কেউ এসেছে)
★সবার মন ভেঙ্গে গেলো। তারা নিরাশ হলো।
(আমাদেরও মন ভেঙ্গে যাবে,নিরাশ হবো,যখন সামনের ২-৩ বছরেও মাহদী আসবেননা)

Scanned by CamScanner

★ তারও অনেক বছর পর, যখন মা মরিয়াম বড় হলেন,তার গর্ভে জন্ম নিলেন, হযরত ইছা (আঃ)..
(হয়তো আমাদের সময়ো অনেক পড় আসতে চলেছেন মাহদী,)
★ যখন ইছা আঃ এর জন্ম হলো তখন তাকে নিয়ে কোন ধারনাই ছিলো না।
(আমাদের মাহদীর ক্ষেত্রেও তাই হবে)
★ এমন কি সেই সময়ের মুফতি মুহাদ্দিস, স্কলারগন, সাধারন মানুষকে বলেছিলেন, ইছা আঃ আসলে আগে আমরাই জানতে পাবো। কিন্তু সেই আলেমগনই ইছা আঃ কে অবৈধ সন্তান বলে আক্ষ্যায়িত করেছিলেন।(নাউযুবিল্লাহ)
(যেমনঃ আমাদের সময়েও মাহমুদ আসলে তাকেও,মাহদী আসলে তাকেও প্রথমত সবাই মানতে চাইবে না)
★কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এটাই সত্য যে, আল্লাহ উত্তম পরিকল্পনাকারী!

উক্ত ইতিহাসটি বর্তমানের সাথে সামঞ্জস্বপুর্ন।
এবার চলুন, হাদিছ থেকে প্রমান করা যাক, মাহদির পুর্বেই মাহমুদ ও সাহেবে কিরান নামের ২ জন আল্লাহর বান্দার আগমন হবে।
যদিও ইতিপুর্বে ২ টি হাদিছ ও ক্বাসিদাহ ও আগামী কথন কে আমি দলিল হিসেবে পেশ করেছি, তবে অনেক প্রচেষ্টার ফলে আরো একটি দলিল আমি জোগার করতে সক্ষম হয়েছি, (আলহামদুলিল্লাহ)
আপনাদের কে আরো একটি হাদিছ বর্ননা করি,যা ইতপুর্বে বর্ননা করিনিঃ

•হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাঃ থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রছুল (ছঃ)- বলেছেন,শেষ জামানায় "ইমাম মাহমুদ" ও তার বন্ধু "সাহেবে কিরান বারাহর" প্রকাশ ঘটবে।আর তাদের মাধ্যমে মুসলমানদের বড় বিজয় আসবে।আর তা যেন মাহদীর আগমনের সময়।
।(কিতাবুল ফিরদাউস, ৮৭২)

Scanned by CamScanner

আলহামদুলিল্লাহ।।
♥ হাদিছের ব্যাক্ষাঃ হাদিছ টি পড়ে দেখুন,বলা হচ্ছে, মাহদির পূর্বে মাহমুদ ও তার বন্ধু সাহেবে কিরান বারাহ, প্রকাশ পাবেন,।
বিশেষ উল্লেখযোগ্য তথ্য হলো, তারা শেষ জামানায় আসবে এবং তাদের মাধ্যমে মুসলমানদের বড় বিজয় হবে।
এখন আপনাদের কাছে প্রশ্নঃ
♦রছুলউল্লাহ (ছাঃ)- কর্তৃক শেষ জামানায় মুসলমানদের কয়টি বড় বিজয় আসবে বলেছেন??
আপনারা নিশ্চই বলবেন, ২ টি বড় বিজয়।
যদি প্রশ্ন করি কোন কোন বিজয়,তাহলে নিশ্চই বলবেন,
(১) গাজোয়াতুল হিন্দ।
এবং
(২)দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ।
আর আমরা জানি, দাজ্জালের বিরুদ্ধে বড় বিজয়ে সেনাপতি হবেন, হযরত ইছা (আঃ).
আর তাহলে এই ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহ ও সাহেবে কিরান বারাহ কোন বড় বিজয়ে সেনাপতি হবেন?
উত্তর দেবার মত অপশন তো বাকি একটাই।

♥ গাজোয়াতুল হিন্দ♥।

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
চলুন,বাকি হাদিছ গুলো এক নজরে দেখে নেইঃ
♦হযরত ফিরোজ দায়লামি (রাঃ)- থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, আখেরী জামানায়, ইমাম মাহদী র পূর্বে ইমাম মাহমুদ-এর প্রকাশ ঘটবে। সে বড় যুদ্ধের শক্তির যোগান দিবে। তার যামানায় মহাযুদ্ধের বজ্রাঘাতে বিশ্বের অধ্বঃপতন হবে,এবং বিশ্ব এই সময়ে ফিরে আসবে।
সে তার সহচর বন্ধ" সাহেবে কিরান বারাহ "কে সাথে নিয়ে যুদ্ধ পরিচালোনা করবে-যে বেলাল ইবনে বারাহ-এর বংশোদ্ভুত হবে।
তোমরা তাদের পেলে যানবে,ইমাম মাহদীর প্রকাশের সময় হয়েছে।

Scanned by CamScanner

(আসরে যুহরি,১৮৭ পৃঃ
তারিখে দিমাশাকঃ২৩৩ পৃঃ
ইলমে তাছাউফঃ ১৩০ পৃঃ
ইলমে রাজেনঃ ৩১৩ পৃঃ
বিহারুল আনোয়ারঃ ১১৭ পৃঃ)
উক্ত হাদিছ টি এই পাচটি গ্রন্থে উল্লেখ্য রয়েছে।
অধিকাংশ মুহাদ্দিছগন ব্যক্ত করেছেন,উক্ত হাদিছটি ছহিহ, কেউ কেউ বলেছেন,হাসান।)

♦আবু বছির (রঃ) বলেন, যাফর সাদিক (রঃ) বলেছেন,
মাহদীর আগমনের পূর্বে, এমন একজন খলিফার আবির্ভাব ঘটবে, যিনি হবেন, মাতার দিক থেকে কাহতানি এবং পিতার দিক থেকে কুরাঈশী। তার নাম মাহদীর নামের সাথে কিছুটা সাদৃশ্যমান হবে এবং তার পিতার নামও কিছুটা মাহদীর পিতার নামের সাদৃশ্যমান হবে।
(ইলমে তাছাউফ ঃ ১২৮ পৃঃ
তারিখে দিমাশাকঃ ২৩২ পৃঃ)
(মাহদির নামের মত নাম মাহমুদ)
♦══════════♦══════════♦
বন্ধুরা, আমরা সবাই জানি গাজোয়াতুল হিন্দের সেনাপতিত্ব করবেন "হাবিবুল্লাহ ও সাহেবে কিরান"
যা আমি পুর্বেও বারবার প্রমান করেছি]
[তথ্যঃ হাদিছ, ক্কবাসিদাহ এবং আগামী কথন]
____^________^________^_________^________
আর সাহেবে কিরান এবং হাবিবুল্লাহ (ইমাম মাহমুদ)
তারা হলেন দুজন আল্লাহর মননীত বান্দা! পরষ্পর প্রিয় বন্ধু!
যেমনঃ হযরত মুছা(আঃ) ও হযরত হারুন (আঃ).।
________^________^_________^________^________
♦তাহলে উক্ত হাদিছগুলো আমাদের ৩ টি শিক্ষা দেয়।
(১) মাহদীর পূর্বে মাহমুদ ও সাহেবে কিরানের প্রকাশ হবে।

Scanned by CamScanner

(২) ইমাম মাহমুদ ও সাহেবে কিরান প্রকাশ পেলে জানতে হবে ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশ খুবই নিকটে।
(৩) তাদের মাধ্যমে মুসলমানদের বড় বিজয়(গাজোয়াতুল হিন্দে বিজয়) আসবে।

,♥"সাহেবে কিরান " বা "প্রজন্মের সৌভাগ্যবান"♥
নতুন পাওয়া আরও একটি হাদিছ সহ
বিস্তারিত আলোচনাঃ

**আছছালামু আলাইকুমঃ
আজ আমরা আলোচনা করবো,
♦ সাহেবে কিরান ♦ নামক আল্লাহ পদত্ব একজন খলিফাকে নিয়ে, যিনি আগামী সময়ে আসতে চলেছেন।
চলুন পর্যায়ক্রমে তার সম্মন্ধে বিস্তারিতো জেনে নেইঃ
♥"সাহেবে কিরান এর অর্থ কী?
উত্তরঃ সাহেবে কিরান অর্থঃ প্রজন্মের সৌভাগ্যবান ব্যাক্তি। শনি ও বৃহস্প্রতি গ্রহ বা শুক্র ও বৃহস্প্রতি গ্রহ একই রৈখিক কোনে অবস্থানকালিন সময়ে যে যাতকের ভ্রূন মাতৃ গর্ভে সঞ্চার ঘটে বা এ সময়ে যে যাতকের জন্ম হয়,তাকে "সাহেবে কিরান" বা ঐ প্রজন্মের সৌভাগ্যবান বলা হয়।

♦ আমরা বেশ কয়েকটি হাদিছ,,, ক্বাসিদাহ এবং আগামী কথন" পুথিমালা তে একজন "সাহেবে কিরান" এর আগমনের তথ্য পাই, তিনি কে??
উত্তরঃ জ্বি হ্যা বন্ধুরা চলুন দেখে নেইঃ
♦ক্বাসিদাহঃ ক্বাসিদাহ তে পরেছি,
গাজোয়াতুল হিন্দ করার জন্য, যারা ভারতের দিকে জিহাদ করতে আগাইবে তাদের বা সেই মুসলিমদের সেনাপতি ২ জন।
যার মধ্যে একজন হলেন, সাহেবে কিরানঃ
বলা হয়েছেঃ

Scanned by CamScanner

"সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহ,
হাতে নিয়ে শমসের।
খোদায়ী মদদে ঝাপিয়ে পড়িবে,
ময়দানে যুদ্ধের।"
(ক্বাসিদাহঃ৪৪)
ব্যাখ্যাঃ সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহ জিহাদের অস্ত্র হাতে নিয়ে ভারতের দিকে অগ্রসর হবেন
•আগামী কথনঃ আগামী কথনে বলা আছেঃ
২০.' শীন' সে তো সাহেবে কিরান
'মীম' - এ 'হাবিবুল্লাহ'।
জালিমের ভূমিতে ঘটাইবে মহালয়,
সাথে আছে মহান আল্লাহ।
২১. ' হাবিবুল্লাহ' প্রেরিত আমির,
সহচর তার ' সাহেবে কিরান'।
কিরানের হাতে থাকিবে জিহাদের,
কুদরতি অস্ত্র ' উসমান'।
ব্যাক্ষাঃ বলা হয়েছে হাবিবুল্লাহর নাম হবে, ইমাম মাহমুদ। এবং সাহেবে কিরানের নাম হবে, "শীন"
হরফ দিয়ে, তবে তার নাম এখনো কোথাও পাওয়া যায়নি।
তবে সাহেবে কিরানের আমির হলেন হাবিবুল্লাহ।
আর গাজোয়াতুল হিন্দের জিহাদের সময় এই সাহেবে কিরানের হাতে থাকবে একটি অলৌকিক কারামত সম্পুর্ন অস্ত্র। যার নাম "উসমান".
উসমান নামের অস্ত্রটির কথা শাহ নেয়ামতউল্লাহ রঃ তার ক্বাসিদাহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।
সৃষ্টি হইবে ভারত ব্যাপিয়া
প্রচন্ড আলোড়ন।
উসমান এসে নিবে জিহাদের
বজ্র কঠিন পন।

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যাঃ যখন গাজোয়াতুল হিন্দের আলোড়ন সৃষ্টি হবে তখন এই অস্ত্র জিহাদের বজ্রাঘাতে শত্রু নিধন করবে,

==========

এবার চলুনঃ হাদিছ গ্রন্থ থেকে জেনে নেই,

এই★ সাহেবে কিরান ★ সম্মন্ধে মুহাম্মাদ (ছা:)- কি বলে গেছেনঃ

♥ বন্ধুরা বহু প্রচেষ্টায় আরও একটি হাদিছ সংগ্রহ করেছি, যা হয়তো আপনারা আগে পাঠ করেননিঃ

♦হযরত আনাস রাঃ বলেন,একদা রছুল ছঃ এর এক মজলিসে আমি আর বিলাল রাঃ বসা ছিলাম। সে সময়ে আল্লাহর রছুল ছঃ বিলাল রাঃ এর কাধে তার ডান হাত রেখে বললেন,হে বিলাল! তুমি কী জানো তোমার বংশে আল্লাহ এক উজ্জল তারকার জন্ম দিবেন?যে হবে সে সময়ের সবচেয়ে সভাগ্যবান ব্যাক্তি। অবশ্যেই সে একজন ইমামের সহচর হবে।রাবি বলেন,সম্ভবত রছুল ছঃ বলেছেন,সেই ইমামের আগমন,ইমাম মাহদীর পূর্বেই ঘটবে।

(আসারুস সুনান, ৩২৪৮)

ব্যাখ্যাঃ এই হাদিছ টি বলছে, সাহেবে কিরান বেলাল (রাঃ)- এর বংশ ধর হবেন। সে প্রজন্মের সৌভাগ্যবান ব্যাক্তি হবেন।

আর সে হবেন একজন ইমামের সহচর।

আমরা জানি যে সেই ইমাম হলেন,

★ ইমাম মাহমুদ ★

আর তারা মাহদির আগে আসবেন।

_____==_____==_____

★আবু বকর সিদ্দিক রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,রছুল ছঃ বলেছেন,শেষ জামানায় ইমাম মাহমুদ ও তার বন্ধু সাহেবে কিরান বারাহর প্রকাশ ঘটবে।আর তাদের মাধ্যমে মুসলমানদের বড় বিজয় আসবে।আর তা যেন মাহদীর আগমনের সময়।

(কিতাবুল ফিরদাউস,৮৭২)

Scanned by CamScanner

হযরত ফিরোজ দায়লামি (রাঃ)- থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, আখেরী জামানায়, ইমাম মাহদী র পূর্বে ইমাম মাহমুদ-এর প্রকাশ ঘটবে। সে বড় যুদ্ধের শক্তির যোগান দিবে। তার যামানায় মহাযুদ্ধের বজ্রাঘাতে বিশ্বের অধ্বঃপতন হবে,এবং বিশ্ব এই সময়ে ফিরে আসবে।
সে তার সহচর বন্ধু♥ সাহেবে কিরান বারাহ♥ কে সাথে নিয়ে যুদ্ধ পরিচালোনা করবে-যে★ বেলাল ইবনে বারাহ-এর বংশোদ্ভুত হবে। তোমরা তাদের পেলে যানবে,ইমাম মাহদীর প্রকাশের সময় হয়েছে।
(আসরে যুহরি,১৮৭ পৃঃ
তারিখে দিমাশাকঃ২৩৩ পৃঃ
ইলমে তাছাউফঃ ১৩০ পৃঃ
ইলমে রাজেনঃ ৩১৩ পৃঃ
বিহারুল আনোয়ারঃ ১১৭ পৃঃ)
উক্ত হাদিছ টি এই পাচটি গ্রন্থে উল্লেখ্য রয়েছে।
অধিকাংশ মুহাদ্দিছগন ব্যক্ত করেছেন,উক্ত হাদিছটি ছহিহ, কেউ কেউ বলেছেন,হাসান।)
=====[[[[[[[[[[=======
বন্ধুরা,,, সাহেবে কিরানের এতটা সৌভাগ্য যে কেনো তা আল্লাহই ভালো জানেন।
হতে পাড়ে ইমাম মাহমুদ কে বন্ধুরুপে পেয়ে তার এই সৌভাগ্য।
তবে যাই হোক, একবার ভাবুন, আমরা সবাই সাহেবে কিরান না হলেও "সাহেবে কিরান কে পেয়ে গেলে,তার দলে যুক্ত হতে পাড়লে আমরাও সৌভাগ্যবানদের অন্তরভুক্ত হতে পাড়বো।((ইংশাল্লাহ।))

বন্ধুরা আজ আমি আপনাদের মাঝে আলোচনা করবোঃ

♥বর্তমান সময়ে কত জন আল্লাহ প্রদত্ত্ব বেলায়েত প্রাপ্ত সতর্ককারী, আল্লাহর মননীত বান্দা, বর্তমানে পৃথীবিতে অবস্থান করছেন??

Scanned by CamScanner

♥যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি,ইলহাম বা জিব্রাইল (আঃ)- এর কথা,(ওহী ব্যাতিত)
অন্তর্করন বানী,স্বপ্ন যোগে দিক নির্দেশনা পায়
এবং
♥কে কোন দেশে রয়েছেন??
♥ কে কোন দেশ থেকে প্রকাশ পাবেন,??
♥ তাদের কার উপর কোন দ্বায়িত্ব থাকবেন,??
♥ ও তাদের বর্তমান বয়স কেমন???
♥ তাদের মর্যাদা কেমন??
হাদিছ শরীফে যাদের আগমনের কথা পুর্বে ঘসিতো হয়েছে তাদের সম্মন্ধে একটি ধারনা নিবো।

_____

_____

♦চলুন শুরু করা যাকঃ

_____

_____

(১) ♥ইমাম আল মাহদীঃ

বর্তমান পৃথীবিতে সর্বোচ্চ সম্মানীত বেলায়েতের অধিকারী, বিশ্বনেতা ইমাম আল মাহদী বসবাস করছেন। তিনি গোটা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন।

♦পরিচয়ঃ তিনি হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)- এর বংশধর।
মা ফাতিমার বংশ থেকে আসবেন।

♦দ্বায়িত্বঃ গোটা বিশ্বের দিকহাড়া পথভোলা মানুষদের কে একত্রিত করে মুহাম্মাদ (ছাঃ)- এর শরিয়াহ মোতাবেক বিশ্ব পরিচালোনা করা।

♦প্রকাশ সালঃ তিনি আগামী ২০২৮ সালে বিশ্বের জনসম্মুখে প্রকাশ পাবেন।(ইংশাল্লাহ)
[সুত্রঃ হাদিছের যোগফল, ক্বাসিদাহ ও আগামী কথন]

♦প্রকাশের স্থানঃ মাকামে ইব্রাহিম ও কাবাগৃহের মধ্যক্ষানে ইমাম মাহদি প্রথম প্রকাশিত হবেন।

Scanned by CamScanner

•বর্তমান অবস্থানঃ সৌদি আরব।(আল্লাহ আলাম)
কেননা, হাদিছে এসেছে, তিনি কাবাগৃহের কাছে প্রকাশিত হবেন। তার পুর্বে তিনি মদিনা থেকে মক্কায় হিজরত করবেন। আর সৌদিতে তিনজন জালিম যারা বাদশার সন্তান গন হবেন,তাদের মতবিরোধ চলাকালিন সময়ে মাহদির প্রকাশ হবে।তাই বলা চলে, তিনি সৌদিতেই রয়েছেন।
•বর্তমান বয়সঃ (৩১ বছর।) আল্লাহ মালুম।
কেননা, তিনি যখন প্রকাশ পাবেন তখন তার বয়স হবে (৪০ বছর।).আর তিনি ২০২৮ সালে প্রকাশিত হবেন
তাহলে তার
জন্ম সালঃ ২০২৮-৪০=(১৯৮৮ সাল।)
তাহলে বর্তমান বয়সঃ ২০১৯-১৯৮৮=
(৩১ বছর।)
•মর্যাদাঃ এ উম্মাতের শ্রেষ্ঠ বেলায়েতের অধিকারী।
জিব্রাইল (আঃ) নিজেই প্রকাশ্যে তার কাছে বাইয়াতের ঘোষনা দিবেন।

_____=_____=_____=_____

(২)♥ শুয়াইব ইবনে ছালেহঃ

তিনি ইমাম মাহদির প্রিয় বন্ধু ও মাহদির কর্ম সহচর।
তিনি ইমাম মাহদীর ঘনিষ্ট ও পছন্দের পাত্র হবেন।
তিনি মাহদির সুখ দুঃখে সব সময়, পাশে রবেন।
ঠিক যেমন আবু বকর (রাঃ)-- মুহাম্মাদ(ছাঃ) এর পাশে ছিলেন।
•পরিচয়ঃ তিনি ছালেহ নামক এক জৈনক ব্যক্তির উত্তম সন্তান হবেন। তিনি আবু বকর (রাঃ)- এর বংশধর হবেন।অর্থাৎ, কুরাঈশ বংসের হবেন।
•দ্বায়িত্বঃ ইমাম মাহদীর পাশে থেকে তার সকল কর্মের সহযোগিতা করা এবং সুফিয়ানির সাথে যুদ্ধ করা উল্লেখ্যযোগ্য।
•প্রকাশ সালঃ ইমাম মাহদীর সাথে একই দিনে একই সাথে শুয়াইব ইবনে ছালেহর প্রকাস ঘটবে। ২০২৮ সালে প্রকাশ পাবেন। মাহদির পাসেই থাকবেন তিনি।

Scanned by CamScanner

♦প্রকাশের স্থানঃ মাকামে ইব্রাহিম ও কাবাগৃহের মধ্যক্ষানে, মাহদির পাশেই।
♦বর্তমান অবস্থানঃ ইমাম মাহদী যে প্রদেশে বা জেলায় জন্ম গ্রহন করেছেন ঐ প্রদেশেই জন্ম গ্রহন করবেন শুয়াইব ইবনে ছালেহ। [আল ফিতান]
♦বর্তমান বয়সঃ যেহুতু তিনি ইমাম মাহদির সহচর,সেহুতু তিনি মাহদির থেকে ৫-৬ বছরের ছোট হবেন। কেননা,ইতিহাস পড়লে জানতে পারবেন অধিকাংশ সহচর গন,তাদের আমিরের থেকে ৫-৬ বছরের ছোট ছিলেন।
সেহুতু তার বর্তমান বয়সঃ ২৫ বা ২৬.
♦মর্যাদাঃ তার মর্যাদা অনেক। তাকে "রবের রহমত" বলে আক্ষায়িত করা হয়েছে।

_____=_____=_____=_____

(৩)♥ ইমাম আল-মাহমুদ (হাবিবুল্লাহ):

আল্লাহর রছুল (ছাঃ)- বলেছেন ১২ জন ইমামের আগমন হবে।তারমধ্যে অধিক সন্মানিত মাহদির পরই ইমাম মাহমুদ। তিনি আল্লাহর মননীত বিশেষ খলীফা।
♦পরিচয়ঃ হাদিছ শরীফে এসেছে ইমাম মাহমুদ কুরাঈশ বংশের কাহতান গোত্রের হবেন। সেহুতু বোঝা যাচ্ছে, তিনি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) - এর বংশধর হবেন।
♦দ্বায়িত্বঃ ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহর উপর রয়েছে এক বড় দায়িত্ব। তার দ্বায়িত্ব হলো সেই মহা প্রতিশ্রুত "গাজোয়াতুল হিন্দ"-এর সেনাপতিত্ব করা।
এবং "মাহদির সাহায্যার্থে কালো পতাকাবাহী সৈন্যদল কে খোরাসান থেকে পরিচালনা করে মাহদির কাছে নিয়ে যাওয়া।
♦প্রকাশ সালঃ ২০২১ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যেই প্রকাশ পাবেন তিনি। তবে যখনি হোক না কেনো ২০২৪ সালে ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহরর চুরান্ত প্রকাশ ঘটবে।

Scanned by CamScanner

♦প্রকাশের স্থানঃ ♦বাংলাদেশ"♦থেকে প্রকাশ পাবেন তিনি। যেহুতু বাংলাদেশে "দ্বিতীয় কারবালা " চলাকালিন সময়ে জিহাদের ডাক দিবেন,সেহুতু এই বাংলাদেশ থেকেই তার প্রকাশ হবে।(তবে ব্যাতিক্রম হলে পাকিস্থান)

♦বর্তমান অবস্থানঃ ইমাম মাহমুদ বর্তমানে এই উপ-মহাদেশেই বসবাস করছেন। হতে পাড়ে এই বাংলাদেশেই রয়েছেন বা পাকিস্থানে, (আল্লাহ জানেন) তবে এই ভারতীয় উপমহাদেশেই রয়েছেন।

♦বর্তমান বয়সঃ বন্ধুরা ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহ, যেহুতু ২০২১ সালের পর ২০২৪ সালের মধ্যেই প্রকাশ পাবেন এবং প্রকাশ পেলে তিনি শমসের (অস্র)হাতে নিয়ে হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত হবেন।

তাহলে, কি তিনি বাকিদের মতই ৪০ বছরে বেলায়েত পাবেন এবং নিজেই জানতে পারবেন যে তিনিই মাহমুদ???

কিন্তু ২০২১ সালে যদি তিনি দাওয়াতি কাজ করেন তাহলে তার বয়স ২১ এর আগেই ৪০ বছর হতে হয়। তাহলে, ২০২৪ সাল থেকে ২০২৫ সালে তার যুদ্ধ এবং কালোপতাকা নিয়ে ২৮ সালে মাহদির জন্য যুদ্ধ করতে যেতে হবে তাকে।

আর আগামী কথন " পুথিমালা টিতে বলা হয়েছে,

"প্রস্তুত নিচ্ছে ক্ষুদ্র সেনারা
ইমাম মাহমুদের কাছে"

আর "আগামী কথন " যদি ২০১৮ সালের রচিত হয়,তখনও তাহলে মাহমুদ ও তার অনুসারিরা প্রস্তুত নিচ্ছে,তাহলে ২০১৭ সালেই ইমাম মাহমুদের বেলায়েত পেতে হয়।৪০ বছর হতে হয়।

সুতরাং যুদ্ধের সময় ইমাম মাহমুদের বয়স হবে ৪৮ থেকে ৫২ বছর। কিন্তু আমাদের এই সময়ে গড় হায়াত অনুসারে ৬০ বছর হলে,আমরা দেখতে পাই ৫০-৬০ বছরের মানুষ বৃদ্ধত্বে পতিত হয়। তার জন্য জিহাদ করাটা কঠিন বিষয়।

তাহলে বোঝা গেলো "ইমাম মাহমুদ " ১৭-২২ বছরে বেলায়েতের অধিকারি হয়েছেন।

Scanned by CamScanner

(যেমনঃ আব্দুল কাদের জিলানী,মুজাদ্দেদিয়া আল-ফেসানি,ইত্যাদি বেলায়েত প্রাপ্ত আওলিয়া গন,৪০ বছরেই নন, বরং ১৭-২২ বছরের মধ্যেই বেলায়েত পান।)
তাহলে যুদ্ধের সময়(২০২৪ -২৫ সালে) তার বয়স গড় হবে ৩০ বছর।
সুতরাং,এখন "ইমাম মাহমুদ"বয়স ২৩ থেকে ২৪ বছর।
♦মর্যাদাঃ ইমাম মাহমুদের মর্যাদা অনেক। তার উপাধিই তার সাক্ষি (হাবিবুল্লাহ =আল্লাহর বন্ধু) ইমাম মাহমুদ গাজোয়াতুল হিন্দের সেনাপতি,যা মুহাম্মাদ (ছাঃ) এর সখ ছিলো। এছাড়াও মাহদির পর ২ বছর (প্রায়) ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহ বিশ্বশাষন করবেন।

_____=_____=_____=_____=_____

(৪)♥ "সাহেবে কিরানঃ

সাহেবে কিরান কোনো নাম নয়,এটা একটি উপাধী,,,যার অর্থঃ "প্রজন্মের সৌভাগ্যবান "...
সাহেবে কিরান বা প্রজন্মের সৌভাগ্যবান " ইমাম মাহমুদের প্রিয় বন্ধু বা কর্ম সহচর।, তিনি ইমাম মাহমুদের ঘনিষ্ট ও প্রিয় পাত্র হবেন। ইমাম মাহমুদের সুখে দুঃখে তার পাসে রবেন।
যেমনঃ মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও আবু বকর (রাঃ),,, ,
ইমাম মাহদী ও শুয়াইব ইবনে ছালেহ। মুছা ও হারুন(আঃ), ইব্রাহিম ও লুত(আঃ), ইলিয়াস ও আল-ইয়াছা (আঃ) মিকাইয়া ও আর(আঃ)।
♦পরিচয়ঃ বেশ কিছু হাদিছ থেকে জানা যায় তিনি বিশিষ্ট ছাহাবী,,, হযরত বেলাল ইবনে বারাহ (রাঃ)- এর বংশধর হবেন। তার মানে হাবশী বংশোদ্ভুতো হবেন। কিন্তু যেহুতু বেলাল (রাঃ)- এর পিতার নাম "বারাহ "- ছিলো,আর বারাহ" ছিলেন কুরাঈশ বংশের,, এবং সাহেবে কিরান কে "সাহেবে কিরান বারাহ" বলা হয়েছে,সেদিক দিয়ে তিনিও কুরাঈশ বংশেরই হবেন।
♦দ্বায়িত্বঃ সাহেবে কিরান বারাহ এর দায়িত্ব অনেক। তিনি ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহর সাথে থেকে সমান ভাবে "গাজোয়াতুল হিন্দ"এ জিহাদ করবেন।

Scanned by CamScanner

এমন কি গাজোয়াতুল হিন্দের প্রধান অস্ত্রটি (উসমানী তরবারি)তিনি হাতে বহন করবেন.....যেটা অলৌকিক কারামত সম্পুর্ন হবে। এছাড়াও সুফিয়ানির বিরুদ্ধে সাহেবে কিরানের নেতৃত্বে একটি সেনাদল প্রেরিত হবে।

•প্রকাশ সালঃ "সাহেবে কিরান বারাহ" ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহর সাথে একই সালে প্রকাশিত হবেন।(২০২১-২০২৪ সাল)

•প্রকাশের স্থানঃ সাহেবে কিরান বারাহ"-ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহর সাথে একই সময়ে,একই দেশে, একই স্থানে প্রকাশিত হবেন। অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকে।

নতুবা পাকিস্থান থেকে।(আল্লাহু আলাম)

•বর্তমান অবস্থানঃ বর্তমানে সাহেবে কিরান বারাহ বাংলাদেশ বা পাকিস্থান এই দুইয়ের মধ্যেই রয়েছেন।তবে ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহ ও সাহেবে কিরান রাবাহ এর জন্মভুমি একটাই।

•বর্তমান বয়সঃ যেহুতু পুর্বেই বলেছি,
সহচর গন সবসময় আমিরগনের ৫-৬ বছরের ছোট হয়।
সুতরাং সেই হিসাব মতে,
ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহর বয়স,২৩-২৪ বছর হলে,
সাহেবে কিরান বারাহ এর বয়স এখন
(১৮-১৯ বছর।)

•মর্যাদাঃ সাহেবে কিরান বারাহ'- এর মর্যাদা অনেক। কেননা,,, আল্লাহর রছুল নিজেই তাকে "সেই প্রজন্মের সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যাক্তি হিসেবে ঘোষনা করেছেন। এছাড়াও তিনি গাজোয়াতুল হিন্দের সেনাপতি,যা মুহাম্মাদ (ছাঃ) এর সখ ছিলো।এবং উসমানি তরবারির ধারক-বাহক।

_____=_____=_____=_____=_____

(৫)♥ ইমাম আল-মানসুরঃ

আমরা অনেক হাদিছ গ্রন্থে "মানসুর "এর কথা পরেছি। তিনি হুবহু মাহদির মত আচরনশীল হবেন।

Scanned by CamScanner

•পরিচয়ঃ তিনিও ইমাম মাহমুদ এর ন্যায় কুরাঈশ বংশের কাহতান গোত্রের হবেন।তিনি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) - এর বংশধর হবেন।
হাদিছ শরিফে তার বর্ননায় বড় কপাল,দুই কান ছিদ্রবিশিষ্ঠ,এবং হাতে লাঠি থাকবে বলা হয়েছে,।
•দ্বায়িত্বঃ মানসুর ইমাম মাহদীর পরিচয় প্রকাশের দিন তার পতাকার ছায়াতলে,দলবল সহ উপস্থিত হবেন। এবং সেখানে আসার পথে ইয়েমেন থেকে- খোরাসানের পথ হয়ে আসার পথে কাফিরদের সাথে কতিপয় খন্ডযুদ্ধ করবেন এবং বিজয়ি হয়ে মাহদির নিকট পৌঁছবেন।
মানসুর -----শুয়াইব ইবনে ছালেহর সাথে মিলে সুফিয়ানির বিরুদ্ধে বড় একটি জিহাদ করবে এবং বিজয়ি হবেন।
তারপর,ইমাম মাহদির পর ইমাম মাহমুদ এবং তারপর ইমাম মানসুর ২০ বছর খেলাফাতে থাকবেন।
•প্রকাশ সালঃ মাহদির প্রকাসের বছরই তারও প্রকাশ ঘটবে। ২০২৮ সাল।
•প্রকাশের স্থানঃ ইউরোপ থেকেই তার প্রথম প্রকাশ তারপর আরবে গিয়ে তার পূর্নপ্রকাশ ঘটবে।
•বর্তমান অবস্থানঃবর্তমানে তিনি ইয়েমেনের বাসিন্দা(হাদিছ মতে)
•বর্তমান বয়সঃ তার বয়স হিসাবের পুর্বে বলি,
তিনিও ১৭-২২ বছরে বেলায়েত পাবেন
কেননা,হাদিছ বলছে,
মাহদির প্রকাশের বছর তার প্রকাশ হবে।আর মাহদির পর ২০ বছর তার খেলাফাত চলবে।
তাহলে তার বেলায়েত প্রাপ্ত হয়ে প্রকাশের সময় ৪০ হলে তার বয়স ৭০ পার হয়ে যাবে মৃত্যু পর্যন্ত।
আর তার খেলাফত কালেও বেশ কিছু জিহাদ করবেন তিনি।
তাহলে ২০২৮ সালে প্রকাশ পেলে,
২০২৫-২৬সালে তাকে বেলায়েত পেতে হবেএবং দল তৈরী করতে হবে।

Scanned by CamScanner

ঐ সময় তার বয়স সর্বোচ্চ ২২-২৩ বছর হবে।
তাহলে মাহদির কাছে যাবার পরর তার বয়স হবে,৩০ বছর(গড়)
তাহলে তার গড় বয়স এখন
(২১-২২ বছর)
♦ মর্যাদাঃ তার মর্যাদা অধিক।কেননা,তাকে নিয়ে অনেক হাদিছে প্রসংসা এসেছে।মাহদির খেলাফতে অনেক সাহায্য করবেন তিনি।
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
[[[[[সকল তথ্য,হাদিছ--ক্বাসিদাহ ও আগামী কথন থেকে নেওয়া]]]]]]
♦উপদেশঃ যাদের বিষয়ে আলোচনা করা হলো, তারা এই উম্মতের শেষ্ঠ বান্দাদের তালিকাভুক্ত। আর তারা ২০২০ সাল থেকে ২০৩০ সালের মধ্যেই সকলেই প্রকাশ পাবেন। অতএব, তাদের যে কোন একজন কে পেলেই এবং দলভুক্ত হতে পারলেই জান্নাতের দিকে অগ্রসর হতে পারবো।
(বিশেষত, ♥এই উপমহাদেশ বাসির জন্য সুখবর যে,
ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহ এবং সাহেবে কিরান এই উপমহাদেসেই রয়েছেন এবং সামনের ৫ বছরের মধ্যেই প্রকাশ পাবেন। সুতরাং, সতর্ক থাকুন)
♦আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাদের দলে কবুল করুন।(আমিন)♦

♦২৫ সালে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের গজবের কারন♦

ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহ এবং সাহেবে কিরানের
বিলায়েতের উপর ঈমান আনার প্রকাশ্য দাওয়াত ও তাদের দাওয়াত কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তাদের অস্বিকার করা ও তাদের নির্যাতন করা এবং তার শাস্তিঃ
আমরা সবাই জানি ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহ এবং সাহেবে কিরান বাংলার "দ্বিতিয় কারবালা" চলা কালিন সময়ে জিহাদের ডাক দিবেন।এবং হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে জিহাদ করে সেই প্রতিশ্রুত "গাজোয়ায়ে হিন্দ" করবেন।
এখন কথা হলো,

Scanned by CamScanner

তারা কি শুধু মাত্র সেই, কারবালা চলার সময়েই প্রকাশ পাবেন?
তার আগে তাকে চেনা বা জানার কোন উপায় কি আমাদের নেই????
বন্ধুরা, আপনাদের মত আমিও অধির আগ্রহী, সেই মহা যুদ্ধের ২
সেনাপতির কাছে জিহাদের বাই'য়াত গ্রহনের জন্য।
কিন্তু, তাদের কে কি আগে থেকে চিন্তে পারার কোন উপায় নেই???
এই প্রশ্নটির জবাব খুজতে গিয়ে বুঝলামঃ
ইমাম মাহমুদ ও তার বন্ধু সাহেবে কিরান নিজেই নিজেদের পরিচয়
প্রকাশ করবেন এবং সঠিক দাওয়াত পৌছানোর চেষ্টা করবেন এবং
তাকে তার রাষ্ট্র কর্তৃত কঠিন অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হবে।
কেননা, আমরা যদি ইতিহাস দেখি, তাহলে জানবো প্রতিটি নবী-
রছুল,অলী-আওলিয়া, সেই সময়ের রাষ্ট্র নেতাদের দ্বাড়া অত্যাচারের
শিকার হয়েছে।তাদের উপর অমানবিক যুলুম করেছে। কারাবন্দি
করেছে।
তাহলে,নিশ্চই, এই ইমাম মাহমুদ ও তার বন্ধু সাহেবে কিরান বারাহ কেও
তাদের রাষ্ট্র কর্তৃক অত্যাচার করা হবে। তাদের দেশেরও অধিকাংশ
মানুষ তাদের কে ভন্ড বলবে, মিথ্যাবাদি সাব্যস্ত করবে।
চলুন এখন একটু আগামী কথন থেকে কিছু তথ্য নেইঃ
৩৪. সাত মাস ব্যাপি ধোয়ার আযাবে,
বিশ্ব থাকিবে লিপ্ত।
দুই- তৃতীয়াংশ মানুষ হারাইবে প্রাণ,
রব থাকিবেন ক্ষিপ্ত।
৩৫. ভয়ংকর এই শাস্তির কারণ,
বলে যাই আমি এ ক্ষনে।
নিম্নের কিছু কথা
তোমরা রাখিও স্মরনে।
৩৬. মহা সমরের পূর্বে দেখিবে
প্রকাশ পাইবেন ' মাহমুদ'।

Scanned by CamScanner

পাশে থাকবেন ' শীন' ও জ্যোতি,
সে প্রকৃতই রবের দূত।
৩৭.হিন্দুস্থান থেকে যদিও একজন,
জানাইবে 'মাহমুদ' - এর দাবি।
খোদা করিবেন সেই ভন্ডকে ধ্বংশ,
সে হইবেনা কামিয়াবি।
৩৮.হাতে লাঠি,পাশে জ্যোতি,
সাথে সহদর 'শীন'।
মাহমুদ এসে এই যমিনে
প্রতিষ্ঠা করবেন দ্বীন।
৩৯.' সত্য' সহ করিবেন আগমন,
তবুও করিবে অস্বিকার।
হক্কের উপর করবে বাতিল,
কঠিন অন্যায় অবিচার।
৪০.অবিশ্বাসী জাতির উপর,
গজব নাজিল হবে তখন।
পশিচ সনের মহা সমরে,
ধোয়ার আযাব আসিবে যখন।
৪৪.সৃষ্টির উপর হাত খেলানোর,
করেছো দূর্শহাসিকতা।
শাস্তি তোমাদের পেতেই হবে
তাই তো এই বিধ্বংস্ততা।
৪৬.আধুনিকতার কারণে মানুষ,
লিপ্ত নগ্নতা-অশ্লিলতায়।
বেপর্দা নারী,মূর্খ আলেম,তাইতো
পচিশে ধ্বংশ হবে সব অন্যায়।
উপরক্ত তথ্য বলছে,

Scanned by CamScanner

যে এই যে দ্বিতিয় কারবাল থেকে শুরু করে গাজোয়াতুল হিন্দ, তারপর তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে গোটা পৃথীবির ৩ ভাগের ২ ভাগ মানুষ মারা যাবে তার কারন হলোঃ

(১) মানুষ আল্লাহ বিমুখী হয়েছে।

(মুসলিমরাই আজ জাহান্নামিদের কাজ কর্ম করে বেরাচ্ছে সেখানে অমুসলিম রা আর কি করবে?)

(২) মানুষ সৃষ্টির উপর হাত খেলিয়েছে।

(যেমনঃ চেহাড়া পরিবর্তন,লিঙ্গ পরিবর্তন,টেষ্টটিউব বেবি,রোবট, ইত্যাদি)

(৩) বেপর্দা নাড়ীর সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি হচ্ছে।

(আমরা জানি, একটি জরিপে, কিছু বছর আগে বলা হয়েছিলো, প্রতি ১ জন পুরুষ পিছু ৪ জন নাড়ী বর্তমানে! আর তারা যে ইসলামের নিয়ম নিতি থেকে সম্পুর্ন দুরে সরে আছে,তা তো বলার অপেক্ষাই থাকেনা)

(৪) মূর্খ আলেমের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(আমি জানি এক শ্রেনির মুসলিম ভাইয়েরা বলেন যে,আলেমরা যতই যাই করুক,তারা তো আলেমই, তাদের কিছু না বলাই ভালো,।

তাদের বলতে চাই, যে রছুল (ছাঃ) বলেছেন, আমি আমার উম্মতের জন্য দাজ্জালের চেয়েও একটি জিনিস অধিক ভয় করি। তা হলো, "বিপথগামী ও পথভ্রষ্ট আলেম সম্প্রদায় "

(মুসনাদে আহমাদঃ২১৬২১-২২,)

এবং আমরা সবাই জানি, জাহান্নামিদের মধ্যে সংখ্যায় বেশি হবে, নারী। তারপরই অধিক সংখ্যায় জাহান্নামে জাবে আলেম গন।

এখন আপনারাই বলুন,তাহলে তারা কি দুনিয়াতে আলেম নামের জালেম ছিলো না?

উল্লেখ্য যে, আবুল আহকাম(জ্ঞানের পিতা) ও একজন আলেম ছিলেন। কিন্তু দুনিয়াতেই আল্লাহ তাকে, আবু জাহেল(মুর্খর পিতা) হিসেবে জাহির করেছিলেন।

Scanned by CamScanner

এরকম কত জাহেল বর্তমানে আহকাম সেজে আছে তার কোন হিসাব নেই।
অতএব, দাজ্জালের মত এদেরকেও ফিৎনা মনে করে দুরে থাকতে হবে। আলেম দিয়ে ইসলাম কে বিচার না করে,ইসলাম দিয়ে আলেম কে বিচার করতে হবে।
আর ২০২৫ সালের এই গজবের এটাও একটা বড় কারন)
(৫) ইতিহাসে ধ্বংশ হওয়া কতিপয় জাতির গুনাহ বর্তমানে চলছে তাই এই গজব আসবে।
(যদি আমরা ছালেহ,হুদ,লুত,ইব্রাহিম,শুয়াইব,মুছা, হারুন (আলাইহিমাসসাল্লাম)- নবীগনের জাতির কাহিনি দেখি তাহলে জানতে পারবো,তাদের জাতি ধ্বংশ হয়েছিলো, জ্বিনা ব্যাবিচার করা, ওজনে কম দেওয়া,সমকামিতায় লিপ্ত থাকা,শিশু হত্যা করা,মুর্তিপুজা করা,আল্লাহ কে অবিশ্বাস করা, সতর্ককারি দের কে না মেনে তাদের অত্যাচার করা সহ ইত্যাদি কাজের জন্য তাদের জাতিগুলো ধ্বংশ হয়েছিলো।
যদি বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকাই,তাহলে দেখতে পাবোঃ
বর্তমানে, জ্বিনা করা একটি ফ্যাশান, সমকামিতার জন্য আদালতে আইন পাশ করা হয়েছে বিভিন্ন রাষ্ট্রে, ওজনে তো কম করা হচ্ছে,প্রায়সই, মিথ্যা বলে,নকল মাল বিক্রি হচ্ছে, শিশুদের যে কিভাবে হত্যা করা হচ্ছে তার ব্যাক্ষা দেবার প্রয়োজন নেই, শুধুমাত্র একটি কাজ হচ্ছেনা
তা হলো, কোনো সতর্ককারি আমাদের প্রকাশ্য দাওয়াত দিচ্ছেনা, বলছেনা যে আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছি এবং তোমরা আমাকে নেতা হিসেবে মেনে নাও
আর আমরা এমন কোন সতর্ককারি কে পেয়ে তাকে অত্যাচার করছি না।
(যদিও সঠিক আলেমগনের অবস্থা আমরা নাজেহাল করছি প্রতি নিয়তই)

Scanned by CamScanner

এখন একটাই গুনাহ বাকী, তাহলো হযরত নুহ (আঃ) এর জামানার অনুরুপঃ
যে সতর্ককারি বার বার বলবে যে আমি তোমাদের জন্য সতর্ককারি হিসেবে এসেছি আর আমরা তাকে অহংকারের সহিত জবাব দিবো যে, তুমি মিথ্যাবাদি, ভন্ড,। তোমাকে মানবো না। তোমাকে কঠিন সাস্তি দেবো।
আর পরিশেষে মহা গজবে ধ্বংশ হবো।
• আমরা সকল গোনাহই পাড় করে ফেলেছি, শুধুমাত্র কোন আল্লাহ পদত্ব ব্যাক্তি কে অ-স্বিকার, অবিশ্বাস, অত্যাচার করার মত পাপ টা করার সুজগ হয়ে ওঠেনি।
তবে আসা করছি, অচিরেই আমরা গোটা মুসলিম উম্মাহ এই মহা পাপ টি সম্পুর্ন করার একটি বড় সুজোগ পাবো।
কেননা, দ্রুতই হাবিবুল্লাহ ও সাহেবে কিরানের প্রকাশ ঘটবে,তারা নবীদের মত করে দাওয়াত দিবে,তাদের কে নেতা হিসেবে গ্রহন করার। আর তারপর মাহদিও।
আমরা সবাই পুর্ব প্রস্তিতি গ্রহন করে রাখি, যেন তারা আসলেই আমরা ইতপুর্বের গজবীদের ন্যায় গজবে লিপ্ত হওয়ায় সুজোগ টি হাতছাড়া না করে ফেলি।
কারন, তাদের কে মেনে নিলে তো হক্ব পথে চলেই গেলাম। তাহলে পাপ টা না করলে কেমন যেনো হয় তাই না???
(আসতাগফিরুল্লাহ!)
সাবধান ঐ মহাপাপ করা থেকে সাবধান হন।
কেননা,এই পাপের পরই গজব আসে। অতএব সবাই সাবধান হন। নতুবা জাহান্নামিদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।
(৬) গজবের আরও একটি কারন হলো আধুনিকতাঃ
আমরা যদি আধুনিকতা কে সঠিক পথে ব্যবহার করতাম তাহলে তা অবশ্য আমাদের অনেক উপকারি আবিষ্কারকৃত পদ্ধতি হতো।
কিন্তু হায় আফসোস। আমরা তার সঠিক ব্যবহার না করে,ইমানের

Scanned by CamScanner

ক্ষতিকর দিকটাই গ্রহন করছি ৯৯% মানুষ।এখন ঘড়ে বসে থেকেই সকল পাপ কাজের মদদ পাওয়া যায়,আদুনিকতার সুবাদে।
(৭) ২৫ এর মহা গজবের আরও একটি কারন হলো,
সতর্ককারি হাবিবুল্লাহ ও সাহেবে কিরান কে অস্বিকার করা।
আল্লাহ বলেন,
"নিশ্চই আমি কোন জাতীকেই ধ্বংশ করিনা,যতক্ষন না তাদের মধ্যে সুস্পষ্ট সতর্ককারি পাঠাই, যেনো সে তাদের সতর্ক করে দেয়।"
(আল-কুরআন)
♥তাহলে ২৫ সালের ধ্বংশের আগেই হাবিবুল্লাহ ও সাহেবে কিরান প্রকাশ পাবেন।
★হযরত নূহ (আঃ) কে অবিশ্বাস -অ-স্বিকার -ও অত্যাচার করার কারনে গোটা পৃথীবির মানুষ,
★হযরত ছালেহ (আঃ)- কে অবিশ্বাস -অ-স্বিকার -ও অত্যাচার করার কারনে ছামুদ জাতি,
★হযরত হুদ (আঃ)- কে অবিশ্বাস -অ-স্বিকার -ও অত্যাচার করার কারনে আদ জাতি,
★হযরত মুছা ও হারুন(আঃ) কে অবিশ্বাস -অ-স্বিকার -ও অত্যাচার করার কারনে ফেরাউনের জাতি
★হযরত লুত (আঃ)- কে অবিশ্বাস -অ-স্বিকার -ও অত্যাচার করার কারনে তার জাতি
এছাড়াও আরও অনেক জাতী তাদের উপর প্রেরনন কৃত সতর্ককারী দেরকে অবিশ্বাস -অ-স্বিকার -ও অত্যাচার করার কারনে ধ্বংশ হয়েছে।
★আর এবার ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহ ও সাহেবে কিরান" কে অবিশ্বাস -অ-স্বিকার -ও অত্যাচার করার কারনে আমরা গজব ডেকে আনবো। তাদের না মানার জন্য।তাদের সাথে কঠিন অন্যায় অবিচার করার মাধ্যমে।
বিশেষত ভারতীয় উপমহাদেশ বাসি সাবধান হওন। কেননা, এই উপমহাদেশেই হয়তোবা হাবিবুল্লাহ ও সাহেবে কিরান রয়েছেন।

Scanned by CamScanner

সুতরাং,,,,,,,,,সামনের দিন গুলোতে সতর্কতার সাথে পদক্ষেপ নিতে হবে।
ভুল করার কোনই উপায় বা সুজোগ নেই।

♥বাংলাদেশ♥ থেকেই প্রকাশ পাবেন
★ ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহ ★
এবং ★সাহেবে কিরান★
(ইংশাআল্লাহ)

(একটি ত্বাত্তিক, গবেষনা মুলক বিশ্লেষণ। বাকিটা আল্লাহু আলাম)
আছছালামু আলাইকুম। বন্ধুরা, আশা করি ভালো আছেন।
প্রথমেই বলি, এটা আমার গবেষনা ও বিশ্লেষন মুলক পোষ্ট।।
আমার মতানুসারে নাও ঘটতে পারে। তবে হবার সম্ভবনা ৯৮%..
যে----------
ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহ! এবং তার প্রিয় বন্ধু "সাহেবে কিরান" বাংলাদেশ থেকেই প্রকাশ ঘটবে।
(কেবল পুরোটা পড়লেই বুঝতে পারবেন,তাই পুরোটা পড়ুন)
****

এবার চলুন কিছু তথ্য থেকে যেনে নেই যে,
এই ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহ এবং সাহেবে কিরান কে??এবং কেনো আসবেন??

♦ প্রথমত,হাদিছ থেকে তাদের আগমনের প্রমান নেইঃ
♥ হযরত ফিরোজ দায়লামি (রাঃ)- থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, রছুল (ছাঃ)- বলেছেনঃ
আখেরী জামানায়, ইমাম মাহদী র পূর্বে ইমাম মাহমুদ-এর প্রকাশ ঘটবে। সে বড় যুদ্ধের শক্তির যোগান দিবে। তার যামানায় মহাযুদ্ধের বজ্রাঘাতে বিশ্বের অধ্বঃপতন হবে,এবং বিশ্ব এই সময়ে ফিরে আসবে। সে তার সহচর বন্ধু ""সাহেবে কিরান"" বারাহকে সাথে নিয়ে যুদ্ধ পরিচালোনা

Scanned by CamScanner

করবে-যে বেলাল ইবনে বারাহ-এর বংশোদ্ভুত হবে।
তোমরা তাদের পেলে যানবে,ইমাম মাহদীর প্রকাশের সময় হয়েছে।
(আসরে যুহরি,১৮৭ পৃঃ
তারিখে দিমাশাকঃ২৩৩ পৃঃ
ইলমে তাছাউফঃ ১৩০ পৃঃ
ইলমে রাজেনঃ ৩১৩ পৃঃ
বিহারুল আনোয়ারঃ ১১৭ পৃঃ)
উক্ত হাদিছ টি এই পাচটি গ্রন্থে উল্লেখ্য রয়েছে।
অধিকাংশ মুহাদ্দিছগন ব্যক্ত করেছেন,উক্ত হাদিছটি ছহিহ, কেউ কেউ বলেছেন,হাসান।)
এবং
♥আবু বছির (রঃ) বলেন, যাফর সাদিক (রঃ) বলেছেন,
মাহদীর আগমনের পূর্বে, এমন একজন খলিফার আবির্ভাব ঘটবে, যিনি হবেন, মাতার দিক থেকে কাহতানি এবং পিতার দিক থেকে কুরাঈশী। তার নাম মাহদীর নামের সাথে কিছুটা সাদৃশ্যমান হবে এবং তার পিতার নামও কিছুটা মাহদীর পিতার নামের সাদৃশ্যমান হবে।
(ইলমে তাছাউফ ঃ ১২৮ পৃঃ
তারিখে দিমাশাকঃ ২৩২ পৃঃ)
আমরা জানি মাহদির নাম হবে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ!
(মুহাম্মাদ=চিরো প্রশংসিত
মুহামাদ = চিরো প্রশংশিত)
আর প্রথম হাদিছটি যেহ্তু বলছে, মাহদির আগে মাহমুদ প্রকাশ পাবে, তাই মাহদির নামের মত নাম হলো,
মাহমুদ= চিরো প্রশংসিত।
আর মাহদির পিতার নাম হবে আবদুল্লাহ।
আর তাহলে মাহমুদের পিতার নামও এরকমি হবে।
তাই এ হাদিছেও মাহমুদ কে ইঙ্গিত করে।

Scanned by CamScanner

♥আবু বকর সিদ্দিক রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,রছুল ছঃ বলেছেন,শেষ জামানায় ইমাম মাহমুদ ও তার বন্ধু সাহেবে কিরান বারাহর প্রকাশ ঘটবে।আর তাদের মাধ্যমে মুসলমানদের বড় বিজয় আসবে।আর তা যেন মাহদীর আগমনের সময়।
(কিতাবুল ফিরদাউস,৮৭২)
♥হযরত আনাস রাঃ বলেন,একদা রছুল ছঃ এর এক মজলিসে আমি আর বিলাল রাঃ বসা ছিলাম। সে সময়ে আল্লাহর রছুল ছঃ বিলাল রাঃ এর কাধে তার ডান হাত রেখে বললেন,হে বিলাল! তুমি কী জানো তোমার বংশে আল্লাহ এক উজ্জল তারকার জন্ম দিবেন?যে হবে সে সময়ের সবচেয়ে সভাগ্যবান ব্যাক্তি
(সাহেবে কিরান=প্রজন্মের সৌভাগ্যবান)।
অবশ্যেই সে একজন ইমামের সহচর হবে(ইমাম মাহমুদের)
।রাবি বলেন,রছুল ছঃ বলেছেন,সেই ইমামের আগমন,ইমাম মাহদীর পূর্বেই ঘটবে।
(আসারুস সুনান, ৩২৪৮)
^^
উপরের সবগুলো হাদিছ বলছেঃ মাহদীর পুর্বে হাবিবুল্লাহ ও সাহেবে কিরান প্রকাশ পাবে।

____
_________=______=______

বন্ধুরা আমরা এতক্ষন, হাদিছ থেকে মাহমুদ ও সাহেবে কিরান এর পরিচয় এবং তাদের আগমন সম্মন্ধে জানলাম,এখন জানবো, হাদিছের বাইরে কোন পুথিমালাতে তাদের আগমন নিয়ে,
⬩ভারতের বিক্ষ্যাত ক্কাসিদাহ গ্রন্থে, শাহ নেয়ামতউল্লাহ (রঃ) বলেছেন,
"সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহ,
হাতে নিয়ে শমসের।
খোদায়ী মদদে ঝাপিয়ে পড়িবে,
ময়দানে যুদ্ধের।"

Scanned by CamScanner

তিনি এখানে বলেছেন,
সাহেবে কিরান এবং হাবিবুল্লাহ হাতে অস্র নিয়ে, যুদ্ধের ময়দানে(গাজোয়াতুল হিন্দ) ঝাপিয়ে পরবেন।
****
****
আগামী কথনঃ -এ বলা আছেঃ
"শীন সেতো সাহেবে কিরান,
মীম এ হাবিবুল্লাহ।
জালিমের ভুমিতে ঘটাইবে মহালয়,
সাথে আছেন মহান আল্লাহ!"
উপরক্ত ভবিৎষ্যতবানীর ২ টি কবিতায় তাদের আগমন সম্মন্ধে বিস্তর আলোচনা করা আছে।
আর এটাও বলা আছেঃ তাদের নেতৃত্বে সেই বিজয়ের জিহাদ """"গাজোয়াতুল হিন্দ"" সংঘটিত হবে।
==========
বন্ধুরা, আমরা জেনে নিলাম যে, সাহেবে কিরান এবং হাবিবুল্লাহ মুলত কে!
★এখন কথা হলো,তারা কেন আসবেন??
আমরা জানি যে, আল্লহ পদত্ব ব্যক্তিগন, আসেন ইসলাম/দ্বীনকে পুনরায় জিবিত করার জন্যে। এবং আল্লাহর ধর্মকে রাষ্ট্র পর্যায়ে প্রথিষ্ঠা করতে।

তারাই হলেন সেই চির অপেক্ষিত মহা সফলতাময়
জিহাদ
♦ গাজোয়াতুল হিন্দ♦এর
২ জন সেনাপ্রতি।

তাহলে, আমরা জানলাম যে, ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহ এবং তার বন্ধু " সাহেবে কিরান" আসবেন এবং গাজোয়াতুল হিন্দ করবেন।

Scanned by CamScanner

==========

এখন আসি মুল আলোচনায়ঃ

ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহ এবং সাহেবে কিরান কোথায় জন্মগ্রহন করেছেন? কোন স্থানঃ থেকে প্রকাশ পাবেন?

•বাংলাদেশ থেকে•

(আল্লাহু আলাম)

এটা আমার রিসার্চের ফল।

যেহুতু যুক্তিপুর্ন তথ্য আছে তাই বললাম বাংলাদেশ থেকে!

\^^^^^\^^^^^^^^\^^^^^^\

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

চলুন, বাংলাদেশ থেকেই যে প্রকাশ পাবে তা প্রমান করা যাকঃ

•সুত্রঃ (১) ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহ এবং সাহেবে কিরানের প্রকাশ ঘটবে,, তখন,, যখন হিন্দুস্থানি মালাউন রা, বাংলাদেশে ঘটাবে ""দ্বিতিয় কারবাল"..

তখন তারা তার প্রতিবাদে ২০২৪ সালে জিহাদের ডাক দিবেন।।

তাহলে দেখুন, তারা বাংলাদেশের বাসিন্দা না হলে, কেন তারা তার প্রতিবাদে জিহাদের ডাকে দিবেন??কেবল দ্বিতীয় কারবালা তেই কেনো? বহু রাষ্ট্রেই তো মুসলিম নিধন হচ্ছে,তাহলে বাংলার সাথে তার কি সম্পর্ক??

ক্বাসিদাহ তেও, কাশ্মীর প্রসঙ্গে তার কোনো, আলোচনা নেই, কিন্তু বাংলাদেশ প্রসঙ্গ তুলতেই হাবিবুল্লাহ ও সাহেবে কিরানের প্রসঙ্গ এসেছে,।

আগামী কথনেও তাই।

•সুত্রঃ(২) ইমাম মাহমুদের সহচর বন্ধুর নাম হবে "শ" দিয়ে। তার পুরো নাম না জানলেও তার উপাধি আমরা জানি। আর তা হলো,

♥ সাহেবে কিরান' ♥

এখন একবার ভেবে দেখুন,

সাহেবে কিরান, কথাটি একটি বাংলা শব্দ। যার আভিধানিক অর্থঃ "প্রজন্মের সৌভাগ্যবান"

Scanned by CamScanner

তাহলে এই বাংলা শব্দের উপাধি কোন,, ইংরেজি, হিন্দি, আরবীয়, চাইনিস,বা উর্দু ভাষা ভাষির হতে পারে না। এটা কেবল একজন বাঙ্গালীর ই হতে পাড়ে।

• সুত্রঃ (৩) গাজোয়ায়ে হিন্দ হলো, ভারতীয় উপমহাদেশের জিহাদ। এখানে, ভারতীয় উপমহাদেসের ই সকল ভিলেনগন,!শয়তানি নেতৃত্বের আসনে থাকবেন।

তাই, মহা নায়ক রাও এই ভারতীয় উপমহাদেশেরই হবে সেটাই সর্বাধিক গ্রহনীয়।

বাংলাদেশ ইঙ্গিতীয়মান।

সুত্রঃ (৪) বলতে পারেন, ভারতীয় উপমহাদেশে তো আরও দেশ আছে, তাহলে বাংলাদেশ ধরবো কেন??

বাংলাদেশ ধরার কারন হলো,

ভারতীয় উপমহাদেশে র, মীয়ানমার থেকে আফগানিস্থান পর্যন্ত, মধ্যে, বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা,পাকিস্থান, নেপাল, ভুটান।।কিন্তু অন্যান্য দেশ গুলোর বর্ননা সুত্রের সাথে মেলেনা।

সুত্রঃ(৫) শ্রীলঙ্কা, ভুটান ও নেপাল হবার কোনই কারন নেই।

এদেশ গুলো প্রসঙ্গের বাহিরে।

★ সুত্রঃ (৬)তাহলে কী তারা মিয়ানমারের বাসিন্দ?

মিয়ানমার= যখন রাখাইনের রোহিঙ্গা হত্যা কান্ডের মত এতবড় যঘন্য অধ্যায় রচিত হলো,তখন যদি তারা মিয়ানমারেই থাকতেন তাহলে এই ইতিহাস কোন ক্রমেই লিখিত হতো না। তারা জিহাদের ডাক দিতেন।

সুত্রঃ (৭) ভারত থেকেও নয়।কারন

ভারতঃ= ক্বাসিদাহ পড়লে যানতে পারবো,

""কাপিবে মেদিনী সিমান্ত, বীর গাজিদের পদভারে।

ভারত প্রানে আগাইবে তারা মহারন হুঙ্কারে""

অর্থাৎ, জানা গেলো, তারা ভারতের বাইরের লোক, ভারতের দিকে আগাইবে।

এবং আগামী কথন এ বলা আছেঃ

Scanned by CamScanner

৩৭.হিন্দুস্থান থেকে যদিও একজন,
জানাইবে 'মাহমুদ' - এর দাবি।
খোদা করিবেন সেই ভন্ডকে ধ্বংশ,
সে হইবেনা কামিয়াবি।
তাহলে বোঝা গেলো, ভারত থেকে কেউ মাহমুদ দাবী করলে তাকে মানা যাবে না। কারন সে ভন্ড হবে।
তাহলে বোঝা গেলো,প্রকৃত ইমাম মাহমুদ ও সাহেবে কিরান, ভারতের বাইরের হবেন।
সুত্রঃ(৮) আফগানিস্থানঃ = আমরা ক্বাসিদাহ ও আগামী কথন পড়লে যানতে পারবো যে,
আফগানিস্থান হলো গাজোয়াতুল হিন্দ এ ইমাম মাহমুদ ও সাহেবে কিরানের দল কে বহিরাগত রাষ্ট্র হিসাবে সাহায্যের হাত বাড়াবে। তাহলে বহিরাগত রাষ্ট্র কখনো নিজ মাতৃভুমি হতে পারেনা।
সুত্রঃ (৯)পাকিস্থানঃ= যদি তারা পাকিস্থানের নাগরিক হয়, তাহলে তারা অবশ্যই বর্তমানে, কাশ্মীর দখলের জিহাদে আছেন।
কিন্তু ক্বাসিদায়ে "শাহ নেয়ামতউল্লাহ (রঃ) বলেছেনঃ
★এরপর যাবে ভেগে নরকিরা,পাঞ্জাব কেন্দ্রের,
তাহার ধনসম্পদ দখলে যাইবে মুমিনদের।
অনুরুপ হইবে পতন, একটি শহর মুমমিনদের।
তাহার সম্পদ যাইবে দখলে, জালিম হিন্দুদের।★
আমরা কমবেশি সবাই জানি যে, সেই শহর হলো বাংলাদেশ।
আর "আগামী কথন", বলে,
কাশ্মির পাকিস্থানের মুমিনগন দখল করবে। ভারত তখন
কাশ্মির হাড়ানোর ২বছরের মধ্যেই, বাংলাদেশ দখল করবে।। তখন
হাবিবুল্লাহ এবং সাহেবে কিরানের প্রকাশ হবে,
তাহলে দেখুন, পাকিস্থানের যুদ্ধে ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহ ও সাহেবে কিরানের কোন খোজ নেই। কিন্তু, বাংলার কারবালায় তারা প্রকাশ পাবে।
সুত্রঃ(১০) শাহ নেয়ামতউল্লাহ (রঃ)এর ক্বাসিদাহ শরীফে বলা হয়েছে,

Scanned by CamScanner

((মহরম মাসে হাতিয়ার হাতে পাইবে মুমিনগন,
ঝঞ্ঝার বেগে করিবে তাহারা
পাল্টা আক্রমন।))
এখন কথা হলো আপনি আমাকে আক্রমন করলেই তো, কেবল আমি আপনাকে পাল্টা আক্রমন করতে পারবো।
তাই বোঝা গেলো, বাংলাদেশে কে যখন ২০২৪ সালে ভারত আক্রমন করতে আসবে, তখন বাংলাদেশ থেকে আবার হাবিবুল্লাহ এবং সাহেবে কিরান পাল্টা আক্রমন করবে।
সুত্রঃ (১১) শাহ নেয়ামতউল্লাহ ক্বাসিদাহ তে বলেছেন,
কাপিবে মেদেনি সিমান্ত,
বীর গাজিদের পদভারে,
ভারত প্রানে আগাইবে
তারা মহারণ হুঙ্কারে।
এখন কথা হলো, আমরা জানি মেদেনীপুর হলো ভারতের একটি বিক্ষ্যাত জেলা, কোলকাতার পার্শবর্তি।
আমরা যদি একটু খেয়াল করি,তাহলে জানতে পারবো,
মেদেনি পুর দিয়েই মুসলমানদের জিহাদি দলটি ভারতে গাজোয়াতুল হিন্দ করার জন্য যাবে।
আমরা যদি দেখি, বাংলাদেশের রংপুর,রাজশাহি ও চট্টগ্রাম বিভাগ দিয়ে, ভারতের মেদেনীপুর যাওয়া যায়।
যদি বাংলাদেশ ব্যতিত অন্য যে কোন দেশ হয়,তাহলে মেদেনীপুর দিয়ে ভারতের দিকে অগ্রসর হবার কোনই উপায় থাকেনা।
♦তাহলে প্রমান হলো বাংলাদেশ দিয়েই মুসলমানদের দলটি গাজোয়াতুল হিন্দ করার লক্ষে অগ্রসর হবে , যার নেতৃত্বদান করবেন, ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহ এবং সাহেবে কিরান।।♦
.বন্ধুরা সকল সুত্র বলছেঃ
♦ ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহ এবং সাহেবে কিরান
♦বাংলাদেশেরই বাসিন্দা,

Scanned by CamScanner

♦তাদের জন্মভুমি বাংলাদেশ,,
♦তারা, বাংলাদেশেই রয়েছেন।
♦বাংলাদেশ থেকেই তারা প্রকাশিত হবেন
♦এবং বাংলাদেশ থেকেই জিহাদের ডাক দিবেন
আর পুর্বেই প্রমান করেছি যে তারা ২০২১ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যেই জনসম্মুখে প্রকাশ পাবেন।(ইংশাল্লাহ).....
.....
পরিশেষে বাংলাদেশ থেকে হিন্দুস্থানের দিকে অগ্রসর হয়ে, গাজোয়াতুল হিন্দ করবেন।
এটাই সর্বাধিক গ্রহন যোগ্য তথ্য।
এখন একজন বাঙ্গালী হিসেবে আমি আনন্দিত। কেননা ,
গবেষনা বলে,,
ইমাম মাহমুদ ও সাহেবে কিরান, বাঙ্গালী হবেন।
বন্ধুরা এটা শুধুই একটা গবেষনা ভিত্তিক ফলাফল।
কোনক্রমেও আমি বলছি না,যে , আমি কারো প্রচারনা চালাচ্ছি,আমি সত্য প্রচার করছি,সাধ্যানুযায়ী।
আমার ডকুমেন্ট গুলো কিন্তু হাদিছ, ক্বাসিদাহ এবং আগামী কথন থেকে নেওয়া।
সিজস্ব কোন ডকুমেন্ট নয়।
তাই, আপনাদের বিবেকের কাছে প্রশ্ন দিলাম,
আপনাদের কাছে এর থেকেও যদি অধিক গ্রহনিয় কোনো তথ্য থাকে তাহলে অবশ্যই তা গ্রহন করাই আমাদের সবার কর্তব্য হবে।
কিন্তু বহু দিন ধরে গবেষনা করে,,তথ্য-যুক্তি-প্রমান বলছে,
♥ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহ♥
এবং
♥সাহেবে কিরান বারাহ♥
আমাদের এই ♥বাংলাদেশ♥
থেকেই প্রকাশ ঘটবে। এবং তারা আমাদের কে ♥গাজোয়াতুল হিন্দের♥

Scanned by CamScanner

জিহাদের জন্য বাইয়াত নিতে আহ্বান করবেন।
এবং পরিষেশে
♥হিন্দুস্থান বিজয় করবেন।♥
[[[[আল্লাহ অধীক অবগত]]]]
পরিশেষে, বলতে চাই,
♥,আমি গর্বিত,
♥আমি উৎসাহিতো,
♥আমি উৎফল্লিত,
♥আমি আনান্দিত,
♥আমি উল্লাসিতো,,
♥আমি রনো সজ্জায় হতে চাই সজ্জিত,
♥আমি, ইমাম মাহমুদ ও সাহেবে কিরানের পাশে থেকে জিহাদ করতে চাই অরিবত।
♥তারা আল্লাহর ওলী,,
♥তারা বাঙ্গালী,
♥আমরাও বাঙ্গালী
তাই
♥আমরা গর্বিত,
♥আমরা ধন্য♥
(আল্লাহ যেনো আমাদের কে,
তাদের চেনার, তাদের পাশে থাকার এবং তাদের খেদমত করার তৌফিক দেন।") (আমিন)
আল্লাহু আকবার।আলহামদুলিল্লাহ,
সুবহানআল্লাহ,
(ধন্যবাদ সবাই কে।
মন্তব্য আশা করছি)
২০২১ সালে ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহ এবং সাহেবে কিরানের প্রকাশ।
♦দ্বিতীয় কারবালা কাকে বলে??

Scanned by CamScanner

♦দ্বিতিয় কারবালা" কবে হবে??
♦দ্বিতিয় কারবালা কেনো শুরু হবে??
♦এই কারবালায় যারা হত্যা হবে তারা কী শহীদি মর্যাদা লাভ করবে??
♦কিভাবে এই কারবালা থেকে নাযাত পাওয়া যাবে??
♦ দ্বিতিয় কারবালার শেষ পরিনাম কি??
****
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦২০২১ সালেই হাবিবুল্লাহ এবং সাহেবে কিরানের প্রকাশঃ চলুন প্রমান করারা যাকঃ

বইঃ সূনান আবু দাউদ (ইফাঃ), অধ্যায়ঃ ৩২/ যুদ্ধ-বিগ্রহ, হাদিস নম্বরঃ ৪২৪১

৪২৪১. সুলায়মান ইব্ন দাউদ (রহঃ) --- আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমার জানামতে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ এ উম্মতের জন্য প্রতি শতাব্দীতে এমন এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন, যিনি দীনের 'তাজ্‌দীদ' বা সংস্কার সাধন করবেন।

হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih)

এখন এই হাদিছের সুত্র বলছে ইসলামের কোনো উল্লেখযোগ্য ক্ষতির ১ শতাব্দি পর, সংস্কারক হিসেবে আল্লাহ কাউকে পাঠাবেন।

নিকটবর্তি সময়ে, উসমানী খেলাফত হাড়ানো বড় একটি বিষয়,ইসলামের।

তার ১০০ বছরের মাথায় মুজাদ্দিদের মাধ্যমে সংস্করন হবে।

কিন্তু আবু হুড়াইরা রাঃ বলেন নি যে, এটা চাদের হিসাব নাকি সুর্যের।

যেহুতু তিনি আরবের বাসিন্দা,চাদের হিসাব এখানে উল্লেখযোগ্য।

তাহলে প্রতি সুর্যের ১০০ বছরে,চাদের ৯৭ বছর।

সে হিসাবে ১৯২৪+৯৭=২০২১ সাল।

তাহলে ২০২১ সালে ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহ ও সাহেবে কিরানের প্রকাশ পাবার সাল।

Scanned by CamScanner

তবে যদি, আমরা আবার ক্রুসেডারদের হাত থেকে জেরুজালেম উদ্ধারের কাহিনি দেখি, তাহলে জানতে পারবো,
জেরুজালেম হাড়ানোর ঠিক ১০০ বছরের মাথায় গাজি সালাহউদ্দিন আয়্যুবী (রহঃ)
তা সংস্কার করেন। খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেন।
সে হিসাবে আমরাও খেলাফত হাড়িয়েছি ১৯২৪ সালে+১০০=২০২৪ সাল আবার আমাদের খেলাফত প্রতিষ্ঠার সাল।
তাহলে, বোঝা যাচ্ছে, ২০২১ সালে মাহমুদ ও সাহেবে কিরানের প্রকাশ এবং ২০২৪ সালে খেলাফত হাতে নেবার চুরান্ত পর্যায়।
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
(১) দ্বিতিয় কারবালাঃ
দ্বিতিয় কারবালা মুলতো হিন্দুস্থান কর্তৃক তার পার্শবর্তি দেশ কে দখল করা ও মুশরিক বাহিনির হাতে সেদেশের ৭ কোটি ৫০লক্ষ (প্রায়)- মানুষ কে হত্যা করাকে বোঝায়।
(২) দ্বিতীয় কারবালা কবে হবেঃ
ক্বাসিদাহ ও আগামী কথন বলে,, যেদিন কাশ্মির পাকিস্থানের মুমিনগন দখল করে নিবে,,সেদিন থেকে সর্বোচ্চ ২ বছরের মধ্যেই যেকোনো সময়, হিন্দুস্থান তার পাশের একটি কে দখল করে ""গনহত্যা ""চালিয়ে কারবালা ঘটাবে! ২০২৪ সালের দিকে।
(৩)যে কারনে দ্বিতীয় কারবালা হবেঃ
এটা মুলোত,একটা """"শাস্তি/গজব"""" ঐ দেশের মানুষের জন্য।
,,আর "ক্বাসিদাহ"-এবং "আগামী কথন"- এ বলা আছে,, সেই দেশের সাথে প্রতারনা করার মাধ্যমে হিন্দুস্থান উক্ত দেশ কে দখল করবে,, সে কারনেই " দ্বিতীয় কারবালা" হবে।
(৪) কারবালায় যারা প্রান হাড়াবে তারা পাবে কী শহীদি মর্যাদাঃ
মুলত এই প্রশ্নত্তরটাই দেবার জন্য এই পোষ্ট টি করলাম।
দির্ঘদিন যাবৎ আপনারা অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন যে, যারা কাফের মুশরিক দের হাতে প্রান হাড়াচ্ছে তারা কি শহীদ বলে গন্য হবেনা???

Scanned by CamScanner

প্রথমেই বলি, আমরা মুসলিম রা বর্তমানে সত্য গোপন কারী জাতি। কারনটা বলতে হবে বলে মনে হয়না।

★চলুন দেখি এ বিষয়ে হাদিছ" কি বলে??

♦আবু যার রযিঃ হতে বর্ণিত।তিনি বলেন, রছুল ছঃ আমাকে বল্লেন,হে আবু যার! তুমি কী যানো?আল্লহ তা আলা সত্য গোপন কারি জাতির জন্য তিনটি শাস্তি নির্ধারণ করেছে। আর তা হলো,১. সেই জাতির উপর অত্যাচারি শাষক চাপিয়ে দেয়া হবে।২.সেই জাতির উপর বিদেশী শত্রু প্রতিনিধিত্ব করবে।৩.আর সেই জাতির লোকেরা নিজেরা নিজেদের সাথেই দণ্ডে লিপ্ত থাকবে।(বায়হাকী কুবরা,১৭৫৮)

তাহলে আমরা বুঝলাম যে,, উপরের হাদিছের সাথে আমাদের বাঙ্গালিদের হুবহু এক অবস্থা।

♦যুলুমকারি শাষক এবং বাইরের রাষ্ট্র থেকে শত্রু তখনি মুসলমানদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে! যখন মুসলমানগন পাপাচার দেখেও তার প্রতিবাদ করেনা! এবং নিজেরাও পাপাচারে লিপ্ত হয়। সত্য গোপন করে।

আর আমরা নিজেরাই এখন নিজেদের মধ্যে
ফিৎনা,মারামারি,কাটাকাটিতে লিপ্ত।

আর দ্বিতিয় কারবালা তেও আমরা দেখতে পাবো,
বহিরাগত রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আমাদের উপর শাস্তি আসবে এবং যুলুমকারি সাষক আমাদের উপর বিচরন করবে।

তাহলে হাদিছের সুত্র বলছে,
"মুসলিমদের অধিকাংশই আজ গোমরাহিতে লিপ্ত। পাপাচারের বিরোধিতা করেনা"নিজেরাও পাপাচারে লিপ্ত".....!সত্য কথা প্রকাশ করেনা।

তাহলে এখন বলবেন যে,, এই বাংলায় কেউই কি নেককার নেই??

জ্বি হ্যা, অবশ্যই আছে।

কিন্তু ঐ যে,

চলুন আরও একটি হাদিছ দেখে নেইঃ

Scanned by CamScanner

♦ইয়াহইয়া ইবনু বুকায়র (রহঃ) যায়নাব বিনতে জাহাশ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, যায়নাব বিনতে জাহাশ (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাদের মধ্যে নেক ও পুণ্যবান লোকজন বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? তিনি বললেন, হাঁ যখন পাপাচার অধিক মাত্রায় বেড়ে যাবে। (তখন অল্প সংখ্যক নেক লোকের বিদ্যমানেই মানুষের ধ্বংস নেমে আসবে।)
[হাদিছ বড় জওয়ার কারনে"প্রয়োজনীয় অংশটুকু দেওয়া হয়েছে]
বইঃ সহীহ বুখারী (ইফাঃ), অধ্যায়ঃ ৫০/ আম্বিয়া কিরাম (আঃ), হাদিস নম্বরঃ ৩১০৯
হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih)
জয়নব (রাঃ)- হাদিছ অনুসারে,,, আমরা গজবে ধ্বংশ হবো, যদিও নেককার গন থাকবেন, তবুও পাপাচারিদের সংখ্যা বেশি হলে।
চলুন আরও একটি সুত্র দেখে নেইঃ
♦♦। উম্মুল মু'মেনীন উম্মে আব্দুল্লাহ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ''একটি বাহিনী কা'বা ঘরের উপর আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে বের হলে, তারা যখন বাইদা প্রান্তরে পৌঁছবে তখন সেখানকার সকলকেই যমীনে ধসিয়ে দেওয়া হবে। তিনি (আয়েশা) বলেন যে, আমি (এ কথা শুনে) বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কেমন করে তাদের সকলকে ধসিয়ে দেওয়া হবে? অথচ তাদের মধ্যে তাদের বাজারের ব্যবসায়ী এবং এমন লোক থাকবে, যারা তাদের (আক্রমণকারীদের) অন্তর্ভুক্ত নয়। (পাপি না)
তিনি বললেন, তাদের সকলকে ধসিয়ে দেওয়া হবে। তারপর তাদেরকে তাদের নিয়ত অনুযায়ী পুনরুত্থিত করা হবে।''
[সহীহ বুখারী ২১১৮, মুসলিম ২৮৮৪, শব্দগুচ্ছ বুখারীর।
হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih)]
বায়দাহর প্রান্তরে যারা ধসে যাবে,,,,তাদের কে যার যার নিয়ত অনুসারে কাল বিচার দিবসে তোলা হবে।

Scanned by CamScanner

তাই যারা,,, এই কারবালার পুর্বেই শির্ক-বিদআত, পাপাচার থেকে বিরত থাকবে,সঠিক পথে থাকবে শেষ পর্যন্ত,, তাদের আমল অনুযায়ি বিচার করবেন আল্লাহ।

==========

(৫)কি ভাবে এই কারবালায় নিজেদের জান বাচাতে পারবো?? নাজাত পাবো???

জনাবান,,,

এই গজব থেকে মুক্তি পাবার উপায় রয়েছেঃ

♥ ইমাম মাহমুদ ও সাহেবে কিরানের দলভুক্ত হওয়াটাই অধিক নিরাপদ স্থান।

কেননা, কারবালা হবে ২০২৪ এর সুরুতে, এবং হাবিবুল্লাহ ও সাহেবে কিরান প্রকাশ পাবেন ২১ সালের দিকে।

তাহলে তাদের নিকট যেতে পারলে জান বাচানোর সবচেয়ে সহজ উপায় হবে।

কারন, কারবালার সময় এক দিকে যেমন গনহত্যা চলবে,ঠিক তেমনি অন্যদিকে হাবিবুল্লাহ ও কিরান বারাহ" তাদের সৈন্য তৈরী করবে।

♥ অবশ্যই শহর ছেড়ে গ্রামের দিকে চলে আসতে হবে। কেননা, শহরে যত দ্রুত ও অধিক হারে গন হত্যা হবে,গ্রামে তার কিঞ্চিৎ হবে।

♥সম্ভব হলে পাহাড়ি ও জঙ্গলময় এলাকায় আত্মগোপন করতে হবে কিছু সময়ের জন্য। তবে সাবধান ইমাম মাহমুদ ও সাহেবে কিরান" যখন জিহাদের ডাক দিবে,তখন কিন্তু তাদের ডাকে সারা দিয়ে জিহাদ করাটা ফরজ হয়ে যাবে।

তখন যদি আবার আত্মগোপন করেই বসে থাকেন,তাহলে কিন্তু গোনাহগার হবেন।এবং তারপর, গাজোয়াতুল হিন্দ বা তৃতিয় বিশ্বযুদ্ধ হতে প্রায় ১ থেকে দেড় বছর লাগবে,তখন মারা গেলে ঈমানহাড়া হয়ে মারা যাবেন।

♥ আগে থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে,, সামর্থ্যানুযায়ী কাফেরদের বিরোধিতা করতে হবে। যতটা সম্ভব,, জিহাদ করতে হবে, যতক্ষ ণ না ইমাম মাহমুদ

Scanned by CamScanner

ও তার বন্ধু সাহেবে কিরান জিহাদের জন্য ডাক না দেয়।
নতুবা কাফেরের ভয়ে পালানোর সময় মারা গেলে, মুনাফিকি মৃত্যু হবে।
♥ সর্বপরি, সে সময়ের মুক্তির দুত,, ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহ এবং সাহেবে কিরানের দলভুক্ত হতে হবে।।

_____=======_____

(৬) দ্বিতীয় কারবালার শেষ পরিনতিঃ এক কথায় বলতে চাই,,
কারবালার শেষ পরিনতি,
মুসলিম দের মহা বিজয়।
হিন্দুস্থান বিজয়।
কারন, দিতীয় কারবালা থেকে গাজোয়াতুল হিন্দ।।
{এ বিষয়ে আমার পুর্বের পোষ্টঃ
দুয়ারে দাড়িয়ে দ্বিতিয় কারবালা"" দেখুন,বিস্তারিতো জানতে}

_____=≠_____^^^__^_____

[[[একটি বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ আমার তথ্য উপাত্যের বিশ্লেষন যদি আপনাদের সঠিক মনে হয় এবং উপকারে আসে,তাহলে আমার অনুরোধ রইলো, আপনারা আপনাদের নিকট বন্ধু-স্বজনদের মেনশন করে /শেয়ার করে সত্য জানার সুজগ করে দিয়ে দ্বিনের কাজ করুন। ধন্যবাদ]]]

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

আর আমার প্রিয় দ্বিনি ভাই-বন্ধু-বোনেরা,
আপনারা যারা আখীরুজ্জামান নিয়ে গবেষনা করেন বা জানতে আগ্রহী,তাদের জন্য বলছিঃ
আমাদের নতুন তৈরী একটি গ্রুপঃ
"আখীরুজ্জামান গবেষনা কেন্দ্র""
https://www.facebook.com/groups/280459552796372/permalink/422823445226648/?app=fbl
গ্রুপটিতে যুক্ত হন এবং নিজেরা গবেষনা করুন,অন্যদের জানার সুজগ করে দিন ও ,অন্যের গবেষনা দেখুন-জানুন।

Scanned by CamScanner

আশা করছি আমরা সবাই এই গ্রুপে যুক্ত হবো,অপরকে যুক্ত করবো,,,,,দ্বিনী কাজ করে উম্মাহ কে সচেতন করবো এবং সঠিক পথ খুজে নিবো।
ধন্যবাদ সবাই কে।

♥ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহ ♥
ও ♥সাহেবে কিরান ♥ কে
♥ চেনার উপায়♥

[নতুন পাওয়া হাদিছের সুত্র থেকে ফায়ছালা]
আছছালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।
আশা করি আল্লাহ - সবাই কে ভালো রেখেছেন।
আজ আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করবো এমন একটি হাদিছ নিয়ে যেটার ব্যাক্ষা তে আপনারা,, সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহ-এর পরিচয় জানতে পারবেন। এবং যখন সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহ হিসেবে কেউ দাবি করবে, তখন তাদের কে এই সুত্র দ্বাড়া বিচার করে দেখবেন যে, হাদিছের সাথে দাবিদার দের সুত্র মিলছে কি না!
আর এই পর্বের মাধ্যমে, আপনারা হাবিবুল্লাহ ও সাহেবে কিরান কে সঠিক সময়ে সনাক্ত করতে পারবেন।(ইংশাল্লাহ)
তো চলুন শুরু করা যাকঃ
""বন্ধুরা আমি ইতপুর্বেও আপনাদের মাঝে দলিল সহ প্রমান করেছি যে,"", ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহ""এবং তার প্রিয় বন্ধু"" সাহেবে কিরান"" এদেশ থেকেই প্রকাশিত হবেন।
আমার পুর্বের পোষ্ট গুলোতে দেখেছি, অনেকেই তাদের সন্দেহ অনুযায়ি, অনেককেই "ইমাম মাহমুদ" বলে সন্দেহ পোষন করেছেন।।
কিন্তু সুত্র দ্বাড়া হিসাব করে দেখেছি,সে বা তারা ইমাম মাহমুদ নয়।
তখন প্রশ্ন জাগলো,এই "ইমাম মাহমুদ " বা """কিরান বারাহ"'- কে চেনার কি কোনোই উপায় নেই??
একটা কথা বিশ্বাস করি যে, চাওয়ার মত চাইলে আল্লাহ ফেরায় না।

Scanned by CamScanner

দুইটি হাদিছ সংগ্রহ করতে পেরেছি তাদের নিয়ে, যা আগে কোনোদিনও পড়েছিলাম না।
আশা করছি উপকৃত হবেনঃ
• (১)সাহল ইবনু সা'দ রাঃ বর্নিত,,,,তিনি বলেন, রছুল (ছ.)--বলেছেনঃ অচিরেই পূর্ব দিকে এক ফিৎতনা সৃষ্টি হবে।আর তা হবে মুশরিকদের দ্বারা।
তখন মুমিনদের একটি দল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয় আনবে।
আর তাদের সেনাপতি হবে ঐ সময়ের সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি "সাহেবে কিরান"!
আর তাদের পরিচালনা করবে একজন ইমাম। যার নাম হবে "মাহমুদ""!
অবশ্যেই তারা "" মাহদীর ""আগমন বার্তা নিয়ে আসবে।
(তারিখুল বাগদাদ,১২২৯)
[[[ব্যাক্ষাঃ
•সাহল ইবনু সা'দ রাঃ বর্নিত।তিনি বলেন, রছুল ছ.বলেছেন,অচিরেই পূর্ব দিকে এক ফিৎতনা সৃষ্টি হবে।
(দ্বিতিয় কারবালা)
•আর তা হবে মুশরিকদের দ্বারা,(মালাউন বাহিনি+মুনাফিক বাহিনি)
•তখন মুমিনদের একটি দল তাদের বিরুদ্বে যুদ্ধ করে বিজয় আনবে,!
অর্থাৎ, হাবিবুল্লাহ ও সাহেবে কিরানের দল।
★এই হাদিছ থেকে ২টি বিষয় বিশেষ লক্ষনীয়ঃ
1#(আর তাদের সেনাপতি হবে ঐ সময়ের সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি "সাহেবে কিরান"!
আর তাদের পরিচালনা করবে একজন ইমাম। যার নাম হবে মাহমুদ।)
এখন বোঝা গেলো,,,,,, যুদ্ধের সময় সেনাপতি হবেন "সাহেবে কিরান"--হাবিবুল্লাহ নয়!
এবং 2#অবশ্যেই তারা মাহদীর আগমন বার্তা নিয়ে আসবে।
তাহলে বোঝা গেলো,তাদের প্রকাশের কিছু বছরের মধ্যেই মাহদী আসবেন।

Scanned by CamScanner

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
এখন চলুন দ্বিতিয় হাদিছ টি দেখে নেইঃ
♦♦আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)বলেন, রছুল (ছ).বলেছেনঃ
ইমাম মাহদীর পূর্বে এক জন ইমামের আর্বিভাব হবে
,আর তার নাম হবে "মাহমুদ।"
তার পিতার নাম হবে আব্দুল।
সে দেখতে হবে খুবই দুর্বল।
,তার চেহারায় আল্লাহ মায়া দান করবেন।
আর তাকে সে সময়ের খুব কম লোকই চিনবে।
অবশ্যেই আল্লাহ সেই ইমাম ও তার বন্ধু -যার উপাধি হবে """"সাহেবে কিরাণ""""--তাদের মাধ্যমে মুমিনদের একটা বড় বিজয় আনবেন""
(ইলমে রাজেন,৩৪৭.
কিতাবুল ফিরদাউস,৭৫৪.
ইলমে তাসাউফ,১২৫৩)
[[[ব্যাখ্যাঃ হাদিছ টি বলছেঃ ইমাম মাহমুদ-- ইমাম মাহদির আগেই আসবেন এবং ইমাম মাহমুদের পিতার নাম হবে আব্দুল।
(উল্লেখ্য যে পুর্বে ১ টি হাদিছে বলা হয়েছিলোঃ মাহদির পিতার নামের সাদৃশ্য হবে মাহমুদের পিতার নাম।
আমরা জানি মাহদির পিতার নাম ="আব্দুল্লাহ"
আর মাহমুদের পিতার নাম=আব্দুল)
★★বিষেস লক্ষনীয়ঃ★★
হাদিছ বলছে ""মাহমুদ দেখতে হবে খুবই দুর্বল"".
তার মানে কী বোঝায়??
সে দেখতেই হবে দুর্বল। তাহলে বোঝা যাচ্ছে ইমাম মাহমুদ এর কোনো শারীরিক দুর্বলতা থাকবে।যার কারনে তাকে দেখতে দুর্বল লাগবে।
আর প্রথম হাদিছটি বলছে ""
★যুদ্ধের সেনাপতিত্ত্ব করবেন "সাহেবে কিরান".
মাহমুদ নয়।

Scanned by CamScanner

তবে দল কে পরিচালোনা করবেন/সঠিক দিক নির্দেশনা দিবেন ইমাম মাহমুদ।
আর আগামী কথন" ক্বাসিদাহটিতে বলা আছেঃ
("হাবিবুল্লাহ প্রেরিত আমীর।
সহচর তার সাহেবে কিরান।
কিরানের হাতে থাকিবে জিহাদের,
কুদরতি অস্র "উসমান".)
এই প্যারাটার ব্যাক্ষা তে বলা আছেঃ
গাজোয়াতুল হিন্দের যুদ্ধের প্রধান অস্রটি "সাহেবে কিরান" - ব্যবহার করবেন।
ইমাম মাহমুদ নয়।
হাদিছ আর সকল সুত্র বলছে ইমাম মাহমুদের কোনো শারীরিক প্রতিবন্ধকতা থাকবে।
(ওয়াল্লাহু আলাম)
তবে,, কি ধরনের দুর্বলতা তা জানা যায়না। তবে যাই হোক তাকে দেখলে সাধারন মানুষের চেয়েও দুর্বল মনে হবে।
• বন্ধুরা ঘাবড়াবেন না। এমন কিছু হলেও অবাক হবার কোনোই কারন নেই।
কেননা, আপনি কি জানেন নাহ যে একজন সন্মানিত রছুল মুছা(আঃ),,, যার কথা কুরআন মাজিদে বারবার এসেছে, সেই মুছা (আঃ)- এতটাই তোতলা ছিলেন যে,তিনি তার মনের ভাব মুখ দিয়ে প্রকাশ করতে পারতেন না। (অধিকাংশ সময়)
তাইতো তিনি দোয়া করলেন, তার ভাই হারুনের জন্য যেঃ হে আল্লাহ! আমার মুখে জরতা! সবাই আমার কথা বোঝেনা। তাই আপনি হারুন কেউ কবুল করুন যেনো, সে আমাকে সহযোগিতা করে।
আর আল্লাহ মুছা (আঃ)- এর দোয়া কবুল করলেন এবং হারুন কে রেছালত ও নব্যুয়ত দানন করলেন।
তাই খেয়াল করে দেখবেন যে,,যেখানেই মুছা আঃ এর কাহিনি সেখানেই

Scanned by CamScanner

হারুন আঃ এর পাঠ আছে।কারন মুছা আঃ-এর দুর্বলতার জন্য হারুন আঃ কাজ/দ্বায়ীত্ব বেশি ছিলো।
(সুরাঃ ত্বোয়া-হা। আয়াতঃ ২৭-৩৭)
এমন কি ইমাম মাহদিও মুছা আঃ এর মতই তোতলা হবেন। তিনি যখন কথা বলবেন,তা বেধে যাবে এবং কথা বের হবেনা,তার কারনে তিনি তার হটুর উপর হাতের তালু দিয়ে আঘাত করতে থাকবেন।
তার কারনেই তার সাথে তার প্রিয় বন্ধু"" শুয়াইব ইবনে ছালেহ"- থাকবেন।
(আবু দাউদঃমাহদির বর্ননা)
তাই বোঝা যায়,ইমাম মাহমুদ ও তাহলে কোনো না কোনো দুর্বলতায় ভুগবেন,যার কারনেই, সাহেবে কিরানের এতটা মর্যাদা / এত দায়িত্ব।
তবে, যেহুতু হাদিছে বলছে,সেনাপতি হবে "সাহেবে কিরান" আর গাইডলাইন দিবেন ইমাম মাহমুদ
সেহুতু আমার ধারনা, তার হাত বা পায়ে কোনো সমস্যা থাকবে। পুর্নশক্তি থাকবেনা/ দুর্বলতায় ভুগবেন
(আল্লাহ অধিক অবগত,, কোন ভুল হলে আল্লাহ মাফ করুন)
• হাদিছ বলছে ইমাম মাহমুদের শরীর দুর্বল হলেও চেহাড়া হবে ""মায়াবী""। দেখেই মায়া হবে।
তার মানে কিন্তু এই না যে,তার শরীরও দুর্বল হবে,চেহারায় মায়াবী রেখা থাকবে, তাহলে কি তাকে অত্যাচার করা হবেনা?
কক্ষনই না।কেননা, ইতিহাস বলে, মুহাম্মাদ(ছাঃ) এবং ইউসুফ (আঃ)- দুইজন শ্রেষ্ঠ সুন্দর পুরুষ। তাদেরকেও কি কঠিন অত্যাচার করেছিলো পাষান হৃদয়ের কাফিরগন। এবার তো ঐ সুন্দর নয়,তাহলে কেমন হবে???
•আর ইমাম মাহমুদ কে তার জামানার খুবই কম মানুষই চিনবে।অর্থাৎ,তিনি কোনো হাইপ্রোফাইলের, কেউ হবেননা। সাধারন পাবলিক হবেন।যদি ইতিহাস দেখি তাহলে জানতে পারবো ৯৫% নবী

Scanned by CamScanner

রছুল,আওলিয়া গন সাধারন জনগন ছিলেন।সে সময়ের আলোচিত, কোন ব্যাক্তি ছিলেন না।

♦হাবিবুল্লাহ ও সাহেবে কিরানের হাত ধরে, মুসলমানদের বড় একটা বিজয় গাজোয়াতুল হিন্দের বিজয় আসবে।ইংশাল্লাহ।

♦ পরিশেষে দুইটি হাদিছই বলছে তাদের আগমন হলে বুঝতে হবে মাহদী খুবই সন্নিকটে।

আলহামদুলিল্লাহ।

আল্লাহ আমাদের কে সঠিক"" সাহেবে কিরান"" ও ""হাবিবুল্লাহ ""-কে চেনার এবং তাদের দলে যোগদানের তাওফিক দান করুন।

আমিন।

বাংলাদেশে কোন জেলা থেকে প্রকাশিত হবেন ♦ ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহ ♦এবং ♦সাহেবে কিরান বারাহ♦??? [হাদিছের সুত্র]

★আছছালামু আলাইকুম প্রিয় দ্বিনী ভাই ও বোনেরা★

আশা রাখি ভালো আছেন।

আজকের আলচ্য বিষয়ঃবাংলাদেশে কোন জেলা থেকে প্রকাশিত হবেন ♦ ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহ এবং সাহেবে কিরান বারাহ???

বন্ধুরা আমি পুর্বেই বারবার হাদিছ থেকে প্রমান করেছি যে,,বাংলাদেশ থেকেই প্রকাশ পাবেন ইমাম মাহমুদ ও সাহেবে কিরান।আর এটাও প্রমান করেছি,,,

২০২৪ সালে তাদের খেলাফাত হাতে নেবার চুরান্ত পদক্ষেপ।।

তখন আপনাদের থেকে অনেকে বলেছেন যে,

বাংলাদেশের কোথায়(কোন জেলা/বিভাগ) তার জন্ম হবে বা প্রকাশিত হবে??

Scanned by CamScanner

♥আর আমি পুর্বেও বলেছি আল্লাহর কাছে চাওয়ার মত চাইলে তিনি কাউকেই ফেরান না♥
তাই বহু প্রচেষ্টার পর, মধ্যরাতে একটি হাদিছ খুজে পেলাম আমার বড় ভাই ও দুই শ্রদ্ধেয় দাদুর নিকট হতে।(তাদের ধন্যবাদ)
♦চলুন এবার হাদিছ টি পড়িঃ
♥হাদিছঃ♦বুরায়দা (রাঃ)হতে বণিত,,,--তিনি বলেন,আমি রছুল (ছঃ) কে বলতে শুনেছি,
খুব শিগ্রহই মুশরিকরা তাদের বন্ধু অঞ্চলের মুসলমানদের উপর অত্যাচার বৃদ্ধি করে দেবে,আর তাদের নির্বিচারে গন হত্যা করবে।
তখন সেখান কার দূর্গম নামক অঞ্চল তথা.
"বালাদি লিল উছরো"
থেকে একজন দুর্বল বালক(ইমাম মাহমুদ) তাদের মুকাবিলা করবে।
আর তার নেত্রিত্বেই মুমিনদের বিজয় আসবে।
রাবি. বলেন,তিনি আরো বলেছেন,তার একজন বন্ধু থাকবে যার উপাধী হবে সৌভাগ্যবান।(সাহেবে কিরান)
(আস সুনানু ওয়ারিদাতুল ফিল ফিতান,১৭৯১, এবং আসারুস সুনান, ৮০৩)
!!আলহামদুলিল্লাহ!!
[[[হাদিছের ব্যাক্ষাঃ ব্যাক্ষা দেবার প্রয়োজন বোধ করছি না। সহজ সরল কথা।
তবে একটি কঠিন বাক্যঃ
যে অঞ্চল/প্রদেশ / জেলা থেকে ইমাম মাহমুদ প্রকাশ পাবে তাকে আরবীতে বলা হয়েছেঃ
""বালাদী লীল উছরো""
অর্থঃ যে অঞ্চল কে ♦দুর্গম ♦নামে ডাকা হবে।
এখন,,, কথা হলো বাংলাদেশের কোন বিভাগ বা জেলার নাম দুর্গম???? আপনাদের কী কারো জানা আছে???
তবে আরও একটি তথ্য আপনারা ব্যবহার করতে পাড়েন।

Scanned by CamScanner

তাহলো,,,,,প্রতিটি জেলা বা বিভাগের নামের অর্থ খুজে দেখুন।
দেখুন কোন জেলার নামের অর্থঃ দুর্গম???
বা কোন জেলার নতুন নাম করন করা হলে তার পুরাতন নাম সার্চ করুন এবং সেই নামের অর্থও সার্চ করে দেখুন যে দুর্গম হয় কী না।
তাহলেই পাওয়া যাবে যে ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহ কোন জেলায় আসবেন।
(ইংশাল্লাহ)
তবে,,, আপনারা আবার দুর্গম এলাকার কথা ভাববেন না(যেমন রাঙ্গামাটি, বান্দরবন,,সুমদ্র এলাকা- এগুলো নয়/ বরং এভাবে দেখুন, রাঙ্গামাটি শব্দের অর্থঃ কি?? চট্টগ্রাম অর্থঃ কি-- এইভাবে খুজুন)
,,,দুর্গম একটা নাম। বা নামের অর্থ মাত্র।
যেমনঃ কারো নাম সাগর হলেই কিন্তু সে সাগর /সুমদ্র হয়ে যায় না।
[উল্লেখ্য যেঃ সাহেবে কিরান" ঐ জেলারই হবে কি না,সেটা বলা নেই। বাকিটা আল্লাহ জানেন]
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
আরো একটি বিষয়ঃ ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহ এবং সাহেবে কিরান,, যে ২০২১ এর পুর্বে প্রকাশ পাবেন না, তার কিন্তু কোনো গ্যারান্টি নেই।
তারা যে কোনো মুহুর্তে প্রকাশিত হতে পারেন।
আজও/কালও/ ১ বছর পরও/ ২১ সালেও।
তবে চুরান্ত যেহুতু ২৪সাল আর জিহাদের পুর্বে বহু নির্যাতন করা হবে সেহুতু সে ৩-৪/৫-৬ বছর আগে প্রকাশ পাওয়াটা কোনো বিস্ময়ের বিষয় নয়।
ইতিহাসও তাই বলে,
সুতরাং সর্বদা চোক কান খোলা রাখুন।

আর কেউ যদি নিজেকে ইমাম মাহমুদ বলে দাবি করে তাকে নিচের ১০ টি পয়েন্টের সাথে মিলিয়ে নিয়েই কেবল বিশ্বাস করবেনঃ

(১) তার নাম "মাহমুদ"- কি না।

Scanned by CamScanner

(২) তার পিতার নাম "আব্দুল" কিনা।
(৩) তাকে দেখতে" দুর্বল "কিনা!
(৪) তার কোনো শারীরিক সমস্যা আছে কিনা।(কেননা,, হাদিছ বলছে তিনি শারিরিক সমস্যা জনিত কারনে দুর্বল হবেন,সাধারন মানুষের চেয়েও)
(৫) জন্মভুমি এই দেশে কি না।
(৬) তার জেলার নাম কি??
সেই জেলার বর্তমান বা পুরাতন নামের অর্থ কি "দুর্গম" হবে কি না???
(৭) তার চেহাড়া ""মায়াবী "" কী না??
(৮) তাকে কি অনেক মানুষ চেনে না কি চেনে না??
(কেননা, তাকে ইমাম মাহমুদ হিসেবে নয়,,সাধারন মানুষ হিসেবেই বেশি পরিচিত হবেনা সে)
(৯) সে সাধারন কোনো পরিবারের সন্তান হবেন।
(১০) তার একজন ঘনিষ্ট প্রিয় বন্ধু থাকতে হবে যার নামের প্রথম হরফ হবে আরবীতে
"শীন" - হরফে বা বাংলাতে "শ" দিয়ে।
(তিনি হবেন সাহেবে কিরান।)

_____=_____

যদি উক্ত ১০ টি পয়েন্টের সাথে দাবিদারের হুবহু মিল পাওয়া যায়,তাহলে তাকে ইমাম মাহমুদ বলে মান্য করা যাবে।(ইংশাল্লাহ)
ধন্যবাদ সবাই কে, সময় দিয়ে পড়ার জন্য

আর যারা **শেষ জামানা **নিয়ে গবেষনা করতে বা জানতে আগ্রহী তারা আমাদের নতুন গ্রুপে এ্যাড হয়ে যেতে পারেন "আখিরুজ্জামান গবেষনা কেন্দ্র"

Scanned by CamScanner

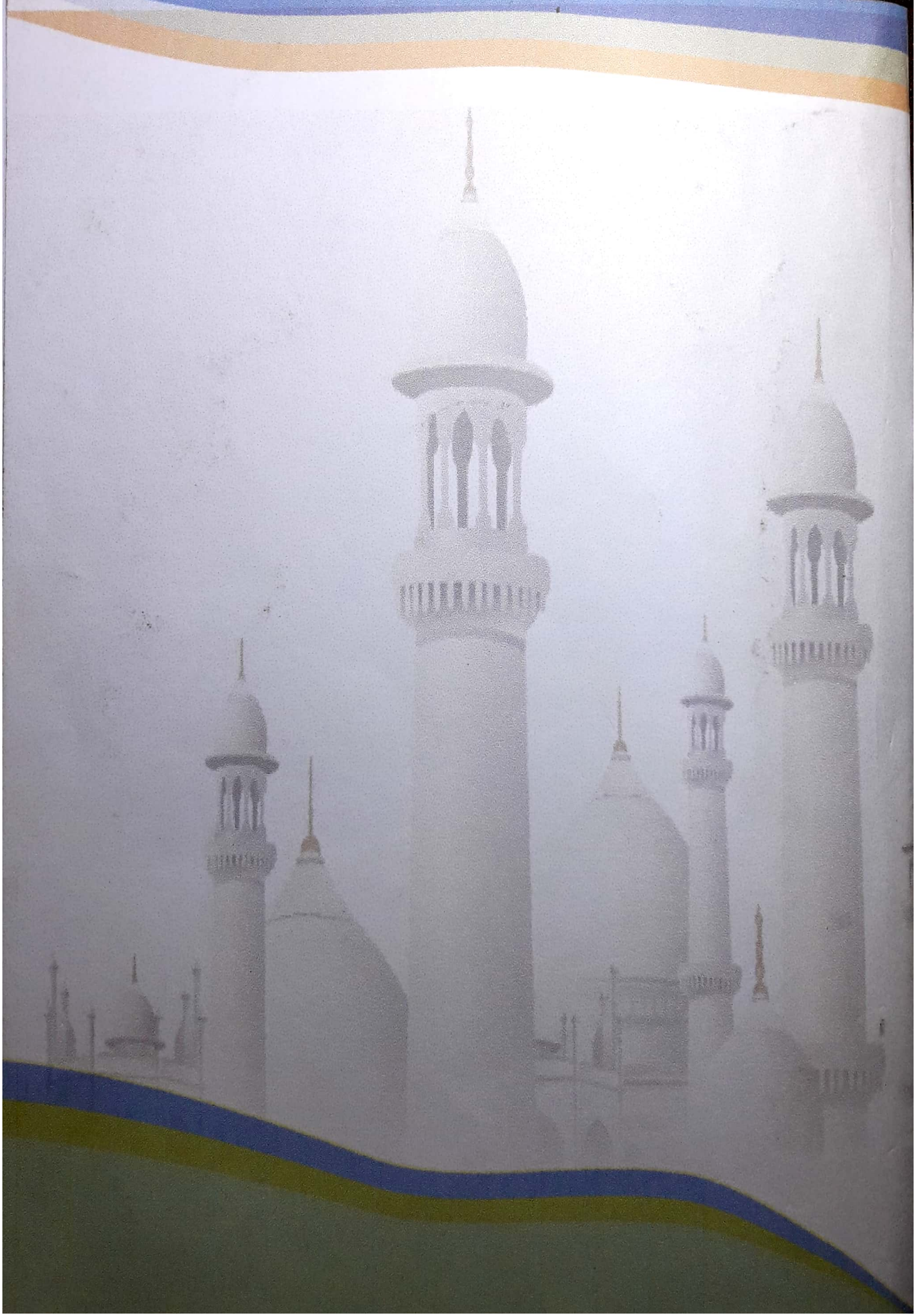

Scanned by CamScanner